গ্রহবিপ্র ইতিহাস

বা

শাকদ্বীপিব্রাহ্মণ-বিবরণ।

টাঙ্গাইলান্তর্গত বড়বেলতা গ্রাম নিবাসী—কলিকাতাস্থ
রাজকীয় (গভর্ণমেণ্ট) সংস্কৃতপাঠশালা
জ্যোতিষাদি শাস্ত্রাধ্যাপক
হোরাবল্লভাদি গ্রন্থবিরচক, লীলাবতী, বীজগণিত,
সিদ্ধান্তশিরোমণি, কোষ্ঠীপ্রদীপাদি
গ্রন্থ-টীকানুবাদক

**পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-
জ্যোতিস্তীর্থ সংকলিত।**

৯৬।১, শ্যামবাজারষ্ট্রীটস্থ বেদাঙ্গচতুষ্পাঠী
গ্রন্থকারভবন হইতে
শ্রীদিগিন্দ্রনাথ পাঠক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

শকনরপতে রতীতাব্দাঃ ১৮৪৫।

মূল্য ১৲ একরৌপ্য মুদ্রা।

ওঁ নমঃ সূর্য্যায় পরব্রহ্মণে।

ভূমিকা।

স্বাধীনতা, পরাধীনতা, উন্নতি, অবনতি, শ্রেষ্ঠত্ব, লাঞ্ছনা এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের অপরিহার্য্য নিয়ম। যুদ্ধে পরাজয় হেতু সৈন্যগণ পশ্চাৎপদ হইতে থাকিলে, তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্মিলিত রাখিতে যেরূপ সুচতুর সেনাপতির প্রয়োজন, সেইরূপ দেশের স্বাধীনতা, পরাধীনতা প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই সমাজের শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখিয়া সমাজের সর্ব্ব প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধানে চেষ্টা করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রয়োজন।

পরাজিত হইয়াও সৈন্যগণকে সংবদ্ধ রাখিতে পারিলে যেরূপ ভবিষ্যতে জয়লাভের সম্ভাবনা থাকে, সেইরূপ নিরপেক্ষ ভাবে সমাজ পরিচালনা দ্বারা সামাজিকশৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারিলেই সমাজের উন্নতি সংঘটিত হয়।

বহু সেনাপতির পরস্পর হিংসাদ্বেষ দলাদলি দ্বারা যেরূপ দেশের স্বাধীনতা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বহু ব্রাহ্মণশ্রেণীর পরস্পর হিংসাদ্বেষ দ্বারা হিন্দু সমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে।

সৃষ্টিকর্ত্তা এক ব্রহ্মা হইতে দশজন ঋষির সৃষ্টি হয়, তাঁহা হইতেই সকল ব্রাহ্মণ গণের সৃষ্টি হইয়াছে সুতরাং সকল ব্রাহ্মণই মূলতঃ এক। সকলেরই উপনয়নাদি সর্ব্ববিধসংস্কার, গায়ত্রী, অশৌচ বিধি প্রভৃতি এক। অথচ পরস্পর প্রাধান্যলাভ মানসে দলাদলিতে সমগ্র ভারতে প্রায় চারিশত প্রকার ব্রাহ্মণ শ্রেণী হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুসমাজের যে কি শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে, ইহা চিন্তাশীল সমাজহিতৈষি ব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারেন।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজকে ধ্বংসের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে

হইলে, সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের পরস্পর ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সংঘবদ্ধ হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এজন্য গ্রহবিপ্র বা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস, গ্রহবিপ্রসমাজ ও অন্যান্য সমাজকে জানাইবার জন্যই এই ইতিহাস লিখিতেছি।

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ এই ষটকর্ম্মে ব্রাহ্মণগণের সাধারণ অধিকার; ইহার মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ ইঁহাদের জীবিকার উপায়। ৺সূর্য্যোপাসক গ্রহবিপ্র বা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ, অগ্নেয়দেবতা শিব ব্যতীত অন্য দেবতার যাজন করিতেন, শিব ও সূর্য্যের একত্ব বোধে শিবের ও যাজন করিতেন।

আদিত্যঞ্চ শিবং বিদ্যাচ্ছিব মাদিত্যরূপিণং।
উভয়োরন্তরং নাস্তি আদিত্যস্য শিবস্য চ॥
(আদিত্য হৃদয় স্তবে শ্রীকৃষ্ণোক্ত)

পশ্চিম ভারতে এখনও তাহাদের সকল দেবতা যাজনের অধিকার অক্ষুন্ন রহিয়াছে। বঙ্গদেশেও সেনরাজগণের ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত রাঢ়ী বারেন্দ্র সমাজের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রহবিপ্রগণের যাজন, গুরুতা প্রভৃতির অধিকার বজায় ছিল। সেন রাজগণের অনুগ্রহে নবাগত রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের অত্যধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, ইঁহারা শক্তি বা বিষ্ণু যে কোন দেবোপাসক হইলেই সকল পূজায় অধিকারী কিন্তু বঙ্গদেশের সুপ্রাচীন অধিবাসি গ্রহবিপ্রগণ গ্রহ পূজা ব্যতীত অন্য দেবতার যাজন কার্য্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। প্রবল প্রতাপ ইংরেজ জাতির সিদ্ধান্তে ধনী, নির্ধন, বিদ্বান, মূর্খ, চরিত্রবান্, চরিত্র হীন নির্ব্বিশেষে ইংরাজ মাত্রেই যেরূপ ভারতে বিশেষ প্রতিপত্তির অধিকারী, কিন্তু ভারতবাসী বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, ধনাঢ্য হইলেও তাঁহারা ইংরেজের সমান অধিকারে অধিকারী নহে, সেইরূপ

রাজানুগ্রহে বলবান এই রাঢ়ী, বারেন্দ্র বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ মূর্খ, আচারহীন, দুশ্চরিত্র হইলেও তাঁহার সকল দেবতার যাজন ক্রিয়ায় অধিকার কিন্তু এই গ্রহবিপ্র সমাজের ব্রাহ্মণগণ বিদ্বান্, সদাচারনিষ্ঠ, ক্রিয়াপটু, নির্ম্মলান্তঃকরণ হইলেও তাঁহারা গ্রহযাজন ব্যতীত অন্য দেবতার যাজন ক্রিয়ায় কেন অধিকারী হইতে পারিবেন না, ইহা সহৃদয় নিরপেক্ষ, সমাজহিতেচ্ছু বিদ্বৎগণের (পার্লিয়ামেন্টের) সমাধানের জন্য তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ ও গ্রহবিপ্রগণকে তাঁহাদের প্রকৃত অধিকার লাভের জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টায় উৎসাহিত করাই এই গ্রহবিপ্র ইতিহাস লিখিবার উদ্দেশ্য।

এক সময়ে সমস্ত আর্য্য জাতির মধ্যে সূর্য্যোপাসনাই প্রধান ছিল। এজন্য সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ গণেরই শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ক্রমশঃ চন্দ্রের উপাসনা, অগ্নির উপাসনাও প্রচলিত হয়। সকল উপাসকই নিজ উপাস্য দেবতাকে পরব্রহ্ম ও সৃষ্টি কর্ত্তা (বীজ পুরুষ) ভাবিতেন।

ক্রমশঃ সৌর, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য এই পঞ্চপ্রকার উপাসক শ্রেণী হয়। পঞ্চ দেবতা মূলতঃ অভিন্ন। ইহাদের যে কোনও এক দেবতার উপাসনা করিলেই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মোপাসনা করা হয়। ইহাদের মধ্যে ইতর বিশেষ নাই।

সৌরাশ্চ শৈবা গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
মামেব তে প্রপদ্যন্তে বর্ষাম্ভঃ সাগরং যথা।
একোহহং পঞ্চধা যাতঃ ক্রীড়ার্থং নামভিঃ কিল॥ (পদ্মপুরাণ)

সূর্য্যৈকদন্তাচ্যুত-শক্তি-রুদ্রা-
বিঘ্নেশ-চণ্ডীশ্বর-ভানু-কৃষ্ণাঃ।
রুদ্রৈকদন্তাচ্যুত-শক্তি-সূর্য্যা-
শ্চণ্ডীশ-হেরম্ব-পতঙ্গ-কৃষ্ণাঃ॥

শ্রীনাথ-বিঘ্নেশ-ভগাম্বিকেশাঃ
প্রদক্ষিণং তত্র বিদিক্ষু কার্য্যাঃ।

(রুদ্র যামল)

অত্র পুনঃ পুনঃ পঞ্চদেবতোপাদানং পঞ্চানাং প্রথমতো হভিধ্যানেন সর্ব্বেষা মেব প্রাধান্য জ্ঞাপনার্থ মিতি হরতত্ত্বদীধিতিঃ।

সকল দেবতা মূলতঃ এক। সুতরাং সকল দেবতার উপাসক ব্রাহ্মণই সমান।

ব্রহ্মতেজঃ সমুদ্ভূতঃ সর্ব্বদেবময়ো দ্বিজঃ।

যোগিনীতন্ত্র ১৫ পটল।

সর্ব্বদেবময়ো বিপ্র স্তস্মাৎ তং মানমানয়েৎ ঐ ১৭ পটল।

অবিদ্বো বা সবিদ্বো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ।

(ভগবদ্বাক্যম্)

দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনা স্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণদেবতাঃ॥

(মহাভারত)

সকল ব্রাহ্মণই প্রথমে গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ ও গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, এই পঞ্চদেবতার যে কোন ও দেবতার দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হয়।

গায়ত্রী প্রথমা দীক্ষা আত্মজ্ঞানপ্রদীপিকা।
অতো হি প্রথমা পূজা গায়ত্রী পরিকীর্ত্তিতা।
দীক্ষানুসারেণ ততো হ্যন্যঞ্চ সমুপাসতে॥

(আগম সন্দর্ভ)

সকল ব্রাহ্মণেরই গায়ত্রীদীক্ষা একপ্রকার সুতরাং সকল ব্রাহ্মণই এক। ব্রাহ্মণোচিত বৈদিক জাতকর্ম্ম, উপনয়নাদিদ্বারা সংস্কৃত হইয়া

যিনি শম, দম, তপস্যা শৌচ, জ্ঞান, ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ও যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মশালী তিনিই শাস্ত্রানুসারে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

জাতকর্ম্মাদিভি র্যস্ত সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ বিঘসাশী গুরু প্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতো সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্য দান-মথাদ্রোহ মনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)

অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহ ঞ্চৈব ব্রাহ্মণানা মকল্পয়ৎ॥ (মনুসংহিতা)

অব্রাহ্মণ লক্ষণ।

যিনি রাজসেবক, ক্রয়বিক্রয় ব্যবসায়ী, গ্রামযাজী, বহুযাজী, পাচক, সন্ধ্যাবন্দন হীন তিনি অব্রাহ্মণ।

অব্রাহ্মণাস্ত ষট্‌ প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ব বাদিভিঃ।
আদ্যো রাজভৃত স্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী।
তৃতীয়ো গ্রাম যাজী স্যাৎ চতুর্থো বহু যাজকঃ।
পঞ্চমস্ত ভৃত স্তেষাং গ্রাম্যস্য নগরস্য চ।
অনাগতান্ত যঃ পূর্ব্বাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাং
নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোহ ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ॥

ব্রাহ্মণের নিন্দিত কর্ম্ম ।

শবদাহী চ শূদ্রাণাং ত্রিসন্ধ্যারহিতো দ্বিজঃ ।
শূদ্রাণাং সূপকারীচ শূদ্রযাজীচ যো দ্বিজঃ ।
অসিজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথোরগঃ ॥
সূর্যোদয়ে চ দ্বির্ভোজী মৎস্যভোজী চ যো দ্বিজঃ ।
শিলাপূজাদি রহিতো বিষহীনো যথোরগঃ ॥
ব্রাহ্মণশ্চ সুরাপীতী বিড্ ভোজী বৃষলীপতিঃ ।
হরিবাসর ভোজী চ কুম্ভীপাকং ব্রজেৎ ধ্রুবং ॥
যো হি তীর্থপ্রতিগ্রাহী কুম্ভীপাকং প্রয়াতি সঃ ।
শূদ্রসপ্তোদক যাজী গ্রাম যাজীতি কীর্ত্তিতঃ ।
দেবোপজীবজীবীচ দেবলশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ সূপকারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
সন্ধ্যাপূজা বিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ ।
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রয়ান্তি তে ॥ ইত্যাদি

এইরূপ শাস্ত্রানুসারে যদি ব্রাহ্মণ্যগুণের পরীক্ষাদ্বারা সম্মানের বিচার হয়, তবে কাহারও ক্ষোভের কারণ থাকে না। সমাজেও যথার্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হয়।

মেরু প্রদেশ বাসী দেবগণই সকল আর্য্য জাতির পূর্ব্বপুরুষ। ব্রহ্মা বা সূর্য্য তাঁহাদের নেতা ছিলেন। ইহাদের বংশধরগণ ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। সাঁওতাল, কোল, ভিল, গারো, নাগা, কুকী প্রভৃতিই কেবল এ দেশের প্রাচীন অধিবাসী। ভারতবর্ষে সূর্য্য পূজার প্রাধান্য থাকায় কেবল সূর্য্যোপাসক-শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচয় অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। অন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব-পরিচয় বিস্মৃত হইয়াছেন। মাত্র কয়েক শত বৎসর হইল রাঢ়ী বারেন্দ্র,

বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আসিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে আমরা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছি। কান্যকুব্জে বহুবিধ ব্রাহ্মণের বাস রহিয়াছে, ইঁহাদের মধ্যে কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহা বলিতে পারেন না। ইঁহারা বলেন কায়স্থগণ তাঁহাদের ভৃত্যরূপে এ দেশে আসিয়াছিল কিন্তু কায়স্থগণ ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। বোধ হয় কায়স্থগণ কোন রাজনৈতিক বিপদে পড়িয়া ক্রমশঃ তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচয় বিস্মৃত হইয়াছিল। গ্রহবিপ্রগণও বোধ হয় এইরূপ কোন রাজনৈতিক বিপদে পতিত হইয়াই অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার কুহকে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ যেরূপ আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, ইঁহারা দারিদ্র্য নিবন্ধন বহু ব্যয় সাধ্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় সেরূপ উন্নত হইতে না পারায়, আচারভ্রষ্ট হন নাই। ইঁহাদের অধিকাংশই জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বঙ্গদেশে যত গভর্ণমেণ্টের জ্যোতিষোপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ (জ্যোতিস্তীর্থ) আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই গ্রহবিপ্র। ঢাকা সারস্বত সমাজ হইতেও যত জ্যোতিষের উপাধি পাশ করে, সকলেই প্রায় গ্রহবিপ্র। এই গ্রহবিপ্র সমাজে স্মৃতিতীর্থ সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতিও অনেক আছেন। কালস্রোতে ধীরে ধীরে গ্রহবিপ্র সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারিত হইতেছে।

গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ বালী গ্রামে গ্রহ ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে বহু সংখ্যক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাত্রি-দিনোজ্জ্বল নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রণেতা সনাতন বিদ্যাবাগীশ, অচ্যুত পঞ্চানন, রামহরিসিদ্ধান্ত, তিতুপঞ্চানন, চণ্ডীচরণ তর্কভূষণ প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। অধুনা ইঁহাদের বংশধরগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন। তন্মধ্যে বড় লাটের দেওয়ান স্বর্গীয় রামচন্দ্র আচার্য্য (১৮৮৬ খৃঃ মৃত্যু) তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব

অধ্যাপক বঙ্গ ভাষায় প্রাক্‌টিস্ অফ মেডিসিন্ নামক প্রসিদ্ধ চিকিৎসা পুস্তকের প্রণেতা, স্বর্গীয় কামাখ্যানাথ আচার্য্য এল্ এম্ এস, কলিকাতা ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি রায় বাহাদুর যদুনাথ রায় ও তদীয় পুত্র ভূতপূর্ব্ব জজ (পেন্সনপ্রাপ্ত) অধুনা জোড়াসাঁকো পুলিশ কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় বাহাদুর শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, বালীর মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান্ স্বর্গীয় নলিনীবিহারী মিশ্র বিএ প্রভৃতি বিখ্যাত। বর্ত্তমানেও এই গ্রামে আচার্য্য ব্রাহ্মণ সমাজে বিএ, এম এ পাশ বহু আছেন। সংস্কৃত বিভাগে কেবল বালী হাইস্কুলে শ্রীগোকুলচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও তদীয় ভ্রাতা হাবড়া হাইস্কুলের অধ্যাপক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও চণ্ডীচরণ জ্যোতিভূষণ সেই প্রাচীন পাণ্ডিত্য-স্রোতের ক্ষীণধারা বজায় রাখিয়াছেন।

বিখ্যাত পণ্ডিত বংশ সম্ভূত, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা ও কলিকাতা হাই-কোর্টের পঞ্জিকার গণনাকারী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের পুত্রগণ মধ্যে টাকী স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীহেমচন্দ্র আচার্য্য এম্ এ, বি, টি, প্রভৃতি সকলেই প্রায় পাশ্চাত্য শিক্ষিত। জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের ভ্রাতা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ বঙ্গ ভারতের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি, এইচ্ ডি, মহোদয়ের পুত্রগণ কৃষ্ণনগরের ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীপূর্ণচন্দ্র আচার্য্য, শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য বিএ প্রভৃতি সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্নত। জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের অপর ভ্রাতা কলিকাতা হিন্দু স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক, দক্ষিণাপথ ভ্রমণ, রামানুজ চরিত প্রভৃতি প্রণেতা স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রি মহোদয়ের পুত্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রফেসর শ্রীধীরেশচন্দ্র আচার্য্য শাস্ত্রি এম্ এ, বি, এল, পি, আর্ এস্ প্রভৃতি এবং বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম্ এ, এম, বি; সব্ ডেপুটী শ্রীযতীন্দ্রনাথ

চক্রবর্ত্তী এম্ এ, পি, আর্ এস্; উকীল শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষাল এম্ এ, বি এল্ বি টি প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্নত হইয়াছেন।

প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যেও এলাহাবাদ কলেজে শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য এম এ, পি, এইচ্, ডি, ডি, লিট্। পাটনা ট্রেণিং কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীহীরালাল ভট্টাচার্য্য এম এ প্রভৃতি রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশে ও প্রবাসে বহু শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষিত গ্রহবিপ্র আছেন।

বর্ত্তমান সময়ে গ্রহবিপ্র সমাজ যেরূপ রাজনৈতিক স্বরাজের পক্ষপাতী, সেইরূপ সামাজিক স্বরাজেরও পক্ষপাতী। এই হেতু দেশবাসী দিগের ও গ্রহবিপ্র সমাজের অবগতির জন্য গ্রহবিপ্র সমাজের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইল।

আমি এই পুস্তকে নানাবিধ বেদ পুরাণ, উপনিষৎ শিলাফলকাদি হইতে গ্রহবিপ্র গণের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কিছু বলিতে বা অন্য ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি কোনও অবজ্ঞা বা হিংসা করিতে প্রয়াসী হই নাই। অন্যকে অবজ্ঞা বা হিংসা না করিয়া নিজ চেষ্টায় নিজের, নিজের সমাজের, নিজের জাতির ও নিজের দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনই প্রকৃত মনুষ্যধর্ম্ম।

আমি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। যদি ইহাতে কিছু ভ্রম দেখা হইয়া থাকে তাহা সহৃদয় পাঠকগণ আমাকে জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। ইতি

নিবেদক—

শ্রীরাধাবল্লভ দেবশর্ম্মা।

গ্রন্থকর্ত্তার বংশ বিবরণ।

গ্রহযজ্ঞ বিধানার্থং শশাঙ্কস্য মহীপতেঃ।
"সরযূ-পারিণো বিপ্রা" আনীতা গৌড়মণ্ডলম্ ॥
বেদবেদাঙ্গ কুশলৈ জ্যোতিঃশাস্ত্র পরায়ণৈঃ।
তৈঃ সম্পাদিত যজ্ঞেন রোগমুক্তাচ্চ ভূপতেঃ ॥
বহুভূমীঃ সমাসাদ্য নৃপপ্রার্থনয়া ততঃ।
সদারা নিবসন্তি স্ম গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ ॥
তেষাঞ্চ তনয়াঃ সর্ব্বে জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদাঃ।
গ্রহযজ্ঞাদি নিপুণা "গ্রহবিপ্রা" উদাহৃতাঃ ॥
বহুল কীর্ত্তিযুতে চ তদন্বয়ে হৃদয়রাম* ইতি প্রথিতো দ্বিজঃ।
সমজনীশ-পদে রত-মানসো নয়যুতোঽমল-কশ্যপ-বংশজঃ ॥
স হরিচরণ-পদ্ম-ধ্যাননিষ্ঠো বরিষ্ঠো-
হরিচরণ ইতিজ্ঞ স্তস্য পুত্রঃ সুকর্ম্মা।
সদমল-পিতৃতুল্য-জ্ঞানবিজ্ঞান-মান্যো-
বিবিধ-গণিতশাস্ত্রাম্নায়-তন্ত্রেষু ভৃঙ্গঃ ॥
তস্মাত্মজঃ সর্ব্বজনাভি রামো নাম্না সভারাম† ইতি প্রসিদ্ধঃ।
শ্রৌতস্মৃতিজ্ঞান-বিচারদক্ষো ভূপালমান্যো বিদুষাং বরেণ্যঃ ॥

* পাবনা-বিভাগান্তর্গত শীতলা রাজসদনাদনতিদূরে খন্দপবাড়ীয়া নামক গ্রামেঽস্য বসতি রাসীৎ।

† শৈশবে পিতৃবিয়োগানন্তরং পাবনা বিভাগান্তর্গত বড়লনাম নদীতীরস্থ ড্যামরা-নামক গ্রামে মাতুলালয়েঽয়ং প্রতিপালিত স্তত্রৈব লব্ধবিদ্যঃ টাঙ্গাইলান্তর্গত অলোয়াধি-পতিতো ব্রহ্মত্রভূমিং প্রাপ্য খোলাবাড়ী নামক-গ্রাম মধ্যুবাস ॥

ততো জগন্নাথ নিবিষ্টচিত্তো নাম্না জগন্নাথ ইহ প্রসিদ্ধঃ।
অনেক তীর্থেষু পবিত্রকায়ো বেদাদিশাস্ত্রে নিপুণোঽতি মান্যঃ॥

জয়নাথ স্তুতো তজ্জে মুক্তাগাছাধিপৈশ্চ যঃ।
সভায়াং জ্যোতিষ-শ্রেষ্ঠপদং প্রাপ্য সুমানিতঃ॥

তস্মাৎ কৃপানাথ*ইতী কৃপালুঃ সদা সদাচাররতো যতাত্মা।
পরোপকারব্রত নিষ্ঠচিত্তো হরৌ সদা লগ্নমতি র্বরেণ্যঃ॥

তজ্জেন রাধোত্তর বল্লভেন
শ্রীশর্ম্ম যুক্তেন বিচার্য্যশাস্ত্রম্।
সৌর-বিজ্ঞানা মিতিহাস এষঃ
সংগৃহ্যতে সূর্য্যপদং বিচিন্ত্য॥

* টাঙ্গাইলান্তর্গত বড়বেলতা গ্রামস্থো বর্ত্তমান আলয়োঽনেনৈব নির্ম্মাপিতঃ।

সূচীপত্র।

শুদ্ধাশুদ্ধ পত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি
মহির্ষি	মহর্ষি	১	১৫
সূর্য্যপুত্র	সূর্য্যাপুত্র	২	১৩
সত্ব	সত্ত্ব	৬	২০
রাজ্ঞনং	রাজ্ঞানং	২০	৩
নিষধসোত্তরেং	নিষধস্যোত্তরেণ	২১	৩
জম্বীপের	জম্বুদ্বীপের	২১	১৩
কালস্বক্রমে	কালক্রমে	২১	১৩
পর্ব্বত	পর্ব্ব	২৩	১২
নামও	নামেও	২৪	১৪
গুহ্যকৈ	গুহ্যকৈঃ	২৪	১৮
মেষা	মেষাঃ	২৬	৪
স্বস্থাঃ	[illegible]	২৯	২০
লক্ষণান্বিতাম	লক্ষণান্বিতাম্	৩২	১৬
তেভো	তেভ্যো	৩৪	১৭
মঙ্গলা	মঙ্গলো	৪১	১১
দিবাকম্ম	দিবাকর	৫৮	১৪
দেবশুক্রষণং	দেবশুশ্রূষণ	৬০	১৯
যথাধিধারী	যথাধিকারী	৬৯	১২
ভোজ্যা	ভোজ্যাঃ	৭২	১৭
মগব্রাহ্মগণের	মগব্রাহ্মণগণের	৮০	৮
মর্থবিঘ্নজনক	মথাবিঘ্নজনক	৮৪	৬
বিজ্ঞানশিষ্টাম্বয়ান্	বিজ্ঞানশিষ্টাম্বয়ান্	৯২	২৩

——*——

গ্রহবিপ্র ইতিহাস

নমঃ সূর্য্যায় পরব্রহ্মণে—

নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে
জগৎ প্রসূতি স্থিতিনাশ হেতবে :
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে ॥

(আদিত্যহৃদয়স্তবে শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ)

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—জগতের চক্ষুস্বরূপ, জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, গদ্য, পদ্য ও সঙ্গীত এই ত্রিবিধ বেদচতুষ্টয়ের প্রকাশক, ত্রিগুণময়, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাত্মক সূর্য্যদেবকে নমস্কার।

প্রস্তাবনা

সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে আর্য্য ঋষিগণ নানা প্রকার যন্ত্র দ্বারা গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের গণনার প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরবর্ত্তি শাকদ্বীপেই গ্রহবেধ করিবার প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। শাকদ্বীপি মহির্ষিগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ সূর্য্য নারায়ণ ও তাহা হইতে নিঃসৃত গ্রহগণের উপাসনা করিতেন।

বঙ্গদেশাগত শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই বেদের প্রধান অঙ্গ জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা, গ্রহ পূজা ও গ্রহদান গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন; এবং ইহারা সাধারণতঃ গ্রহবিপ্র বা আচার্য্য ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত।

গ্রহবিপ্রগণের সংজ্ঞা।

গ্রহবিপ্রগণ শাকদ্বীপিব্রাহ্মণ, শাকলদ্বীপিব্রাহ্মণ, দিব্যব্রাহ্মণ, মগব্রাহ্মণ, ভোজব্রাহ্মণ, ভোজকব্রাহ্মণ, আচার্য্যব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ, সৌরব্রাহ্মণ, সাধ্যব্রাহ্মণ, আদিত্যব্রাহ্মণ ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ, জ্যোতিশ্ময় ব্রহ্ম ভগবান্ সূর্য্যদেব হইতে উৎপন্ন, সূর্য্যের উপাসক ও দিব্যদেশে মেরুমণ্ডলে বাস করিতেন। মেরুপ্রদেশই (মধ্য এসিয়াস্থ পামীর) সকল মানবসমাজের আদি বাসস্থান ছিল। সূর্য্যদেব মেরুপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন। ইনি জ্যোতিশ্ময় ভগবান্ সূর্য্যদেবের অবতার। সূর্য্যপুত্র স্বায়ম্ভূব মনুর বংশধর, ভব্য নামক রাজা যে সময়ে শাকদ্বীপে রাজত্ব করেন, তখন সূর্য্যের রাজ্য দিব্যদেশ হইতে সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণ, রাজার পৌরহিত্য করিবার জন্য শাকদ্বীপে বা শাকলদ্বীপে আগমন করেন। চক্ষু (অক্‌সাস্ বা সরবুদরিয়া) নদীর তীরবর্ত্তী শাক্য, দিব্যমানব, ইক্ষ্বাকুবংশীয় কাকুৎস্থ প্রভৃতি রাজগণ, যে সময়ে শাকদ্বীপ হইতে অযোধ্যায় আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন, তখন তাঁহাদের কুলপুরোহিত ভোজকব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের সহিত কতক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণও এ দেশে আগমন করেন। তাপরে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শাম্ব, কুষ্টরোগাক্রান্ত হইয়া মহর্ষিনারদের পরামর্শে সূর্য্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং সূর্য্যের প্রসাদে রোগমুক্ত হইয়া পঞ্চনদের অন্তর্গত চন্দ্রভাগা নদীতীরে মূলস্থান বর্ত্তমান মূলতানে সূর্য্য

মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শাম্ব, সূর্য্যমূর্ত্তির পূজার জন্য শাকদ্বীপ হইতে অষ্টাদশ কুল বা গোত্রের ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ইঁহারা ভারতবর্ষে সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, ভোজবংশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণের পৌরহিত্যে নিযুক্ত হইয়া ভারতের নানা প্রদেশে বাস করিতে থাকেন। পশ্চিমভারতে এখনও ইঁহারা ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণের পৌরহিত্য ও গুরুতা করিতেছেন। বঙ্গদেশেও সেন রাজগণের এবং তাঁহাদের আনীত রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইঁহারাই বঙ্গদেশে পৌরহিত্য, গুরুতা, মন্ত্রিত্ব ও প্রাড্‌বিবাকত্বে নিযুক্ত ছিলেন। বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চেষ্টায় আবিষ্কৃত গরুড়স্তম্ভ লিপি হইতে জানা যায়, জমদগ্নি গোত্র সম্ভূত রামগুড়ব মিশ্র ও তাঁহার বংশধরগণ বঙ্গদেশের অধীশ্বর পালরাজগণের মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এই মন্ত্রি বংশের শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে ও শান্তি কার্য্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। শাকদ্বীপি ক্ষত্রিয়, পাল রাজগণ, পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বিজয় কামনায় অবনত মস্তকে ইঁহাদের শান্তি জল গ্রহণ করিতেন ও বহু ব্রহ্মত্র ভূমি দান করিয়াছিলেন। গয়া জেলার গোবিন্দ পুর হইতে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায়, মান-রাজগণের পণ্ডিত বংশ শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ গণের সহিত বঙ্গদেশের এই মন্ত্রিবংশের বিবাহ সম্বন্ধ ছিল। অনেকেই এই শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের প্রকৃত ইতিহাস না জানায় ইঁহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার কুসংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছেন। এই কুসংস্কার দূরীকরণ জন্য শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সূর্য্যাদি গ্রহগণের উৎপত্তি।

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতে যে জাতা স্তন্বস্পরি।
দেবা উপপ্রৈৎ সপ্তভিঃ পরা মার্ত্তণ্ড মাস্যৎ ॥ ৮

সপ্তভিঃ পুত্রৈ রদিতি রুপপ্রৈৎ পূর্ব্বং যুগং।
প্রজায়ৈ মৃতাবে তৎ পুন র্মার্ত্তণ্ড মাভরৎ॥ ৯

(ঋগ্ বেদ ১০।৭২।৮।৯।)

পরব্রহ্ম বা পরাশক্তি অসীম অখণ্ড তেজ (দ্যৌরদিতিঃ ঋক্ ১০।৬৩।৩) অদিতি হইতে ৮টী পুত্র জন্মে। পৃথিবী ও চন্দ্রাদি গ্রহ এই ৭ টী পুত্র দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রত্যহ জন্ম মৃত্যু অর্থাৎ উদয়াস্তের জন্য মার্ত্তণ্ড গর্ভে কেন্দ্র স্থলে স্থিত হন।

তস্য যে রশ্ময়ো বিপ্রাঃ সর্ব্বলোক প্রদীপকাঃ।
তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ॥

(কূর্ম্মপুরাণ)

সর্ব্ব লোক প্রদীপক সূর্য্য রশ্মির প্রধান সাতটী রশ্মিই সাতটী গ্রহ নামে অভিহিত।

চন্দ্রঋক্ষ গ্রহাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াঃ সূর্য্যসম্ভবাঃ।
সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিস্তু পুষ্ণাতি শিশিরদ্যুতিং॥
হরিকেশঃ পুরস্তাত্তু যো বৈ নক্ষত্র যোনিকৃৎ।
দক্ষিণে বিশ্বকর্ম্মা তু রশ্মি রাপ্যায়য়দ্ বুধং॥
বিশ্বাবসুশ্চ যঃ পশ্চাৎ শুক্র যোনিশ্চ স স্মৃতঃ।
সংবর্দ্ধনস্তু যো রশ্মিঃ স যোনি লোহিতস্য চ।
ষষ্ঠস্তু হ্যশ্বভূ রশ্মি র্যোনিঃ স হি বৃহস্পতেঃ।
শনৈশ্চরং পুনশ্চাপি রশ্মি রাপ্যায়তে স্বরাট্॥

(মৎস্যপুরাণ ১২৮ অধ্যায়)

চন্দ্র, নক্ষত্র, মঙ্গলাদি গ্রহ, সকলেই সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। সূর্য্যের সুষুম্ন-নামক রশ্মি হইতে চন্দ্র, পূর্ব্বদিকস্থ হরিকেশ নামক রশ্মি হইতে নক্ষত্র সকল, দক্ষিণ দিকস্থিত বিশ্বকর্ম্মা নামক রশ্মি হইতে বুধ, পশ্চিমস্থ বিশ্বা-

বসু নামক রশ্মি হইতে শুক্র, সংবর্দ্ধন নামক রশ্মি হইতে মঙ্গল, অশ্বভূ-নামক রশ্মি হইতে বৃহস্পতি, স্বরাট্ নামক রশ্মি হইতে শনি গ্রহ নিঃসৃত হইয়াছেন।

তেজসাং গোলকঃ সূর্য্যো গ্রহর্ক্ষাণ্যম্বুগোলকঃ।

প্রভাবন্তো হি দৃশ্যন্তে সূর্য্য রশ্মি প্রদীপিতাঃ। (বরাহ)

জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইলেও সূর্য্য ভিন্ন অন্য সকল গ্রহ, ক্রমে তেজোহীন হইয়াছেন। সূর্য্য, তেজোগোলক। গ্রহ, নক্ষত্র ও চন্দ্র ইহারা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা দীপ্ত হন।

আদিত্যমূল মখিলং ত্রিলোকঃ নাত্র সংশয়ঃ।
ভবত্যস্য জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুর মানুষং।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব লোকেশো মূলং পরম দৈবতং।
ততঃ সং জায়তে সর্ব্বং তত্র চৈব প্রলীয়তে।
ভাবাভাবৌ হি লোকানা মাদিত্যান্নিঃসৃতৌ পুরা।
জগজ্জ্ঞেয়ো গ্রহো বিপ্রা দীপ্তিমান সুগ্রহো রবিঃ।

(বায়ুপুরাণ ৫১ অধ্যায়)

হে বিপ্রগণ! আদিত্যই দেব লোক, মনুষ্য লোক ও অসুর লোক এই ত্রিলোক-পৃথিবীর মূল। সূর্য্যই সকলের আত্মা, জগদীশ্বর, মূল কারণ, পরম দেবতা। সূর্য্য হইতেই সকল জন্মে ও সূর্য্যেই লীন হয়। সুতরাং জগতের ভাব এবং অভাব, সূর্য্য হইতেই নিঃসৃত। গ্রহগণই জগৎ। দীপ্তিমান রবি, গ্রহরাজ।

সৃষ্টিবর্ণনা।

ব্রহ্মণঃ পুত্র কামস্য স্রষ্টুকামস্য বৈ প্রজাঃ।
ধ্যায়মানস্য মনসো বৃহৎ সাম রথন্তরম্॥

রথন্তরন্তু বিজ্ঞেয়ং পরমং সূর্য্যমণ্ডলম্ ।
তস্মাদণ্ডন্তু বিজ্ঞেয় মভেদাং সূর্য মণ্ডলম্ ।
ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ।
প্রধানং পুরুষঞ্চৈব প্রবিশ্যাণ্ডং মহেশ্বরঃ ।
গুণ বৈষম্য মাসাদ্য প্রসূয়ন্তে হ্যধিষ্ঠিতাঃ ।
গুণেভ্যঃ ক্ষোভমাণেভ্য স্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে ।
রজো ব্রহ্মা তমো অগ্নিঃ সত্বং বিষ্ণু রজায়ত ।
রজঃ প্রকাশকো ব্রহ্মা সৃষ্টিত্বেন ব্যবস্থিতঃ ।
তমঃ প্রকাশকোঽগ্নিস্তু কালত্বেন ব্যবস্থিতঃ ।
সত্বপ্রকাশকো বিষ্ণু রৌদাসিন্যে ব্যবস্থিত. ।
পরস্পরাশ্রিতা হোতে পরস্পর মনুব্রতাঃ ।
পরস্পরেণ বর্দ্ধন্তে ধারয়ন্তি পরস্পরং ।
অন্যোন্য মিথুনা হ্যেতে হ্যন্যোন্য মুপজীবিনং ।
ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্ ।

(বায়ুপুরাণ ৫ অধ্যায়)

পরমেশ্বর সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া সাম নামক বৃহৎ রথন্তর সৃষ্টি করিলেন। সূর্য্যমণ্ডলই রথন্তর, ইহাকেই অণ্ড বলে। পরমেশ্বর অণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের ক্ষোভ উৎপাদন করেন। এবং গুণের বৈষম্য জন্মাইয়া তিন দেবতার সৃষ্টি করেন। রজো গুণ প্রকাশক ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কার্য্যে, তমঃ প্রকাশক অগ্নি বা শিবকে বিনাশ কার্য্যে, সত্বপ্রকাশক বিষ্ণুকে পালন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই তিন দেবতা পরস্পর পরস্পরকে অনুবর্ত্তন করে, কেহই কাহাকে ক্ষণ কালের জন্যও ত্যাগ করেন না। অর্থাৎ সকল বস্তু বা কার্য্যেই অল্পাধিক্য তিনগুণই বিদ্যমান থাকে।

"অগ্নেরাপঃ" "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইতি শ্রুতিঃ।
তেজ হইতে জল ও জল হইতে ভূমি জন্মিয়াছে।
সর্ব্ব গ্রহাণা মেতেষা মাদি রাদিত্যা উচ্যতে।
চতুর্বিধানাং ভূতানাং প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকঃ।

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৭ অধ্যায়)

সকল গ্রহের আদি তেজোময় সূর্য্যকে আদিত্য বলে। সূর্য্যতেজ হইতেই আকাশ, জল, বায়ু, ক্ষিতি এই চারিটী ভূত জন্মিয়াছে।

পুরাণ বেদাদি বাক্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে; গ্রহই জগৎ। আমাদের পৃথিবীও একটী গ্রহ। ইহা একসময়ে তেজো গোলক ছিল। ক্রমশঃ তেজোবিকীর্ণ হওয়ায় শীতল ও জলমগ্ন হয়। পরিশেষে জল মধ্য হইতে অণ্ডাকার (গোলাকার) পৃথিবীর উৎপন্ন হয়। ইহা দিব্ বা দিব্য-দেশ ও পৃথিবী এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। মেরু পর্ব্বত ইহার নাভি বা মধ্যস্থান। এই স্থানেই প্রথমে লোকের বসতি হয়। জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের অবতার ব্রহ্মা নামে অভিহিত ভগবান সূর্য্যদেব ইহাদের নেতা ছিলেন।

যোঽতীন্দ্রিয়ঃ পরোঽব্যক্তাদণুর্জ্জ্যায়ান্ সনাতনঃ।
নারায়ণ ইতি খ্যাত স এব স্বয় মুদ্‌বভৌ॥
যঃ শরীরাদভিধ্যায় সিসৃক্ষু বিবিধং জগৎ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজ মপাসৃজৎ।
তদেবাণ্ডং সমভবৎ হেমরুপ্যময়ং মহৎ।
সংবৎসর সহস্রেণ সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্।
প্রবিশ্যাণ্ডং মহাতেজাঃ স্বয়মেবাত্ম সম্ভবঃ।
প্রভাবাদপি তদ্ ব্যাপ্যা বিষ্ণুত্বমগমৎ পুনঃ।
তদন্ত ভগবানেষ সূর্য্যঃ সমভবৎ পুরা।

আদিত্য শ্চাদিভূতত্বাৎ ব্রহ্মা ব্রহ্মপঠন্নভূৎ।
দিবং ভূমিং সমকরোৎ তদণ্ড শকল দ্বয়ম্।
স সিসৃক্ষু রভূ দ্দেবঃ প্রজাপতি ররিন্দমঃ।
ততোব্রেন্দ্রসশ্চ তত্রৈব মার্ত্তণ্ডঃসমজায়ত।
মৃতেঽণ্ডে জায়তে যস্মান্মার্ত্তণ্ড স্তেন সংস্মৃতঃ।
চতুর্ম্মুখঃ স ভগবানভূল্লোক পিতামহঃ।
যেন সৃষ্টং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুর মানুষং।
তে মবেহি রজো রূপং মহৎ সত্ত্ব মুদাহৃতম্।

(মৎস্যপুরাণ ২ অধ্যায়)

অতীন্দ্রিয় নারায়ণ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া জলে বীজ নিক্ষেপ করেন। সেই বীজ সহস্রাযুত সূর্য্য কিরণ তুল্য প্রভাবিশিষ্ট অণ্ডাকারে (গোলাকারে) দিব্ ও ভূ ব্যাপ্ত হইয়া বিক্ষুব্ধ প্রাপ্ত হয়। এই অণ্ডের বা পৃথিবীর নাভি বা মেরু পর্ব্বত হইতে ভগবান্ সূর্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি আদি পুরুষ জন্য আদিত্য নামে, ব্রহ্ম (চারিবেদ) পাঠ করিতে করিতে (বেদনিত্যজন্য ব্রহ্মার সহিত আবির্ভূত) জন্ম হেতু চতুর্মুখ ব্রহ্মা নামে অভিহিত। এই লোক পিতামহ ব্রহ্ম হইতেই দেবলোক মনুষ্যলোক ও অসুর লোক এই ত্রিলোকের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রাকৃতেঽণ্ডে বিবুদ্ধে সন্ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।
স বৈ শরীরী প্রথমং স বৈ পুরুষ উচ্যতে॥
আদিকর্ত্তা চ ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।
হিরণ্যগর্ভঃ সোঽগ্রেঽস্মিন্ প্রাদুর্ভূত শ্চতুর্ম্মুখঃ।
হিরণ্ময়স্তু যো মেরু স্তস্যোল্বং তন্মহাত্মনঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ জরায্বস্থীনি পর্ব্বতাঃ।

তস্মিন্নণ্ডে ইমে লোকা অন্তর্ভূতাস্তু সপ্ত বৈ।

সপ্তদ্বীপা চ পৃথ্বীয়ং সমুদ্রৈঃ সহ সপ্তভিঃ।

(বায়ুপুরাণ ৪ অধ্যায়)

পূর্ব্ববর্ণিত সূর্য্যমণ্ডলরূপ অণ্ড হইতে নিঃসৃত পৃথিবীরূপ এই প্রাকৃত অণ্ড ভিন্ন হইলে তাহা হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রথম শরীরধারী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাণি গণের সৃষ্টি কর্ত্তা। হিরণ্ময় মেরু পর্ব্বত তাহার গর্ভ এজন্য ব্রহ্মা হিরণ্য গর্ভ। তিনি চতুর্ম্মুখ (চতুর্ বেদ বা বরুণ, রুদ্র, যম, ইন্দ্র এই চারিদেব ব্রহ্মার মুখ) সমুদ্র তাঁহার গর্ভোদক। পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি। এই অণ্ডে সপ্তলোক, সপ্ত সাগর ও সপ্তদ্বীপ যুক্তা পৃথিবী অবস্থিত।

অব্যক্তাঃ পৃথিবীপদ্মং মেরু পর্ব্বত কর্ণিকম্।

তস্মিন্ পদ্মে সমুৎপন্নো দেবদেব শ্চতুর্ম্মুখঃ।

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৩৪ অধ্যায়)

অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পৃথিবীরূপ পদ্ম উৎপন্ন হয়। মেরু পর্ব্বত তাঁহার কর্ণিকা। এই পদ্মে দেবদেব চতুর্ম্মুখ জন্ম গ্রহণ করেন।

তদেষা সান্তরদ্বীপা সশৈল বন কাননা।

পদ্মেত্যভিহিতা কৃৎস্না পৃথিবী বহুবিস্তরা।

তং লোকপদ্মং শ্রুতিভিঃ পদ্মমিত্যভিধীয়তে॥

(বায়ুপুরাণ ৪১ সর্গ)

সাগরান্তরিত দ্বীপ পর্ব্বত বন কানন যুক্তা বহুবিস্তৃতা এই পৃথিবী পদ্ম নামে অভিহিতা। পৃথিবী ব্যাপি ভগবান্ বিষ্ণুর মেরুপর্ব্বত রূপ নাভি পদ্ম হইতে জন্ম জন্যই ব্রহ্মা পদ্মজন্মা নামে প্রসিদ্ধ।

কং স্বিৎ গর্ভং প্রথমং দধ্রে আপঃ যত্র দেবা সমপশ্যন্তি বিশ্বে।

(ঋগ বেদ ৫ ৮২।১০ ম)

যে স্থানে দেবগণের বাস, জল সেই স্থানই প্রথমে প্রসব করেন। "আকাশ প্রভবো ব্রহ্মা"। রামায়ণ ১১০ সর্গ। ব্রহ্মা আকাশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর পুরাণ প্রভৃতিতে আকাশের যে মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহাও এই মেরুপর্ব্বতেরই বর্ণনা। ইহা সূর্য্যের অধিকৃত স্থান।

চতুরস্রং ভবেন্মূলং ততো বৃত্তং মহাভুজ।
তত্তুল্য চতুরস্রঞ্চ মেরুবৎ সংস্থিতং শুভং।
ভদ্রপীঠময়ঃ প্রোক্তো ব্যোম ভাগ স্তৃতীয়কঃ।
দ্বন্দ্ব বচ্চতুরস্রঞ্চ মধ্যভাগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ভদ্র পীঠবদন্যচ্চ তত্র পদ্মং প্রবেদয়েৎ।
শুভাষ্ট পদ্মং তন্মধ্যে কর্ণিকায়াং দিবাকরঃ।
পত্রাষ্টকে ন্যসেৎ তস্য দিক্ পালান্ সর্ব্বতো দিশঃ।

কৃষ্ণযজু র্বেদেও আকাশকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জনপদ ও শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়াছেন।

আকাশো হি এব এভ্যো জ্যায়ান আকাশঃ পরায়ণম্।
ইমানি হবৈ সর্ব্বাণি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে।
(ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ।

দিব্ ও পৃথিবী।

স্বাং তনুং স ততো ব্রহ্মা তামপোহদভাস্বরাং।
দ্বিধাকরোৎ স তং দেহ মর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী সা তস্য শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রাকৃতাং ভূত ধাত্রীং তাং কামান্ বৈ সৃষ্টবান্ বিভুঃ।
সা দিবং পৃথিবীং চৈব মহিম্না ব্যাপ্যাধিষ্ঠিতা।
ব্রহ্মণঃ সা তনুঃ পূর্ব্বা দিব মাবৃত্য তিষ্ঠতি।

যা ত্বর্দ্ধাৎ সৃজ্যতে নারী শতরূপা ব্যজায়ত।
সা দেবী নিয়তং তপ্বা তপঃ পরম দুশ্চরং।
ভর্ত্তারং দীপ্ত যশসং পুরুষং প্রত্যপদ্যত।
স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ পূর্ব্বং পুরুষো মনু রুচ্যতে।

(বায়ুপুরাণ ১০ সর্গ)

ব্রহ্মা নিজের শরীরকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। অর্দ্ধাংশ পুরুষ অর্দ্ধাংশ নারী। এই নারীর নাম শতরূপা। শতরূপা প্রকৃতিময়ী ও প্রাণিগণের ধারণ কর্ত্রী। ব্রহ্মা শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ (যাহা পুরুষ) দিব্‌কে আবৃত করিয়া আছে। নারীরূপা পৃথিবী তপস্যা করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে স্বামিরূপে (অধীশ্বররূপে) প্রাপ্ত হন।

উপনিষদাদিতে পৃথিবীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিব্‌কে পুরুষ তাহাতে মানব জাতির প্রাচীন বাসস্থান এবং পৃথিবীকে মাতা এবং পরবর্ত্তি বাসস্থানরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্যৌ র্নঃ পিতা জনিতা নাভি রত্র
বন্ধু নো মাতা পৃথিবী মহীয়ম্। ঋগ্‌বেদ ১।১৬৪।১ম।

মনুসংহিতা হইতে জানা যায় ব্রহ্মা নিজের শরীরকে দুইভাগে বিভক্ত করেন, অর্দ্ধেক পুরুষ অর্দ্ধেক নারী। তিনি এই নারীর গর্ভে বিরাটের সৃষ্টি করেন।

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহ মর্দ্ধেন পুরুষোহ ভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।

বিরাটের দেশস্থ এই বিরাজ পর্ব্বত, মেরুরই নামান্তর।

দেশং বিরাজং সংপশ্য মেরোঃ শিখর মুত্তমম্।
যত্রাবৃত্তৈস্ত্বে রথ্যাস্তে দেবৈঃ সহ পিতামহঃ।

যমাহুঃ সর্ব্বভূতানাং প্রকৃতেঃ প্রকৃতিং ধ্রুবং।

অনাদি নিধনং দেবং প্রভুং নারায়ণং পরং।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়)

বিরাজশ্চ বৈ স সর্ব্বেষাং দেবানাং সর্ব্বাসাং দেবতানাঞ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি। অথর্ব্ববেদ।

এই বিরাজ পর্ব্বতই সকল দেবগণের প্রিয় ধাম।

দিব্ ও পৃথিবী নামদ্বয়ের কারণ।

আর্য্য জাতি সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে মেরু ও তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানে বাস করিতেন। তথা হইতে ভারতাদিতে আসিলে দিব্ ও পৃথিবী এই দুই নামে পৃথিবীর বিভাগ হয়। মেরুর অধীশ্বর সূর্য্য দেবের পত্নী-দ্বয়ের নামানুসারে এই নামদ্বয় হইয়াছে।

দেবাচার্য্যস্য তস্যেয়ং দুহিতা বিশ্বকর্ম্মণঃ।

সুরেণু রিতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু ভাবিনী

রাজ্ঞী সংজ্ঞা চ দ্যৌ স্বাষ্টী প্রভা সৈব নিগদ্যতে।

তস্যাস্তু যা তনুচ্ছায়া নিক্ষুভা সা মহীময়ী।

সা তু ভার্য্যা ভগবতো মার্ত্তণ্ডস্য মহাত্মনঃ।

(ভবিষ্যপুরাণ ব্রহ্মপর্ব্ব)

দেব পুরোহিত বৃহস্পতির কন্যা সুরেণুর গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার দুইটী কন্যা প্রসূত হয়। ইহারা ভগবান্ সূর্য্যের পত্নী। প্রথমার নাম দিব্। তাঁহার নামান্তর সংজ্ঞা, প্রভা, ত্বাষ্টী। এই দিবেরই ছায়া (অনুজা) দ্বিতীয়ার নাম নিক্ষুভা ইনি মহীময়ী অর্থাৎ পৃথিবী।

বিশ্ব কর্ম্মা বিভজতে কল্পাদিষু পুনঃ পুনঃ।

সসমুদ্রা মিমাং পৃথ্বীং সপ্তদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্।

বায়ুপুরাণ ৬ অধ্যায়।

বিশ্বকর্ম্মা প্রতিকল্পে সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত দ্বীপ, পর্ব্বত যুক্ত এই পৃথিবীর বিভাগ করেন।

দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥

ঋগ্ বেদের দশম মণ্ডল ৮১ সূক্তে বিশ্বকর্ম্মার বর্ণনায় তাহাকে দিব্ ও ভূমির জন্মদাতা বলা হইয়াছে। সুতরাং বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক দিব্ ও পৃথিবী এই দুইভাগে বিভক্ত পৃথিবীর অধিপতি সূর্য্য এই ঐতিহাসিকরূপকই প্রতিভাত হইতেছে। প্রথমে যে দেশে আদি মানব বা দেবগণের বসতি ছিল তাহা দিব্। তাহারই ছায়া বা উপনিবেশ বা পরবর্ত্তি বাসস্থান পৃথিবী নামে অভিহিত। "দ্যৌ রাসীৎ পূর্ব্বচিত্তেঃ॥

দেবলোকো বৈ সাম! দেবলোকাদেব অনুং অন্যং মনুষ্য লোকং প্রত্য-বরোহন্তো যন্তি॥

(কৃষ্ণযজুর্বেদ ৬২।২৩ অ)

পৃথিবী দিব ও পৃথিবী এই দুইভাগে বিভক্ত জন্য দিব্ ও পৃথিবীতে বিখ্যাত এইরূপ প্রয়োগ নানা পুরাণে বহু স্থানে দৃষ্ট হয়।

তাভ্যাং নামাঙ্কিতো দেশঃ পশ্চিমে বহুবিস্তরঃ।
কেতুমাল ইতি খ্যাতো দিবি চেহ চ সর্ব্বশঃ।
দিবি চেহ চ বিখ্যাতা উত্তরাঃ কুরবঃ সদা॥

(বায়ুপুরাণ ৩৫ সর্গ)

পূর্ব্ব বর্ত্তি এই সকল রূপক প্রভৃতি হইতে জানা যায়, যাহাতে দেব গণের বাস স্থান তাহা দিব্ ও যাহা মনুর সন্তান বা মানবগণের বাসস্থান তাহা পৃথিবী নামে খ্যাত ছিল। মনু, ভরত নামেও অভিহিত হইতেন, এজন্য মনুর সন্তান গণের বাসস্থান পৃথিবী, ভারত নামেও খ্যাত।

ভরণাৎ পোষণাচ্চৈব মনু র্ভরত উচ্যতে।

(মৎস্যপুরাণ ১১৪ অধ্যায়)

ঋষিগণোৎপত্তি ।

তপশ্চচার প্রথম মমরাণাং পিতামহঃ ।
আবির্ভূতা স্ততো বেদা সাঙ্গোপাঙ্গ-পদক্রমাঃ ।
বেদাভ্যাস-রতস্যাস্য প্রজা কামস্য মানসাঃ ।
মনসঃ পূর্ব্ব সৃষ্টা বৈ জাতা যৎ তেন মানসাঃ ।
মরীচি রভবৎ পূর্ব্বং ততোঽত্রি র্ভগবানৃষিঃ ।
অঙ্গিরা শ্চাভবৎ পশ্চাৎ পুলস্ত স্তদনন্তরং ।
ততঃ পুলহ নামা বৈ ততঃ ক্রতু রজায়ত ।
প্রচেতাশ্চ ততঃ পুত্রো বশিষ্ঠ শ্চাভবৎ পুনঃ ।
পুত্রো ভৃগু রভূৎ তদ্বন্নারদোঽপ্যচিরাদভূৎ ।
দশেমান্ মানসান্ ব্রহ্মা মুনীন্ পুত্রানজীজনৎ ।

(মৎস্যপুরাণ ৩ অধ্যায়)

দেবগণের পিতামহ ব্রহ্মা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে সাঙ্গো-পাঙ্গ বেদ আবির্ভূত হইল। এবং বেদাভ্যাস নিরত মানস পুত্র দশ জন মহর্ষি পর্য্যায় ক্রমে জন্মিয়াছিলেন। প্রথমে মরিচি, তৎপরে ক্রমশঃ অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা বশিষ্ট ভৃগু ও নারদ উৎ-পন্ন হইয়া ছিলেন। এই ঋষিদিগের পুত্রগণই দেব, আদিত্য, পিতৃদেব, রুদ্র দেব, প্রজাপতি ইত্যাদি নানা ভাগে বিভক্ত হন।

ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতা পিতৃভ্যো দেব দানবাঃ ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থান্বানু পূর্ব্বশঃ ।

(মনুসংহিতা ১ অধ্যায়)

প্রজাপতয় ইত্যেবং পঠ্যন্তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ।
অপরে পিতরো নাম এতৈ রেব মহর্ষিভিঃ ।

উৎপাদিতা ঋষিগণাঃ সপ্তলোকেষু বিশ্রুতাঃ।
মারীচা ভার্গবা শ্চৈব তথৈবাঙ্গিরসোঽপরে।
পৌলস্ত্যাঃ পৌলহা শ্চৈব বাশিষ্টা শ্চৈব বিশ্রুতাঃ।
আত্রেয়াশ্চ গণাঃ প্রোক্তাঃ পিতৄণাং লোকবিশ্রুতাঃ।
তেষাং রাজা যমো দেবো যমৈর্বিহিত কল্মষাঃ।
অপরে প্রজানাং পতয় স্তান শৃণুধ্বং সমাহিতাঃ।

(বায়ুপুরাণ ৪ অধ্যায়)

ঋষিগণের বংশধর পিতৃ নামক দেবগণ ঋষিদিগের নামানুসারে মারীচ, ভার্গব ইত্যাদি নামে বিভক্ত হন। সূর্য্যপুত্র যম নামক প্রজাপতি ইহাদের রাজা ছিলেন।

ব্রহ্মা স্থানু মনু দক্ষো ভৃগু ধর্ম্মস্তথা যমঃ।
মরীচি রঙ্গিরা ত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
বশিষ্টঃ পরমেষ্টী চ বিবস্বান্ সোম এবচ।
কর্দ্দম শ্চাপি যঃ প্রোক্তঃ ক্রোধোঽর্ব্বাক্ ক্রীত এবচ।
একবিংশতি রুৎপন্না স্তে প্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ।
ঋষীণাং দেবতাঃ পুত্রাঃ পিতরো দেবসূনবঃ।
ঋষয়ো দেবপুত্রাশ্চ ইতি শাস্ত্র বিনির্ণয়ঃ।

(শব্দকল্পদ্রুম)

ব্রহ্মা, স্থানু, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ট, পরমেষ্টী, বিবস্বান্, সোম, কর্দ্দম, ক্রোধ, অর্ব্বাক্, ক্রীত এই ২১ জন ঋষি প্রজাপতি নামে অভিহিত।

ঋষিগণের পুত্র ও দেবতা এবং পিতৃদেব নামে এবং দেবগণের পুত্র ও ঋষি বা পিতৃনামে অভিহিত হন।

দেবগণের বংশ বিস্তার।

কালক্রমে ব্রহ্মার প্রথম মানস পুত্র মরীচি নামক ঋষি বা প্রজাপতির পুত্র কশ্যপ নামক ঋষির তনয় ভগবান্ সূর্য্যদেব অবতীর্ণ হন। ইনি তেজোময় ব্রহ্ম সূর্য্য দেবের অবতার রূপে বর্ণিত। এই সূর্য্য দেব, মেরু পর্ব্বতের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার দিব্ নামক স্ত্রীর গর্ভ জাত পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধরগণ, মনুষ্য বা মানব নামে অভিহিত। এই মেরু পর্ব্বতযুক্ত বর্ষে দেবগণ, রুদ্রগণ, মানব ও পিতৃগণ একত্র বাস করিতেছিলেন। বংশবৃদ্ধির সহিত ইহারা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। রুদ্রগণ মেরুর উত্তরে, দেবগণ পূর্ব্বে, পিতৃগণ দাক্ষণে এবং মানবগণ পশ্চিমে উপনিবিষ্ট হন।

প্রাচীন বংশঃ করোতি দেব মনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত।
প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা উদীচীং রুদ্রাঃ।

(কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ)

ব্রহ্মা চতুর্মুখ।

পূর্ব্বেণ বদনেন ত্ব মিন্দ্রত্বঞ্চ প্রকাশসে।
দক্ষিণেন তু বক্ত্রেণ লোকান্ সংক্ষীয়সে প্রভো।
পশ্চিমেন তুবক্ত্রেণ বরুণত্বং করোষি বৈ।
উত্তরেণতু বক্ত্রেণ সৌম্যত্বঞ্চ ব্যবস্থিতং।

(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৫৯ অধ্যায়)

ইন্দ্র, পূর্ব্বদিক্ স্থিত দেবগণের, যম, দক্ষিণস্থ পিতৃগণের, চন্দ্র, উত্তরস্থ রুদ্রগণের, বরুণ, পশ্চিমস্থ মানব গণের অধিপতি ছিলেন। এই চারিদেব মেরু পর্ব্বতের অধীশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মার মুখস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন।

মেরুর উত্তর দিকের পর্ব্বত মহামেরু নামে অভিহিত ছিল। এখানে ভগবান্ শিব বাস করিতেন। উত্তর সমুদ্র তীরস্থ এই পর্ব্বতই পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত।

উদীচীং দীপয়ন্নেষ দিশং তিষ্ঠতি বীর্য্যবান্।
মহামেরু মহাভাগ শিবো ব্রহ্মবিদাং গতিঃ।
যস্মিন্ ব্রহ্মসদ শ্চৈব ভূতাত্মা চাবতিষ্ঠতে।
প্রজাপতিঃ সৃজন্ সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিদ্ জঙ্গমাগম।
যানাহু ব্রহ্মণঃ পুত্রান্ মানসান্ দক্ষ সপ্তমান্।
তেষামপি মহামেরুঃ শিবং স্থানমনাময়ম্।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়)

কাল ক্রমে ইহাদের বংশধর গণ উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে বাস করিতে থাকেন এবং এইদেশ উত্তর কুরুবর্ষ নামে অভিহিত হয়। এই উত্তর কুরুবর্ষে একাদশাত্মক-শম্ভু নামক ব্রহ্মার বসতি বর্ণিত হইয়াছে।

তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং উত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরি র্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্।
উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্য-প্রতিশ্রয়াঃ।
সতু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্যাভিবিজ্ঞেয় স্তপতেব বিবস্বতা।
ভগবান্ তত্র বিশ্বাত্মা শম্ভুরেকাদশাত্মকঃ।
ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষিপরিবারিতঃ।
ন কথং চন গন্তব্যং কুরূণা মুত্তরেণ বঃ।
অভাস্কর মমর্য্যাদং ন জানীম স্ততঃ পরং।

(রামায়ণ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৪৩ সর্গ)

মেরুপর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকে দেবরাজ ইন্দ্র ও কুবেরের রাজ্য ছিল, এই স্থানে দেবতা ঋষি সিদ্ধ সাধ্য গণ বাস করিতেন।

ততো যুধিষ্ঠিরং ধৌম্যো গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
প্রাচীং দেশ মভিপ্রেক্ষ্য মহর্ষি রিদ মব্রবীৎ।
অসৌ সাগর পর্য্যন্তাং ভূমি মাবৃত্য তিষ্ঠতি।
শৈলরাজো মহারাজ মন্দরোঽতি বিরাজতে।
ইন্দ্রবৈশ্রবণা বেতাং দিশং পাণ্ডব রক্ষতঃ।
পর্ব্ব তৈশ্চ বনান্তৈশ্চ কাননৈ শ্চৈব শোভিতাং।
এতদাহু র্মহেন্দ্রস্য রাজ্ঞো বৈশ্রবণস্য চ।
ঋষয়ঃ সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞাঃ সদ্ম তাত মনীষিণঃ।
অতশ্চোদ্যন্ত মাদিত্য মুপতিষ্ঠন্তি বৈ প্রজাঃ।
ঋষয় শ্চাপি ধর্ম্মজ্ঞাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়)

মেরুর দক্ষিণে ভগবান্ সূর্য্যের দিব্ নামক পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ও স্বায়ম্ভুব মনুর সহোদর যমের অধীনে পিতৃসঙ্ঘক দেবগণ বাস করিতেন ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই পিতৃগণ অগ্নিষ্বাত্তা ও বর্হিষদ দুইভাগে বিভক্ত ছিলেন। অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণের মেনা নামক কন্যা হিমালয়াধিপতির সহিত বিবাহিতা হন। তাঁহার দুইপুত্র মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ। মৈনাক, কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরস্থ মৈনাক পর্ব্বতে ও ক্রৌঞ্চ হিমালয়ের উত্তরস্থ ভূতগণ সেবিত (ভূতস্থান বা ভুটান?) ক্রৌঞ্চ গিরিতে রাজত্ব করিতেন তাহার নামানুসারে সেই দেশ ক্রৌঞ্চদ্বীপ নামে অভিহিত হইয়াছে।

অগ্নিষ্বাত্তাস্তু তাং কন্যাং পত্নীং হিমবতে দদুঃ।
মেনা হিমবতঃ পত্নী মৈনাকং সাব্যসূয়ত।

মৈনাকস্যানুজঃ ক্রৌঞ্চঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো যতঃ স্মৃতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিরিঃ ক্রৌঞ্চঃ মধ্যে জনপদস্য হি।

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৩০ অধ্যায়)

ইহাদের বংশধর গণও ক্রমশঃ ভারতে আসিয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভগবান্ সূর্য্যের পুত্র মনুর সন্তান মনুষ্যগণ মেরুপর্ব্বতের পশ্চিম দিকে রাজত্ব করিতেন। প্রথম মন্বন্তরে প্রথম ত্রেতাযুগে স্বায়ম্ভব মনুর প্রিয়ব্রত নামক একটী পুত্র জন্মে। ইনি বাহ্লীক দেশ পতি। (Baotria) কর্দ্দম নামক প্রজাপতির কন্যা প্রজাবতীকে বিবাহ করেন এবং তাহার গর্ভজাত আপন ৭টী পুত্রকে নিজ রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। এই ৭টী রাজ্য ৭টী দ্বীপ নামে আখ্যাত হইত।

প্রিয়ব্রত কন্যাপুত্র অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপে, মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপে, বপুকে শাল্মলি দ্বীপে, জ্যোতিষ্মান্‌কে কুশদ্বীপে, দ্যুতিমান্‌কে ক্রৌঞ্চদ্বীপে, হব্যকে শাকদ্বীপে, এবং সবননামক পুত্রকে পুষ্করদ্বীপে রাজ্য প্রদান করেন।

শ্রূয়তে হি পুরা সৌম্য কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
পুত্রো বাহ্লীশ্বরঃ শ্রীমানিলো নাম সুধার্ম্মিকঃ।
বুদ্ধ্যা চ পরমোদারো বাহ্লীকেশো মহাযশাঃ।

(রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১০০ সর্গ)

প্রিয়ব্রতাৎ প্রজাবত্যাং বীরাৎ কন্যা ব্যজায়ত।
কন্যা সা তু মহাভাগা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৪ অধ্যায়)

স্বায়ম্ভবে হন্তরে পূর্ব্ব মাদ্যে ত্রেতাযুগে তদা।
প্রিয়ব্রতোহভিষিচ্যৈতান্ সপ্তসপ্তসু পার্থিবান্।
জম্বুদ্বীপেশ্বরং চক্রে অগ্নীধ্রং সুমহাবলং।

প্লক্ষদ্বীপেশ্বর শ্চাপি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ।
শাল্মলৌ তু বসু শ্চৈব রাজান মভিষিক্তবান্।
জ্যোতিষ্মন্তং কুশদ্বীপে রাজনং কৃতবান্ প্রভুঃ।
দ্যুতিমন্তঞ্চ রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশৎ।
শাকদ্বীপেশ্বরঞ্চাপি হব্যঞ্চক্রে প্রিয়ব্রতঃ।
পুষ্করাধিপতি ঞ্চাপি সবনং কৃতবান্ প্রভুঃ।

(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৩৩ অধ্যায়।)

এই সপ্ত দ্বীপ বুঝাইতে হইলে দিব্যদেশের পর্ব্বতাদির কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে হইবে। এই দিব্যদেশ বা মেরুপ্রদেশ হিমালয়ের উত্তর হইতে উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাতে হিমালয় হইতে হেমকুট পর্ব্বত পর্য্যন্ত কিংপুরুষ বা কিন্নর বর্ষ। হেমকুট হইতে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত হরিবর্ষ, নীলপর্ব্বত হইতে শুক্লপর্ব্বত পর্য্যন্ত রম্যক বর্ষ। শুক্লপর্ব্বত হইতে শৃঙ্গবান্‌পর্ব্বত পর্য্যন্ত হিরণ্যবর্ষ এবং শৃঙ্গবান্ হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত উত্তরকুরুবর্ষ নামে খ্যাত ছিল। মেরুর পূর্ব্বদিকে নিষধ ও নীল পর্ব্বতের মধ্যে মাল্যবান্ পর্ব্বত। মেরুর পশ্চিম দিকে নিষধও নীল পর্ব্বতের মধ্যে গন্ধমাদন পর্ব্বত, মাল্য বান্ হইতে পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত ভদ্রাশ্ব বর্ষ এবং গন্ধমাদন হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত কেতুমাল বর্ষ নামে অভিহিত হইত।

ইদং হৈমবতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্রুতম্।
হেমকূটং পরং তস্মান্নাম্না কিংপুরুষং স্মৃতম্।
নিষধং হেমকূটস্তু হরিবর্ষং তদুচ্যতে।
হরিবর্ষাৎ পরঞ্চৈব মেরোশ্চ তদিলাবৃতং।
ইলাবৃতপরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্।
রম্যাৎ পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তদ্ধিরণ্ময়ং :

হিরণ্ময়াৎ পরঞ্চাপি শৃঙ্গবাংস্তু কুরুং বিদুঃ।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু।
উদগায়তো মহাশৈলো মাল্যবান্ নাম পর্ব্বতঃ।
তস্য প্রতীচ্যাং বিজ্ঞেয়ঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৩৪ অধ্যায়।
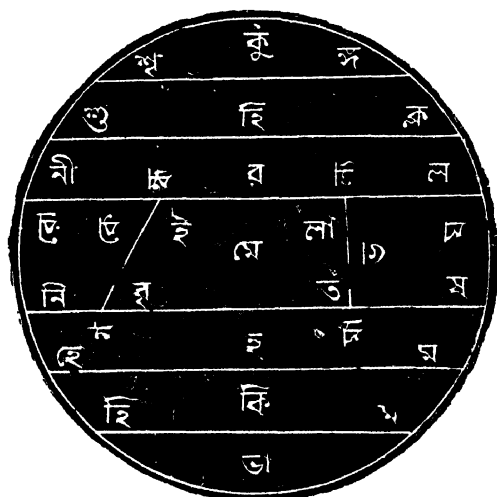
জম্বুদ্বীপ।

মেরোস্তু দক্ষিণে পার্শ্বে নিষধস্যোত্তরেণ তু।
সুদর্শনো নাম মহাজম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপো বনস্পতেঃ।

মেরু পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে সুদর্শন নামক মহা জম্বুবৃক্ষ ছিল। এই জম্বুবৃক্ষের নামানুসারে এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে খ্যাত হইয়াছিল। এই জম্বুদ্বীপের অধিবাসিগণ কালানুক্রমে ভারতে

আগমন করিয়াছেন। এবং ভারত জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ক্ষীরোদ সমুদ্র।

মেরুর পশ্চিমদিকে মেরুপর্ব্বত হইতে নিঃসৃত ক্ষীর ধারা হইতে ক্ষীরোদ হ্রদ বা ক্ষীরোদসমুদ্র নামে একটী হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে চন্দ্র উৎপন্ন এজন্য এই হ্রদকে চন্দ্রসরোবরও বলে। কোন কোন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরতীরে অবস্থিত হরিবর্ষে শান্তনু নামক ঋষির স্ত্রীকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতঃস্করণ হইয়াছিল, তাহা হইতে যে হ্রদের উৎপত্তি তাহাকে বিন্দু সরোবর বলে। এই ক্ষীরোদ সমুদ্র ও ক্রমশঃ বিন্দু সরোবর হইতে জম্বু সরস্বতী প্রভৃতি ৭টী নদী বহির্গত হইয়াছে। এই জম্বু নদী জম্বুদ্বীপে প্রবাহিত ছিল। জম্বু নদীর বালুকা হইতে স্বর্ণরেণু সংগৃহীত হইত, এজন্য স্বর্ণের নামান্তর জাম্বুনদ।

তস্য শৈলস্য (মেরোঃ) শিখরাৎ ক্ষীরধারা নরেশ্বর।
বিশ্বরূপাপরিমিতা ভীম নির্ঘাত নিস্বনাঃ।
পুণ্যা পুণ্যতমৈর্জুষ্টা গঙ্গা ভাগিরথী শুভা।
প্লবন্তীব প্রবেগেন হ্রদে চন্দ্রমসঃ শুভে।
তয়া হ্যুৎপাদিতঃ পুণ্যঃ স হ্রদঃ সাগরোপমঃ।

(ভীষ্ম পর্ব্ব ৬ অধ্যায়।)

মেরোঃ পশ্চাৎ প্রভবতি হ্রদ শ্চন্দ্রপ্রভো মহান্।
তত্র জাম্বু নদী পুণ্যা যস্যা জাম্বুনদং শুভম্।

(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৫০ অধ্যায়)

অস্ত্যন্তরেণ কৈলাসং মৈনাকং পর্ব্বতং প্রতি।
হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ দিব্যো মনিময়ো গিরিঃ।
তস্য পার্শ্বে মহদ্দিব্যং শুভ্রং কাঞ্চনবালুকং।
রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ।
দৃষ্ট্বা ভাগিরথীং গঙ্গা মুবাস বহুলাঃ সমাঃ।
তত্র দিব্যা ত্রিপথগাঃ প্রথমস্তু প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ব্রহ্মলোকোদপক্রান্তা সপ্তধা প্রতি পদ্যতে।
বস্বোকসারা নলিনী পাবনী চ সরস্বতী।
জম্বুনদী চ সীতা চ গঙ্গা সিন্ধুশ্চ সপ্তমী।
এতা দিব্যা সপ্ত গঙ্গা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ॥

(ভীষ্ম পর্ব্বত ৬ অধ্যায়।)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে বিন্দুসরোবর হইতে সোমপাদ প্রসূত দিব্যগঙ্গা সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। ইহার নলিনী, হ্লাদিনী ও পাবনী নামক ধারা পূর্ব্ব দিকে, সীতা, চক্ষু, সিন্ধু নামক ধারা পশ্চিম দিকে, ভাগীরথী নামক ধারা দক্ষিণে ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ।
গঙ্গানিমিত্তং রাজর্ষি রুবাস বহুলাঃ সমাঃ
তত্র ত্রিপথগা গঙ্গা প্রথমস্তু প্রতিষ্ঠিতা।
সোমপাদপ্রসূতা সা সপ্তধা প্রতিপদ্যতে
নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাগ্‌গতাঃ।
সীতা চক্ষুশ্চ সিন্ধুশ্চ প্রতীচীং দিশ মাশ্রিতাঃ।
সপ্তমী হি সমানীতা ভগীরথ মহাত্মনা।
তস্মাদ্ ভাগীরথী সাতু প্রবিষ্টা লবণোদধিম্॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫০ অধ্যায়।

এই উভয় পুরাণের উক্তির সামঞ্জস্য করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, ভীষ্মপুরাণোক্ত সরস্বতী নদীই চক্ষু নদী নামে এবং জম্বু নদী হ্লাদিনী নামে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত "মেরোঃ পশ্চাৎ প্রভবতি তত্র জম্বুনদী পুণ্যা ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বাক্য হইতেও জম্বু নদীকে পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত বলিয়াই জানা যায় :

কৈলাস পর্ব্বতের পশ্চিমোত্তরস্থ ককুদ্মান্ পর্ব্বত পার্শ্বস্থ হ্রদ হইতে সরযূনদী বাহির হইয়াছে।

কৈলাসাৎ পশ্চিমোদীচ্যাৎ ককুদ্মানৌষধিগিরিঃ।
তস্য পাদে মহদ্দিব্যং মানসং সিদ্ধসেবিতম্।
তস্মাৎ প্রভবতে পুণ্যা সরযূ লোকপাবনী।
তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং বৈভ্রাজং নাম বিশ্রুতম্॥

(মৎস্য পুরাণ ১২১ অধ্যায়)

কৈলাস পর্ব্বত হেমকূট পর্ব্বত নামও খ্যাত ছিল। ইহার উত্তরে ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরস্থ দেশ হরি বর্ষ নামে অভিহিত হইত। ভগবান্ হরি এই স্থানে বাস করিতেন।

হেমকূটস্তু সুমহান্ কৈলাসো নাম পর্ব্বতঃ।
যত্র বৈশ্রবণো রাজন্ গুহ্যকৈ সহ মোদতে।

৮৫৩ ২৪৭৩১৬৬ (ভীষ্ম পর্ব্ব ৬ অধ্যায়)

ক্ষীরোদস্য সমুদ্রস্য তথৈবোত্তরতঃ প্রভুঃ।
হরি বসতি বৈকুণ্ঠঃ শকটে কনকাময়ে।
নরো নারায়ণ শ্চৈব সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতভৃৎ।
দেবা বৈকুণ্ঠ মিত্যাহুর্নরা বিষ্ণু মতিপ্রভুম্।

(ভীষ্ম পর্ব্ব ৮ অধ্যায়।)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মেরুর পশ্চিমস্থ কেতুমাল বর্ষের অধিপতি কেতু নামক মনু বা বরুণ। ইনি মনুর সন্তান বা আদিত্য গণের নায়ক ছিলেন।

অথ যৎ তৃতীয় মমৃতং তং আদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন।

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্)

আদিত্যগণ, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আদিত্য নামে, স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামে, উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামে, তামস মন্বন্তরে হরিনামে, রৈবত মন্বন্তরে বৈকুণ্ঠ নামে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্য নামে, সম্প্রতি বৈবস্বত মন্বন্তরে পুনর্ব্বার আদিত্য নামে অভিহিত।

স্বারোচিষে বৈ তুষিতাঃ সত্যা শ্চৈবোত্তমে পুনঃ।
তামসে হরয়ো দেবা জাতা চারিষ্ণবে তু বৈ।
বৈকুণ্ঠা শ্চাক্ষুষে সাধ্যা আদিত্যাঃ সাম্প্রতে পুনঃ।

(বায়ু পুরাণ।)

এই আদিত্য গণের ইন্দ্র,ব্রহ্মা, মিত্র, পুষা,বরুণ, পর্জন্য, ত্বষ্টা, অর্য্যমা, বিবস্বান্, ভগ, অংশুমান্, বিষ্ণু এই দ্বাদশ নেতা ছিলেন। মেরুর দক্ষিণে নিষধের উত্তরে জম্বুদ্বীপে বিষ্ণুর এবং শাকদ্বীপে সূর্য্যের উপাসনা হইত। অর্জ্জুন, অশ্বমেধ যজ্ঞ সময়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া হরিবর্ষ হইতে কর আদায় করিয়া ছিলেন।

শাকদ্বীপ।

জম্বুদ্বীপপ্রমাণেন দ্বিগুণঃ স নরাধিপঃ।
বিষ্কম্ভেন মহারাজ সাগরোঽপি বিভাগশঃ।
ক্ষীরোদো ভরত শ্রেষ্ঠ! যেন সংপরিবারিতঃ।
তত্র পুণ্যা জনপদা স্তত্র ন ম্রিয়তে জনঃ।
তত্রৈব পর্ব্বতা রাজন্ সপ্তাত্র মনিভূষিতাঃ।
রত্নাকরা স্তথা নদ্য স্তেষাং নামানি মে শৃণু।
অতীব গুণবৎ সর্ব্বং তত্র পুণ্যং জনাধিপ।

দেবর্ষি গন্ধর্ব্বযুতঃ প্রথমো মেরুরুচ্যতে।
প্রাগায়তো মহারাজ মলয়ো নাম পর্ব্বতঃ।
ততো মেঘা প্রবর্ত্তন্তে প্রভবন্তি চ সর্ব্বশঃ।
ততঃ পরেণ কৌরব্য জলধারো মহাগিরিঃ।
ততো নিত্য মুপাদত্তে বাসবঃ পরমং জলং।
ততো বর্ষং প্রভবতি বর্ষা কালে জলেশ্বরঃ।
উচ্চৈর্গিরী রৈবতকো যত্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিতা।
রেবতী দিবি নক্ষত্রং পিতামহ কৃতো বিধিঃ।
উত্তরেণ তু রাজেন্দ্র শ্যামো নাম মহাগিরিঃ।
নবমেঘ প্রভঃ প্রাংশুঃ শ্রীমানুজ্জলবিগ্রহঃ।
যতঃ শ্যামত্ব মাপন্না প্রজা জনপদেশ্বর।
গৌরঃ কৃষ্ণশ্চ পতঙ্গ স্তয়োর্বর্ণান্তরে নৃপ।
শ্যামো যস্মাৎ প্রবৃত্তো বৈ তস্মাচ্ছ্যামো গিরিঃ স্মৃতঃ।
ততঃ পরং কৌরবেন্দ্র দুর্গশৈলো মহোদয়ঃ।
কেসরঃ কেসরযুতো যতো বাতঃ প্রবর্ত্ততে।
তেষাং যোজনবিষ্কম্ভো দ্বিগুণঃ প্রবিভাগশঃ।
বর্ষাণি তেষু কৌরব্য সপ্তোক্তানি মনীষিভিঃ।
মহামেরু মহাকাশো জলদঃ কুমুদোত্তরঃ।
জলধারো মহারাজ স্বকুমার ইতি স্মৃতঃ।
রৈবতস্য তু কৌমারঃ শ্যামস্য মণিকাঞ্চনঃ।
কেদারস্যাথ মৌদাকী পরেণ তু মহাপুমান্।
পরিবার্য্য তু কৌরব্য দৈর্ঘ্যং হ্রস্বত্ত মেব চ।
জম্বুদ্বীপেন সংখ্যাত স্তস্য মধ্যে মহাদ্রুমঃ।
শাকো নাম মহারাজ প্রজা তস্য সদানুগা।

তত্র পুণ্যা জনপদাঃ পূজ্যতে তত্র শঙ্করঃ।
তত্র গচ্ছন্তি সিদ্ধাশ্চ চারণা দৈবতানি চ।
ধার্ম্মিকাশ্চ প্রজা রাজন্ চত্বারো হতীব ভারত।
বর্ণাঃ স্বকর্ম্মনিরতা ন চ স্তেনো হত্র দৃশ্যতে।
দীর্ঘাযুষো মহারাজ জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ।
প্রজা স্তত্র বিবর্দ্ধন্তে বর্ষাস্বিব সমুদ্রগাঃ।
নদ্যঃ পুণ্যজলা স্তত্র গঙ্গাচ বহুধা মতা।
সুকুমারী কুমারী চ শীতাশী বেণিকা তথা।
মহানদী চ কৌরব্য তথা মণিজলা নদী।
চক্ষুর্বর্দ্ধনিকা চৈব নদী ভারত সত্তম।
তত্র প্রবৃত্তাঃ পুণ্যোদা নদ্যঃ কুরুকুলোদ্বহ।
সহস্রাণাং শতানোব যতো বর্ষতি বাসবঃ।
ন তাসাং নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ।
শক্যান্তে পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্তা হি সরিদ্বরাঃ।

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ১১ অধ্যায়।)

হে রাজন্! জম্বুদ্বীপের যে পরিমাণ বলা হইল, শাক দ্বীপের পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ। এই দ্বীপ ক্ষীরোদ সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। তথায় পবিত্র জনপদ সকল অবস্থিত তথায় অকাল মৃত্যু নাই। এই স্থানে নানারত্ন বিশিষ্ট ৭টী নদী, মণিভূষিত ৭টী পর্ব্বত ও পবিত্র ৭টী বর্ষ আছে। শাকদ্বীপের অন্তর্গত প্রথমে মেরু পর্ব্বত এইস্থানে দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্ব গণ বাস করেন। তাহার পশ্চিমে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত মলয় পর্ব্বত এই স্থান হইতে মেঘ উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয়। ইহার পশ্চিমে জলধার নামক পর্ব্বত। ইন্দ্র এই স্থান হইতে জল গ্রহণ করিয়া বর্ষাকালে বর্ষণ করেন। ইহার পশ্চিমে রৈবতক নামক উচ্চ পর্ব্বত, ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে

রেবতী নক্ষত্র এখানে বাস করেন। রৈবতের উত্তরে নূতন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ শ্যাম নামক উজ্জ্বল পর্ব্বত আছে। এজন্য এই স্থানের লোক শ্যাম বর্ণ। স্বয়ং সূর্য্য, গৌর ও কৃষ্ণ বর্ণে মিশ্রিত (রক্ত শ্যামো ভাস্করঃ) শ্যাম বর্ণ এজন্য এই পর্ব্বত শ্যামবর্ণ। ইহার পশ্চিমে অত্যুচ্চ দুর্গ শৈল ও কেসর পর্ব্বত। এই শাকদ্বীপে মহা মেরু বা মহাকাশ, জলদ, কুসুমোত্তর, জলধার বা সুকুমার, কৌমার, মৌদাকী ও মণি কাঞ্চন নামে ৭টী বর্ষ আছে। সুকুমারী, কুমারী, শীতাশী, বেণিকা, মহানদী, মণিজলা, চক্ষুর্বর্দ্ধিনিকা এই সাতটী নদী আছে।

শ্যাম পর্ব্বতকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশস্থ কৃষ্ণ পর্ব্বত, রৈবত পর্ব্বতকে দ্বারকার সমীপবর্ত্তি ইদানীং সমুদ্র গর্ভে নীল রৈবত পর্ব্বত বলেন। জম্বু দ্বীপ যেরূপ তদ্দেশীয় মনুষ্যগণের বাস হেতু ক্রমশঃ পামীরের দক্ষিণ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। শাকদ্বীপও সেইরূপ পামির হইতে আরম্ভ করিয়া, বাহ্লিক, কোশল, মদ্র, গান্ধার সিন্ধু প্রভৃতি দেশ লইয়া বিস্তৃত ছিল। পঞ্জাবের কতকাংশ মদ্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আপগানদীর তীরস্থ শাকল নগর মদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই জন্যই তক্ষশিলার সমীপবর্ত্তি শালাতুর গ্রামবাসী বিখ্যাত বৈয়াকরণ ভগবান্ পাণিনি শাকদ্বীপকে পূর্ব্ব দেশ বলিয়াছেন। এই নগর বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ গণ শাকল দ্বীপি ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত।

শাকদ্বীপের পর্ব্বত সকলের নাম।

অত্রাপি পর্ব্বতাঃ শুক্লাঃ সপ্তৈব মণিভূষিতাঃ।
দেবর্ষি গন্ধর্ব্বযুতঃ প্রথমো মেরু রুচ্যতে।
প্রাগায়তঃ স সৌবর্ণ উদয়ো নাম পর্ব্বতঃ।

তত্র মেঘাস্তু বৃষ্ট্যর্থং প্রভবন্তি চ যান্তি চ।
তস্যাপরেণ সুমহান্ জলধারো মহাগিরিঃ।
তস্মান্নিত্য মুপাদত্তে বাসবঃ পরমং জলং।
ততো বর্ষং প্রভবতি বর্ষাকালে প্রজাস্বিহ।
তস্যাপরে রৈবতকো যত্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিতাঃ।
রেবতী দিবি নক্ষত্রং পিতামহ কৃতো গিরিঃ।
তস্যাপরেণ সুমহান্ শ্যামো নাম মহাগিরিঃ।
তস্মাৎ শ্যামত্ব মাপন্নাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ইমাঃ কিল।
তস্যাপরেণ রজতো মহানস্তগিরিঃ স্মৃতঃ।
তস্যাপরেণাম্বিকেয়ো দুর্গঃ শৈলো হিমাচিতঃ।
আম্বিকেয়াৎ পরো রম্যঃ সর্ব্বৌষধি সমন্বিতঃ।
স চৈব কেশরীত্যুক্তো যতো বায়ুঃ প্রবায়তি।
(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৫২ অধ্যায়)

শাকদ্বীপে মেরু বা উদয়পর্ব্বত, জলধার, রৈবতক, শ্যাম, রজত বা অস্তপর্ব্বত, দুর্গ বা আম্বিকেয়, কেশরী, এই সাতটী পর্ব্বত।

নদীর নাম।

তেষু নদ্যশ্চ সপ্তৈব প্রতিবর্ষং সমুদ্রগাঃ।
রত্নাকরা তথা নদ্য স্তাসাং নামানি মে শৃণু॥
বিদ্ধি নাম্নশ্চ তাঃ সর্ব্বা গঙ্গা স্তাঃ সপ্তধা স্মৃতাঃ।
প্রথমা সুকুমারীতি গঙ্গা শিবজলা তথা।
অনুতপ্তা চ নাম্নৈব নদী সংপরিকীর্ত্তিতা।
কুমারী নামতঃ সিদ্ধা দ্বিতীয়া সা পুনঃ সতী।
নন্দা চ পাবনী চৈব তৃতীয়া পরিকীর্ত্তিতা।
শিবেতিকা চতুর্থী স্যাৎ ত্রিদিবা চ পুনঃ স্মৃতা।

ইক্ষুশ্চ পঞ্চমী জ্ঞেয়া তথৈবচ পুনঃ ক্রতুঃ।
বেণুকা চামৃতা চৈব ষষ্ঠী সংপরিকীর্ত্তিতা।
সুকৃতা চ গভস্তী চ সপ্তমী পরিকীর্ত্তিতা।

সুকুমারী, কুমারী, নন্দা, শিবেত্তিকা, ইক্ষু, বেণুকা ও গভস্তী এই সাতটী নদী। ইক্ষু নদী, ইক্ষুমতী নামে ও রামায়ণে কথিত হইয়াছে। ইহাদের যথাক্রমে নামান্তর: অনুতপ্তা, সতী, পাবনী, ত্রিদিবা, ক্রতু, অমৃতা, সুকৃতা। বিষ্ণুপুরাণে এই সাতটী নামের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সুকুমারী, কুমারী, নলিনী ধেনুকা, ইক্ষু, বেণুকা গভস্তী।

শাকদ্বীপের বর্ষ (প্রদেশ)

শৃণুধ্বং নামত স্তানি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
উদয়স্যোদয়ং বর্ষং জলদং নাম বিশ্রুতম্।
দ্বিতীয়ং জলধারস্য সুকুমার মিতি স্মৃতং।
রৈবতস্য তু কৌমারং শ্যামস্য তু মণীচকং।
অস্তস্যাপি শুভং বর্ষং বিজ্ঞেয়ং কুসুমোত্তরং।
আম্বিকেয়স্য মৌদাকং কেশরেষু মহাদ্রুমং ॥

উদয় বা জলদ, সুকুমার, কৌমার, মণীচক, শুভ বা কুসুমোত্তর, মৌদাক ও মহাদ্রুম, শাকদ্বীপে এই সাতটী প্রদেশ।

অন্যান্য পুরাণের সহিত কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকায় নিম্নে একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

মহাভারত—	বিষ্ণুপুরাণ—	গরুড়পুরাণ—	মৎস্যপুরাণ—
মহামেরু,	মৌদাকী,	জলদ,	জলধার,
জলদ,	মহাদ্রুম,	কুমার,	সুকুমার,
মণিকাঞ্চন,	জলদ,	মণীচক,	কৌমার,

কুসুমোত্তর,	মণীচক,	সুকুমার,	মণীচক,
মৌদাক	কুসুমোদ,	কুসুমোদ	কুসুমোত্তর,
সুকুমার,	কুমার,	মৌদাকী,	মৈনাক,
কুমার,	সুকুমার,	মহাদ্রুম	ধ্রুব।

শাকদ্বীপে ধর্ম্ম।

তত্র পুণ্যা জনপদা শ্চাতুর্বর্ণ সমন্বিতাঃ।
বর্ণাশ্রমসমাকীর্ণা দেশা স্তে সপ্ত বৈ স্মৃতাঃ।
ন সঙ্করশ্চ তেষস্তি বর্ণাশ্রমকৃতঃ ক্বচিৎ।
ধর্ম্মস্য চাব্যভিচারাদেকান্ত সুখিতাঃ প্রজাঃ।
ন তেষু লোভো মায়া বা ঈর্ষাসূয়াধৃতিঃ কৃতঃ।
বিপর্য্যয়ো ন তেষস্তি ন দণ্ড্যো ন চ দণ্ডকাঃ।
স্বধর্ম্মেণৈব ধর্ম্মজ্ঞা স্তে রক্ষন্তি পরস্পরং।

মহাভারত ভীষ্ম পর্ব্ব ১১ অধ্যায়।

এই পুণ্য জনপদে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের বাস, এস্থানে বর্ণ সঙ্কর নাই। সকলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মে রত সুখী, লোভ, মায়া, ঈর্ষা, অসূয়া অস্থিরতা এই স্থানে নাই।

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সংজ্ঞা।

মগাশ্চ মাগধা শ্চৈব মানসা মন্দগা স্তথা।
মগা ব্রাহ্মণ ভূয়িষ্ঠা মাগধাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
বৈশ্যাস্ত মানসা স্তেষাং শূদ্রাস্তেষাস্ত মন্দগাঃ।

বিষ্ণুপুরাণ ২ অংশ ৪ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ গণ মগ, ক্ষত্রিয়গণ মাগধ, বৈশ্যগণ মানস, শূদ্রগণ মন্দগ নামে অভিহিত।

ব্রাহ্মণ ভূয়িষ্ঠাঃ পূর্ব্বোক্তেষু সর্ব্বেষু
ব্রাহ্মণেষু মধ্যে শ্রেষ্ঠাঃ।
(ইতি বিষ্ণুপুরাণে শ্রীধর স্বামি ব্যাখ্যা।)

শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণাগমন।

মগাস্তু ব্রাহ্মণাঃ পূর্ব্বং নিঃসৃতাঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ।
জলদর্কপ্রতিকাশাঃ শাকদ্বীপ মথাতরন্।
(বল্লাল চরিত।)

উজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মগব্রাহ্মণ গণ সূর্য্য মণ্ডল হইতে শাকদ্বীপে অবতরণ করিয়াছিলেন।

প্রিয়ব্রত-সুতো রাজা শাকদ্বীপে মহামতিঃ।
তেন মে কারিতং দিব্যং বিমানপ্রতিমং গৃহং.
তস্মিন্ দ্বীপে তদাত্মায়ে দিব্যং শিলাময়ং মহৎ।
স মদর্চ্চাং কারয়িত্বা কাঞ্চনীং লক্ষণান্বিতাম্।
প্রতিষ্ঠাপনায় তস্যা শ্চিন্তয়ামাস সুব্রতঃ।
কৃতমায়তনং শ্রেষ্ঠং তেনেয়ং প্রতিমা কৃতা।
কো বৈ প্রতিষ্ঠাপয়িতা দেবমর্কং শুভালয়ে।
এবং সঞ্চিন্তয়িত্বা তু জগাম শরণং মম।
ভক্তিং তস্য চ সঞ্চিন্ত্য খগাহং পার্থিবস্য চ।
গতো হহং দর্শনং তস্য উক্তশ্চাপি ময়া খগ।
কিং চিন্তয়সি রাজেন্দ্র কুতশ্চিন্তা সমাগতা।
ব্রূহি যত্তে হৃদি প্রৌঢ়ং চিন্তাকারণ মাগতম্।

সম্পাদয়িষ্যে তৎ সর্ব্বং বিমনা ভব মা নৃপ।
অত্যর্থ দুষ্কর মপি করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ।
ইত্যুক্তঃ স ময়া রাজা ইদং বচন মব্রবীৎ।
দ্বীপেঽস্মিন্ দেবদেবস্য কৃতমায়তনং তব।
ময়া ভক্ত্যা জগন্নাথ তথেয়ং প্রতিমা কৃতা।
প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্ যস্তু তব দেবালয়ে খগ।
যত্র সন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বীপেঽস্মিন্ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
তে ময়োক্তা ন কুর্ব্বন্তি প্রতিষ্ঠাং তব কৃৎস্নশঃ।
ন চাপ্যর্চ্চা জগন্নাথ ব্রাহ্মণশ্চাত্র বর্ত্ততে।
তেনেয় মাগতা চিন্তা হৃদি শল্যং ত্বয়ার্পিতং।
ততো ময়োক্তো রাজাসৌ বৈনতেয় বচঃ শুভম্।
এবমেতন্ন সন্দেহো যথাত্থ ত্বং নরাধিপ।
ক্ষত্রিয়াদি ত্রয়ো বর্ণা দ্বীপেঽস্মিন্ নাত্র সংশয়ঃ।
তে চ নার্হন্তি মে পূজাং ন প্রতিষ্ঠাং কদাচন।
তস্মাত্তে শ্রেয়সে রাজন্ প্রতিষ্ঠা মাত্মন স্তথা।
সৃজামি প্রথমং বর্ণং মগসংজ্ঞ মনোপমম্।

(ভবিষ্যপুরাণ ব্রাহ্মপর্ব্ব ১১৭ অধ্যায়।)

প্রিয়ব্রত রাজার পুত্র শাকদ্বীপাধিপতি হব্য, শাকদ্বীপে সূর্য্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। এই দ্বীপে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণ ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্ত রাজা, ব্রাহ্মণ পাইবার জন্ত সূর্য্যের তপস্তা করেন। সূর্য্য তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরে আমার প্রতিষ্ঠা ও পূজায় অধিকারী নহে এজন্য আমি আমার পূজোপযোগী "মগ" নামক ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিতেছি তাঁহারাই আমার পূজা করিবে।

এই ঘটনার রূপক হইতে অনুমিত হয়, মেরু প্রদেশ হইতে রাজা

বিস্তার করিবার জন্য ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় শাকদ্বীপে আসিলেও ব্রাহ্মণগণ দেবালয় হীন স্থানে প্রথমে যাইতে সম্মত হন নাই। পরে দেবালয় প্রতি-ষ্ঠিত হইলে সূর্য্যের রাজত্ব স্থান মেরু প্রদেশ হইতে সূর্য্যের অনুমতি ক্রমে সূর্য্যোপাসক-বেদজ্ঞ মগব্রাহ্মণগণ শাকদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। বল্লাল চরিতেও ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

রামায়ণে ও অন্যান্য পুরাণে মেরু পর্ব্বতেই সূর্য্যের রাজ্য বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ, দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া সূর্য্যকে জয় করিবার জন্য মেরু পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন।

অথ সংচিন্ত্য লঙ্কেশঃ সূর্য্যলোকং জগাম হ।
মেরু শৃঙ্গবরে রম্যে উষিত্বা তত্র শর্ব্বরীম্॥

রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ২৫ সর্গ

শাম্বপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে সূর্য্যতেজ হইতে শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

সূর্য্য উবাচ—

তেজসশ্চাস্মদীয়স্য নির্ম্মিতা বৈ পুরা ময়া।
তেভো বেদাশ্চ চত্বারঃ সরহস্যা ময়েরিতাঃ। (শাম্বপুরাণ)

শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের সংজ্ঞা।

ধ্যায়ন্তি চ মকারং যে জ্ঞানং তেষাং মদাত্মকম্।
মকারো ভগবান্ দেবো ভাস্করঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মকারধ্যানযোগাচ্চ মগা হ্যেতে প্রকীর্ত্তিতাঃ।

(ভবিষ্যপুরাণ ব্রাহ্মপর্ব্ব ১৪৮ অধ্যায়।)

"ম" শব্দের অর্থ ভগবান্ সূর্য্য। সূর্য্যের ধ্যান করা হেতু শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ মগব্রাহ্মণ নামে কীর্ত্তিত হয়। সূর্য্যই বেদ পাঠ করিতে করিতে

জন্মগ্রহণ করেন জন্য ব্রহ্মা নামে খ্যাত এজন্য "ম" শব্দে ব্রহ্মাকেও বুঝায়।

"হেমাম্ভোজপ্রবালপ্রতিম নিজরুচিং···বেদ বক্ত্রাভিরামং" ইত্যাদি সূর্য্যধ্যানে তাহাতে চতুর্মুখ। "গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেব নমস্কৃত" ইত্যাদি শাম্বকৃত স্তবরাজে সূর্য্যদেবকে ব্রহ্মা বলা হইয়াছে।

প্রিয়ে সহস্রবক্ত্রস্য ব্রহ্মণো মুখতঃ পুরা।
গ্রহাংশৈ গ্রহবিপ্রাঃ স্যুঃ সপাদ-শতসংখ্যয়া।

(গ্রহজামল)

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন, হে প্রিয়ে! সহস্র বদন ব্রহ্মার (দশ-শতকরধারী ভগবান্ সূর্য্যের) মুখ হইতে গ্রহতেজাবিশিষ্ট ১২৫ জন গ্রহবিপ্র জন্মিয়াছে।

দিব্যা শৈচতে স্মৃতা বিপ্রা আদিত্যাঙ্গ-সমুদ্ভবাঃ।
দিব্যা স্তে ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়া ভোজকা মমপূজকাঃ।
ভোজকাদিত্য জাত্যা হি দিব্যা স্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ।

(ভবিষ্যে ১৬৭ অধ্যায়।)

পূজয়ন্তি চ তে দেবান্ দিব্যত্বং তেন তে গতাঃ।

(কল্পতরু হেমাদ্রিধৃত ভবিষ্যে ১৪৩ অধ্যায়।)

আদিত্যাঙ্গ সমুদ্ভব ব্রাহ্মণগণ দিব্যব্রাহ্মণ। আমার পূজক ভোজক ব্রাহ্মণগণ দিব্যব্রাহ্মণ। আদিত্যজাত ব্রাহ্মণগণ ভোজক ও দিব্য ব্রাহ্মণ নামে কীর্ত্তিত। তাঁহারা দেবগণের পূজা করেন এজন্য তাঁহারা দিব্য ব্রাহ্মণ।

ধূপমাল্যৈশ্চ গন্ধৈশ্চ উপহারৈ স্তথৈব চ।
ভোজয়ন্তি সহস্রাংশুং তেন তে ভোজকাঃ স্মৃতাঃ।

(ভবিষ্যপুরাণ ১১৪ অধ্যায়।)

ধূপমাল্য গন্ধ এবং উপহার দ্বারা সূর্য্যকে ভোজন করায় এজন্য শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ ভোজক নামে অভিহিত।

গ্রহাণা মর্চ্চনাদ্ধেতোঃ শাকদ্বীপ সমুদ্ভবঃ।
ব্রহ্মবক্ত্রাদ্ ভবেজ্জন্ম দৈবজ্ঞো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।

(ব্রহ্মযামল।)

গ্রহগণের অর্চ্চনার জন্যই শাকদ্বীপে ব্রহ্মার মুখ হইতে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ জন্মিয়াছেন। ইহারা ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ সাধ্য বা সাধ্যক নামেও অভিহিত হইতেন।

শরদ্বীপেচ বেদাগ্নিঃ শাকদ্বীপেচ সাধ্যকঃ।
ভূমধ্যেচ ব্রহ্মচারী দৈবজ্ঞো দ্বারকাপুরে। (ব্রহ্মযামলে)

গন্ধমাদন পর্ব্বত (মলয় পর্ব্বত) সমীপস্থ শরদ্বীপ বা শরস্তম্ভ বা কুমারবনে বেদাগ্নি (ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ মতে জ্যোতিঃ পুরোগম বা জ্যোতির্মুখ্য নামে) শাকদ্বীপে সাধ্যক নামে, মধ্য দেশে ব্রহ্মচারী নামে দ্বারকায় দৈবজ্ঞ নামে খ্যাত।

এই সাধ্যগণ বৈদিক যুগের মধ্যদেশে অবস্থিত কুরুপাঞ্চালগণের পৌরহিত্য করিতেন।

"সাধ্যা আপ্ত্যাশ্চ দেবাঃ ষড়্ভি শ্চৈব পঞ্চবিংশৈ
রহোভি রভিষিঞ্চ ন্নেতেন চ ত্র্চেনৈতেন চ
যজুষৈতাভিশ্চ ব্যাহৃতি রাজ্যায়...তস্মাদস্যাং ধ্রুবায়াং
মধ্যমায়াং প্রতিষ্ঠাং যে কেচ কুরুপাঞ্চালানাং রাজানঃ
সবশোশীনরাণাং রাজ্যায়ৈব তেঽভিষিঞ্চতে।"

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮।৩৮।৩)

সাধ্য নামক দেবগণ ছয়দিনে চিরপ্রসিদ্ধ মধ্যদেশে কুরুপাঞ্চালদিগকে ও আপ্ত্য নামক দেবগণ ২৫ দিনে বশাতি এবং উশীনরদিগকে

অভিষিক্ত করায় তাঁহারা রাজা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এই সাধ্যগণ ছন্দোজ নামেও খ্যাত ছিলেন।

সাধ্যা নাম মহাভাগা শ্ছন্দোজা যজ্ঞভাগিনঃ।
দেবেভ্য স্তান্ পরান্ দেবান্ দেবজ্ঞাঃ পরিচক্ষিরে॥

(বায়ুপুরাণ ৬৬ অধ্যায়)

আদিত্যগণ, পূর্ব্বে চাক্ষুষ মন্বন্তরে সাধ্য নামে অভিহিত ছিলেন। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুরূরবা মদ্র দেশের অধীশ্বর, ছিলেন ইহাও বলা হইয়াছে। এই মদ্র দেশের রাজধানী ছিল শাকলদ্বীপ সুতরাং শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণই এক সময়ে সাধ্য নামে খ্যাত ছিলেন। পরবর্ত্তিকালের সাধ্য দেবদিগের সন্তানগণ মনুষ্য নামে খ্যাত হইয়াছেন।

সাধ্যানাং মনুজাঃ প্রজাঃ। (বায়ুপুরাণ ৬৬ অধ্যায়।)

মেরুপর্ব্বতের প্রান্তস্থিত ক্ষীরোদসমুদ্রবাসী সাধ্য, নারায়ণ এই সাধ্যগণের অধিপতি ছিলেন। এজন্য নারায়ণের অবতার কৃষ্ণচন্দ্রও সাধ্যব্রাহ্মণ বা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের সমাদর করিতেন।

নারায়ণস্তু সাধ্যানাং...... (বায়ুপুরাণ ৭০ অধ্যায়)
সাধ্যো নারায়ণশ্চৈব বিষ্ণুস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।

(বায়ুপুরাণ ২৩ অধ্যায়)

শাকদ্বীপে বেদ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মেরু পর্ব্বতই শাকদ্বীপের প্রথম খণ্ড। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় রাজ্য বিস্তার ও ধনোপার্জ্জনাদিহেতু শাকদ্বীপের অন্য ছয় খণ্ডে বিস্তৃত হইলেও ব্রাহ্মণগণ প্রথমে তাঁহাদের উপাস্য দেবতা সূর্য্যের রাজ্য দিব্য দেশ হইতে অন্যত্র যাইতে স্বীকৃত ছিলেন না।

পরে সূর্য্যের অনুরোধে তাঁহারা শাকদ্বীপের রাজধানী শাকলদ্বীপ বা শাকল নগরে গমন করেন। এই নগর দ্বাপর যুগে মদ্র দেশের রাজধানী এবং অপগা নামক নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণগণ, ঋগ, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদই শাকদ্বীপে পঠন পাঠনাদি করিতেন।

তেভ্যো বেদাস্ত চত্বারঃ সরহস্যা ময়েরিতাঃ।

(ভবিষ্যপুরাণ শাম্বপুরাণ)

ভগবান্ সূর্য্য বলিয়াছেন আমি শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণকে সরহস্য ঋগ, যজু, সাম, অথর্ব্ব এই চারিবেদই শিক্ষা দিয়াছি।

পঠন্তি চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদান্ খগ।

কাষায় বাসসঃ সর্ব্বে করণ্ডাম্বজ ধারিণঃ॥

(ভবিষ্যপুরাণ ব্রাহ্মপর্ব্ব)

হে বৈনতেয়! শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ বেদের এই ছয়টী অঙ্গ ও উপনিষদ্ এবং চারিটী বেদই পাঠ করে। তাহারা রক্তবস্ত্র পরিধায়ী ও কমণ্ডলু ধারী।

শাকদ্বীপে দেবতা।

শাকদ্বীপে তু তৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো মুনে।

যথোক্তৈরিজ্যতে সম্যক্ কর্ম্মভি নিয়তাত্মভিঃ।

(বিষ্ণুপুরাণ ২ অংশ ৪ অধ্যায়)

শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকে। "বিষ্ণুরাদিত্যাইতি শ্রুতিঃ"।

মেরু দানে জম্বুদ্বীপাদি অঙ্কিত করিয়া সেই সেই দ্বীপের উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি সেই সেই দ্বীপে স্থাপন করিবে। ক্রিয়া সমাপ্তে সেই সেই দেবতার উপাসক ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া সেই সেই দ্বীপ ও সেই সেই দেবতার মূর্ত্তি মন্ত্র পূর্ব্বক দান করিবে।

জম্বূ দ্বীপাধিপং বিষ্ণুং তত্র চৈব নিবেশয়েৎ।
প্লক্ষে সোমং শাল্মলে বায়ুরূপং
কুশদ্বীপে ব্রহ্মরূপং পুরাণং।
ক্রৌঞ্চে রুদ্রং শাকসংজ্ঞেতহথ সূর্য্যং
ব্রাহ্মরূপং পুষ্করে দেবদেবং॥
ততো বিপ্রান্ পূজ্য তেষাং ক্রমেণ
তাং দাপয়েন্মন্ত্রপূর্ব্বং তথৈব।
সোমং বায়ুং ব্রহ্মরূপঞ্চ চন্দ্রং
তথা সূর্য্যং ব্রহ্মণোরূপ মাদ্যং॥

(হেমাদ্রি দান খণ্ড ৫ অধ্যায়।)

এই দানে বলা হইয়াছে ব্রহ্মার আদ্য রূপধারী ভগবান্ সূর্য্যকে শাকদ্বীপে স্থাপন করিয়া পূজা করিবে এবং সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণদিগকে শাকদ্বীপ ও সূর্য্য মূর্ত্তি দান করিবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভগবান্ সূর্য্য, ব্রহ্ম (বেদ) পাঠ করিতে করিতে জন্ম গ্রহণ করায় আদি ব্রহ্মা নামে কথিত হইতেন। পরে দ্বিতীয় ব্রহ্মা মেরু হইতে উত্তর দিকে গমন করিয়া সোমগিরিতে উত্তর কুরু বর্ষ বা মহামেরুতে বাস করিতেন, তিনি চন্দ্র রূপধারী দ্বিতীয় ব্রহ্মা। হেমাদ্রির বাক্যে তাহাই প্রতিভাত হইতেছে। এই দ্বিতীয় ব্রহ্মা হইতে বহু ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছে। বরুণের যজ্ঞে অগ্নি নামক ব্রহ্মা হইতেও বহু ব্রাহ্মণের উৎপত্তি বায়ুপুরাণাদিতে বর্ণিত আছে। সুতরাং অগ্নিও ব্রহ্মা। এজন্য আমরা বেদে ও ভবিষ্যপুরাণাদিতে সোমাব্রাহ্মণ, আগ্নেয়ব্রাহ্মণ ও আদিত্যব্রাহ্মণ নামে তিন প্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহা পরে যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

সূর্য্য ও সূর্য্য নিঃসৃত গ্রহগণের অবতার।

দৈত্যানাং বলনাশায় দেবানাং বলবৃদ্ধয়ে।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় গ্রহা জাতাঃ শুভাঃ ক্রমাৎ।
রামোঽবতারঃ সূর্য্যস্য চন্দ্রস্য যদুনায়কঃ।
নৃসিংহো ভূমিপুত্রস্য বুদ্ধঃ সোমসুতস্য চ।
বামনো বিবুধেজ্যস্য ভার্গবো ভার্গবস্য চ।
কূর্ম্মো ভাস্করপুত্রস্য সৈংহিকেয়স্য শূকরঃ।
কেতোর্মীনাবতারশ্চ যে চান্যে তেঽপি খেটজাঃ।
সূর্য্যাদিভ্যো গ্রহেভ্যশ্চ পরমাত্মাংশ নিঃসৃতাঃ।
রামকৃষ্ণাদয়ঃ সর্ব্বে হ্যবতারা ভবন্তি বৈ।
তত্রৈব চ বিলীয়ন্তে পুনঃ কার্য্যোত্তরে সদা।
জীবাংশ নিঃসৃতা স্তেষাং তেভ্যো জাতা নরাদয়ঃ।
তেঽপি তত্রৈব লীয়ন্তে তে ব্যক্তে সময়ন্তি হি॥

(পরাশর বৃহৎহোরা)

রাম, সূর্য্যের অবতার, কৃষ্ণ, চন্দ্রের অবতার, নৃসিংহ, মঙ্গলের, বুদ্ধ, বুধের, বামন, বৃহস্পতির, পরশুরাম, শুক্রের, কূর্ম্ম, শনির, বরাহ, রাহুর, মীন, কেতুর অবতার। সূর্য্যাদিগ্রহ হইতে পরমাত্মাংশ নিঃসৃত হইয়া রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইলে, পুনরায় সূর্য্যাদি গ্রহে বিলীন হয়। গ্রহগণ হইতে জীবাংশ নিঃসৃত হইয়া মনুষ্য জন্মে, মৃত্যুর পর গ্রহে লীন হয়।

সুরসেনাপতিঃ স্কন্দঃ পঠ্যতেঽঙ্গারকো গ্রহঃ।
নারায়ণং বুধং প্রাহু দেবং জ্ঞানবিদো বিদুঃ।
রুদ্রো বৈবস্বতঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মো লোকে প্রভুঃ স্বয়ং।

মহাগ্রহো দ্বিজশ্রেষ্ঠো মন্দগামী শনৈশ্চরঃ।
দেবাসুরগুরু দ্বৌ তু ভানুমন্তৌ মহাগ্রহৌ।
প্রজাপতিসুতা বেতৌ বুভৌ শুক্রবৃহস্পতী।
দৈত্যো মহেন্দ্রশ্চ তয়ো রাধিপত্যে বিনির্মিতৌ।
(বায়ুপুরাণ ৫৩ অধ্যায়)

দক্ষের কন্যা শিবার গর্ভে অগ্নির ঔরস জাত অগ্নিভূ স্কন্দ, মঙ্গলগ্রহ। বুধগ্রহ নারায়ণ। শনিগ্রহ শিব। দৈত্যগুরু শুক্র, শুক্রগ্রহ ও দেবগুরু বৃহস্পতি, বৃহস্পতির অবতার রূপে কথিত। কল্পান্তরে পৃথিবীর গর্ভে বিষ্ণুর ঔরসে শাকদ্বীপান্তর্গত মলয় পর্ব্বতে মঙ্গল গ্রহের জন্ম।

বিষ্ণো র্বরাহরূপস্য পত্নী সা শ্রুতিসম্মতা।
তৎপুত্রো মঙ্গলঃ জ্ঞেয়ঃ সুযশা মঙ্গলাত্মজঃ॥
মলয়ে নির্জনে রম্যে চারুচন্দন পল্লবে।...
তেন প্রবালবর্ণশ্চ কুমারঃ সমপদ্যত।
তেজসা সূর্য্যসদৃশো নারায়ণসুতো মহান্।
মঙ্গলস্য প্রিয়া মেধা তস্য ঘণ্টেশ্বরো মহান্।
বণদাত্তেতি তেজস্বী বিষ্ণুতুল্য বভূব২॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ড ৯ অধ্যায়)

গ্রহবেধ। (Observation.)

শিল্পশাস্ত্র প্রবর্ত্তক ভগবান্ বিশ্বকর্ম্মা যন্ত্র দ্বারা শাকদ্বীপে সূর্য্যকে চাঁচিয়া দর্শনযোগ্য করিয়াছিলেন, ইহা হইতে শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের জন্ম।

ত্বষ্টাপি তেজসা তেন মার্ত্তণ্ডস্যৈব চাজ্ঞয়া।
ভোজানুৎপাদয়ামাস পূজায়ৈ তস্য সুব্রত॥
(ভবিষ্যে ব্রাহ্মপর্ব্ব ১৭৯ অধ্যায়)

এই রূপক ঘটনা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন শাকদ্বীপে যন্ত্র দ্বারা গ্রহবেধ করিবার প্রথা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এবং শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ গ্রহ বেধে পারদর্শী ছিলেন। আত্রেয় ঋষিগণ তুরীয় যন্ত্রধারা গ্রহবেধ এবং গ্রহণগণনায় পটু ছিলেন ইহা ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানু স্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয় স্তমন্ববিন্দন্নহ্যন্যে অশক্নুবন্॥ ৯।
স্বর্ভানোরধযদিন্দ্রমায়া অবোদিবো বর্ত্তমানা অবাহন্।
গূঢ়ং সূর্য্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণা বিন্দদত্রিঃ॥ ৬॥
(ঋগ্‌সংহিতা ৫।৪০।৬)

বায়ু পুরাণাদিতেও গ্রহবেধের উল্লেখ আছে।

বিশ্বরূপ প্রধানস্য পরিণামোঽয়মদ্ভুতঃ।
নৈব শক্যং প্রসংখ্যাতুং যাথাতথ্যেন কেনচিৎ।
গতাগতং মনুষ্যেণ জ্যোতিষাং মাংস চক্ষুষা।
আগমাদনুমানাচ্চ প্রত্যক্ষাদুপপত্তিতঃ।
পরীক্ষ্য নিপুণং ভক্ত্যা শ্রদ্ধাতব্যং বিপশ্চিতা।
চক্ষুঃশাস্ত্রং জলং লেখ্যং গণিতং বুদ্ধিসত্তমাঃ।
পঞ্চৈতে হেতবো জ্ঞেয়া জ্যোতির্গণবিচিন্তনে।
(বায়ুপুরাণ ৫৩ অধ্যায়)

প্রকৃতির এই বিশ্বরূপ পরিণাম আশ্চর্য্য। মনুষ্যগণ মাংস চক্ষু দ্বারা জ্যোতিষ্কগণের গতাগত অবিকৃতভাবে নিরূপণ করিতে পারে না। শাস্ত্র, অনুমান, প্রত্যক্ষ, ও উপপত্তি দ্বারা নিপুণভাবে পরীক্ষা (অবজার-ভেশন্) করিয়া যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধা অর্থাৎ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাদ্বারা ধর্ম্মকাল নির্ণয় করিবেন। হে বুদ্ধি-সত্তম মনুষ্যগণ! চক্ষু, সিদ্ধান্তশাস্ত্র, জল, লেখ্য (ছবি), গণিত, গ্রহনির্ণয়ে এই পাঁচটী হেতু জানিবে।

শাকদ্বীপান্তর্গত পর্ব্বতের বর্ণনায় প্রদর্শিত হইয়াছে, উদয়গিরি ও অস্তগিরি শাকদ্বীপের অন্তর্গত। ইহাতেও বুঝা যায় শাকদ্বীপে গ্রহবেং হইতে।

উপনিষদাদিতেও নক্ষত্র বিদ্যাদির উল্লেখ আছে।

ঋগ্‌বেদং ভগবোঁহধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বনং
চতুর্থ মিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং
রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্য মেকায়নং দেববিদ্যাং
ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্প-
দেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঁহধ্যেমি।

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

ভারতবর্ষীয় জনগণের শাকদ্বীপে জন্মিবার প্রবৃত্তি।

যথা বরাহ পুরাণে—হরিমন্দির মার্জ্জন ফলে।
যাবৎকানি পদাগ্রাণি ভূমি সম্মার্জ্জনে ক্ষিপেৎ।
তাবদ্‌বর্ষসহস্রাণি শাকদ্বীপে মহীয়তে।
জায়তে মম ভক্তশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বিতঃ।
শুচি ভাগবতঃ শুদ্ধো হ্যপরাধবিবর্জ্জিতঃ।
ততো ভুক্ত্বা সর্ব্বভোগান্ তীর্ত্বা সংসারসাগরং।
শাকদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি।

বিষ্ণু বলিয়াছেন—হরিমন্দির মার্জ্জন কালে যত বার পদাগ্রক্ষেপণ করিবে, তত সহস্র বৎসর শাকদ্বীপে সুখে বাস করিবে এবং সে মৎ পরায়ণ, ধার্ম্মিক, পবিত্র, নিরপরাধ, সকল প্রকার সুখ ভোগী ও সংসার পার হইয়া, শাকদ্বীপ হইতে স্বর্গে গমন করিবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মেরু পর্ব্বতেই ব্রহ্মা নামে অভিহিত সূর্য্য রাজত্ব

করিতেন। ভগবান্ সূর্য্যের পত্নী দিব্‌ বা সংজ্ঞার গর্ভজাত পুত্র মনু, মেরুর পশ্চিমে রাজত্ব করিতেন। এই মেরুই শাকদ্বীপের প্রথম বর্ষ। সুতরাং শাকদ্বীপই সকল মনুষ্যগণের প্রথম বাসস্থান ছিল। এইস্থান হইতে মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছেন। এই স্থানের ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ "দিব্য ব্রাহ্মণ" নামে আখ্যাত হইতেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "দ্যৌরাদিত্যো ভবতি"। আদিত্য দিব্যদেশের অধিপতি ছিলেন। এজন্য আদিত্য হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ, দিব্য ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত ;

দিব্যা শ্চৈতে স্মৃতা বিপ্রা আদিত্যাঙ্গ সমুদ্ভবাঃ।

মনুর সন্তান ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ এই মেরুর পশ্চিমস্থ শাকদ্বীপে বাস করিয়া শাক্য বা শাকদ্বীপি ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত ছিলেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণগণও শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব শাকদ্বীপি ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহা নির্ব্বিবাদে সকলেই স্বীকার করেন। ইনি এই ইক্ষ্বাকুবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিযুগে সূর্য্যবংশবর্ণনায় উক্ত হইয়াছে।

বৃহদ্বলস্য দায়াদো বীরো রাজা হ্যুরুক্ষয়ঃ।
উরুক্ষয়সুতশ্চাপি বৎস্যদ্রোহো মহাযশাঃ।
বৎস্যদ্রোহাৎ প্রতি ব্যোমস্তস্য পুত্রো দিবাকরঃ।
তস্যৈব মধ্যদেশে তু অযোধ্যানগরী শুভা।
শুদ্ধোদনস্য ভবিতা সিদ্ধার্থঃ পুষ্কলঃ সুতঃ।
এতে চৈক্ষ্বাকবঃ প্রোক্তা ভবিষ্যা যে কলৌ যুগে॥

(মৎস্যপুরাণ ২৭২ অধ্যায়)

প্রথমে ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ দিব্য দেশে বাস করিয়া দিব্য মানুষ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রভৃতি ভোজকব্রাহ্মণ-গণও দিব্যব্রাহ্মণ নামে খ্যাত ছিলেন।

মনো বৈবস্বতস্থাসন্ দশপুত্রা মহাবলাঃ।
ইলস্তু প্রথম স্তেষাং পুত্রেষ্ট্যাং সমজায়ত।
ইক্ষ্বাকুঃ কুশনাভশ্চ অরিষ্টো ধৃষ্ট এবচ।
নরিষ্যন্তঃ করুষশ্চ শর্য্যাতিশ্চ মহাবলাঃ।
পৃষধ্রশ্চাথ নাভাগঃ সর্ব্বে তে দিব্যমানুষাঃ॥

(মৎস্যপুরাণ ১১ অধ্যায়)

অযোধ্যাধিপতি দশরথের মৃত্যুর পর কেকয় দেশে মাতুলালয়ে অবস্থিত ভরতকে আনাইবার জন্য যে সকল লোক প্রেরিত হইয়া ছিল; তাহারা ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের পিতৃ পিতামহগণের নিবাস স্থানের পবিত্র ইক্ষু বা ইক্ষুমতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া মধ্য দেশস্থ বাহ্লীকাদি দেশ অতিক্রম করতঃ কেকয় রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহাতেও জানা যায় শাকদ্বীপের অন্তর্গত ইক্ষু নদীর বা সরযূনদীর তীরেই শাক্য ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন।

পৈতৃপৈতামহীং পুণ্যাং তেরু রিক্ষুমতীং নদীং।
অবেক্ষ্যাঞ্জলিপানাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
যযুর্ম্মধ্যেন বাহ্লীকান্ সুদামানঞ্চ পর্ব্বতং।
বিষ্ণোঃ পদং প্রেক্ষমাণা বিপাশাঞ্চাপি শাল্মলীম্॥

(রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৬৮ সর্গ।)

পূর্ব্বোক্ত শাকদ্বীপের সমীপস্থ ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরতীরস্থিত ভারবর্ষের অন্তর্গত নিষধ পর্ব্বতে বিষ্ণুপদ নামক সরোবরও আছে।

সরো বিষ্ণুপদং নাম নিষধ পর্ব্বতোত্তমে।

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫০ অধ্যায়)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দেবলোক, মনুষ্য লোক ও অসুর লোক এই ত্রিলোকা পৃথিবী। মনুষ্যলোক বা মনুর শাসিত রাজ্য, দেবলোক ও

অসুরলোকের মধ্যস্থিত জন্য মধ্যদেশ নামেও অভিহিত হইত। বৈবস্বত মনুর মানসপুত্র ইল, মেরু পর্ব্বত যুক্ত ইলাবৃতবর্ষে রাজ্য প্রাপ্ত হন। এবং ঔরসজাত নয়টী পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ইক্ষ্বাকু মধ্যদেশে বা মনুর শাসিত রাজ্যে অভিষিক্ত হন।

অভিষিচ্য মনুঃ পুত্রমিলং জ্যেষ্ঠং স ধার্ম্মিকঃ।
জগাম তপসে ভূয়ঃ স মহেন্দ্রবনালয়ং॥
ইলস্য নাম্না তদ্বর্ষ মিলাবৃত মভূৎ তদা।
ইক্ষ্বাকু র্জ্যেষ্ঠ দায়াদো মধ্যদেশ মবাপ্তবান্।

(মৎস্য পুরাণ ১২ অধ্যায়।)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি হইতে জানা যায়, কুরুপাঞ্চাল, উশীনর, মদ্র উত্তর কোশল, কেকয়, বাহ্লীকাদি দেশ বৈদিকযুগে মধ্যদেশ নামে অভিহিত ছিল। শাকদ্বীপি "সাধ্যনামক ব্রাহ্মণ"গণ এইস্থানে কুরু পাঞ্চাল দিগের পৌরহিত্য করিতেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইতেছে। কেতু গ্রহের বৈদিক ধ্যানে কেতুকে মধ্যদেশ পতি বলা হইয়াছে।

"কেতো জৈমিনিগোত্র মধ্যদেশাধিপতে ব্রহ্মচিত্রগুপ্তাভ্যাং সহ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি আশ্বলায়ণ গৃহ্যসূত্র।

এই দেশ কেতুমাল বর্ষ নামেও অভিহিত হইত। এই দেশেই মনুর সন্তান মনুষ্যগণের বসতি বর্ণিত হইয়াছে।

মেরোশ্চ পশ্চিমে পার্শ্বে কেতুমালো মহীপতে।
উদীর্ণ ধনধান্যাঢ্যৈন রবাসৈঃ সমন্ততঃ।
সন্নিবিষ্টং মহাদ্বীপং পশ্চিমে সুকৃতাত্মনাম্।
নিসর্গঃ কেতুমালানামেব বঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৪৬ অধ্যায়।)

মেরুর পশ্চিমস্থ কেতুমাল বর্ষের বৈভ্রাজ নামক প্রসিদ্ধ সরোবর

নদীর তীরে অবস্থিত ছিল ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কেতুর ধ্যানকে ঐতিহাসিক অর্থে দেখিলে মনে হয় মধ্যদেশ হইতে কেতু নামক মনুর বা গ্রহের অধীনে একদল ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) এবং চিত্রগুপ্তের বংশধরগণ এ দেশে আসিয়াছিলেন। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণও কেহ কেহ মধ্য দেশ হইতে সমাগত বলিয়া পরিচিত। কেতুমাল বর্ষের জ্যোতির্বিদ্‌গণও প্রসিদ্ধ।

গুরুশুক্রয়োঃ স্ববর্ণা রবি-কুজ-শশি-ভানুজৈ র্ভবন্ত্যূনাঃ।
শুক্রে বেশ্যাপ্রায় শ্চন্দ্রেঽপি বদন্তি কেতুমালাখ্যাঃ॥

(সারাবলিঃ।)

"চিত্রগুপ্ত উদীচ্য-বেশধর দ্বিভুজ লেখনী পত্রোপেত" ইত্যাদি চিত্রগুপ্তের বৈদিক ধ্যানে তাহাকে উদীচ্য দেশ হইতে সমাগত জানা যায়।

বাহ্লীক ভাষা দিব্যানাং
বাহ্লীক ভাষা উদীচ্যানাং।

ইত্যাদি পাণিনি সূত্রানুসারে এই সকল দেশে বাহ্লীক ভাষা প্রচলিত ছিল জানা যায়। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ, দিব্য ব্রাহ্মণ নামে ও কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশধর বা শাকসেন (শাকস্থনু) নামে পরিচিত। সুতরাং কায়স্থগণ ও শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ এই মধ্যদেশ হইতে সমাগত।

আরক্ উদীচাম্ ৪।১।১৩০
উদীচাং বৃদ্ধাৎ অগোত্রাৎ ৪।১।১৫৭
উদীচাং মাঙো ব্যতীহারে ৩।৪।১৯
মাতর পিতরৌ উদীচাম্ ৬।৩।৩২

অত্র কাশিকা—গোধায়া অপত্যে উদীচাং আচার্য্যাণাং মতেন আরক্ প্রত্যয়ো ভবতি। গৌধারঃ। বৃদ্ধং যৎ শব্দরূপং অগোত্রং তস্মাৎ অপত্যে ফিঞ প্রত্যয়ো ভবতি। উদীচাং আচার্য্যাণাং মতেন। মাঙো

ধাতো ব্যতীহারে বর্ত্তমানাৎ উদীচাং আচার্য্যাণাং মতেন ক্ত্বা প্রত্যয়ো-ভবতি। "মাতর পিতরৌ" ইতি উদীচাং আচার্য্যাণাং মতেন অরঙাদেশো মাতৃ শব্দস্ত নিপাত্যতে মাতর পিতরৌ (মাতা চ পিতা চ তৌ) উদীচামিতি কিম্? মাতা পিতরৌ।

এঙ্ প্রাচাং দেশে ১।২।৩৫

ভোজকটীয়ঃ গোনর্দীয়ঃ। প্রাচামিতি কিম্?

দেবদত্তো নাম বাহ্লীকেষু গ্রামঃ তত্র ভবঃ দৈবদত্তঃ।

বৃদ্ধাৎ প্রাচাম্ ৪।২।১২০

অত্র বামনঃ—প্রাগ্ দেশ বাচিনো প্রাতিপাদিকাৎ ঠঙ্ প্রত্যয়ো-ভবতি। শাক জম্বুকঃ।

গান্ধার দেশের অন্তর্গত শলাতুর গ্রামবাসী দাক্ষী পুত্র, ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন; বাহ্লীক দেশ উদীচ্য দেশ এবং শক ও জম্বুদেশ পূর্ব্ব দেশ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শাকদ্বীপের রাজধানী শাকলনগর পঞ্জাবের অন্তর্গত। সুতরাং পাণিনির দেশ হইতে ইহা পূর্ব্বদেশ কিন্তু এই স্থান এবং সিন্ধুনদীর উভয় তীরস্থ গন্ধর্ব্বদেশ বর্ত্তমান সাগর সংবৃতদ্বীপ নামক এই ভারতবর্ষের অন্তর্গত না থাকায় পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে। এবং গন্ধর্ব্বদেশে ও শাকদ্বীপে জন্ম গ্রহণের কামনায় ব্রতোপবাস শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গন্ধর্ব্ব দেশের অন্তর্গত গান্ধার দেশ জয় করিয়াই ভরত নিজপুত্র তক্ষকে তক্ষশীলা ও পুষ্কলকে পুষ্কলাবত (পেশোয়ার) নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অয়ং গন্ধর্ব্ব বিষয়ঃ ফলমূলোপ শোভিতঃ।

সিন্ধোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরম শোভনঃ।

রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১১৩ অধ্যায়।

হতেষু তেষু সর্ব্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে।
তক্ষং তক্ষশীলায়ান্তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়েষু চ। (উত্তরাকাণ্ড, ১১৪ অধ্যায়)

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ, মেরুর পশ্চিম হইতে কেহ কেহ মেরুর উত্তরে, ককুৎস্থ প্রভৃতি কেহ কেহ দক্ষিণে আগমন করেন।

ইক্ষ্বাকোঃ পুত্রতা মাপ বিকুক্ষির্নাম দেবরাট্।
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্যাসীৎ দশ পঞ্চ চ তৎসুতাঃ।
মেরো রুত্তরত স্তে তু জাতাঃ পার্থিবসত্তমাঃ।
মেরোর্দক্ষিণতো যে বৈ রাজানঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
জ্যেষ্ঠঃ ককুৎস্থো নাম্নাভূৎ তৎ সুতস্তু সুযোধনঃ।
তস্য পুত্রঃ পৃথুর্নাম বিশ্বগশ্চ পৃথোঃ সুতঃ। ইত্যাদি

(মৎস্যপুরাণ ১২ অধ্যায়।)

রাজা দশরথ মধ্যদেশস্থ উত্তর কোশল রাজার কন্যা কৌশল্যাকে এবং কেকয়-রাজার কন্যা কৈকেয়ীকে বিবাহ করেন। পাণ্ডু রাজার স্ত্রী মাদ্রী মদ্রদেশের কন্যা। অশ্বমেধ যজ্ঞে নকুল এই দেশ হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। শাকল নগর বা শাকলদ্বীপ মদ্রদেশের রাজধানী ছিল।

শাকলং দ্বীপ মভ্যেত্য মদ্রাণাং পুটভেদনং।
মাতুলং প্রীতিপূর্ব্বেণ শল্যং চক্রে বশে বলী।

(মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩২ অধ্যায়।)

বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশে আপগা নদীর তীরে এই নগর অবস্থিত ছিল। এই নদী সিন্ধুনদীতে পড়িয়াছে।

শাকলং নাম নগরং আপগা নাম নিম্নগা।

(মহাভারত কর্ণপর্ব্ব ৪৩ অধ্যায়।)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দিব্যমানুষ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ শাকদ্বীপে চক্ষু বা ইক্ষু বা সরযু নামক নদীর তীরে দিব্য দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা অযোধ্যায় আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিলে অযোধ্যা শাকেত নামে ও অযোধ্যার প্রান্তবাহিনী নদী, সরযূ নামে অভিহিত হয়। ভগবান্ রামচন্দ্রও "শাকেতে লোকনাথ" ইত্যাদিরূপে অধ্যাত্ম-রামায়ণাদিতে বর্ণিত হইয়াছেন। দিব্য ভোজক ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ, তাঁহাদের সহিত এদেশে আসিয়া ছিলেন।

ইক্ষ্বাকবো মহীপালা লেভিরে পৃথিবী মিমাং।
পুরোহিতমিমং প্রাপ্য বশিষ্ঠ মৃষিসত্তমম্।
(মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৭৪ অধ্যায়।)

গ্রীক এবং যবনগণ শাকদ্বীপকেই শাকেত দেশ বলিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সূর্য্যের দুইটী স্ত্রী দিব্ ও পৃথিবী। দিব্য দেশীয় সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণ দিব্য ভোজক ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া ভৌমভোজক ব্রাহ্মণ নামে বা ভৌম মগব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন। এজন্য পৃথিবীতে আগত বশিষ্ঠের উৎপত্তিতে বর্ণিত হইয়াছে :

কিন্তু কার্য্য গরীয়স্ত্বাদাত্মনো যোগ্য মুত্তমম্।
তব পুত্রং বিধাস্যামি সুপূজ্যং বেদপারগম্।
বংশশ্চ সুমহাংস্তস্য নিবসিষ্যতি ভূতলে।
মমাঙ্গানি মহাত্মানো বসিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ।
মদ্‌গায়না মদ্‌ভজনা মদ্‌ভক্তা মৎপরায়ণাঃ।
এব মাশ্বাস্য তাং দেবীং ভাস্করো বারিতস্করঃ।
অন্তর্দধে মহাতেজাঃ সা চ হর্ষ মবাপহ।
এবমেতে সমুৎপন্না ভোজকাঃ কৃষ্ণনন্দন।
নৈক্ষুভা স্তে তদাদিত্যা উৎপন্না লোকপূজিতাঃ॥
(ভবিষ্যপুরাণ ব্রাহ্মপর্ব্ব)

সূর্য্য পৃথিবীকে বলিলেন, আমি তোমার গর্ভে নিজের যোগ্য সুপূজ্য বেদপারগ বশিষ্ঠ নামক পুত্র দিতেছি। যাঁহার মহৎ বংশ এই ভূতলে বাস করিবে। বসিষ্ঠের বংশধরগণ মমাঙ্গসম্ভূত, মহাত্মা, ব্রহ্মবাদী, আমার গুণ গায়ক, আমার পূজক, আমার ভক্ত, মৎপরায়ণ। এই বলিয়া পৃথিবীকে আশ্বস্তা করিয়া সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন, পৃথিবীও পুত্ররত্ন লাভে আনন্দিতা হইলেন। এইরূপে যে ভোজক ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি তাঁহারা নিক্ষুভার (পৃথিবীর) গর্ভজাত বলিয়া নৈক্ষুভ, আদিত্য হইতে জাত জন্য আদিত্য নামে অভিহিত। ইঁহারা সকল লোকেরই পূজনীয়।

মনুবংশীয় অন্য রাজগণের ভারতাগমন।

এইরূপে মনুর বংশীয় অন্যান্য রাজগণও ক্রমশঃ ভারতে আসিয়া নানাদেশে উপনিবিষ্ট হইলেন।

ইলঃ কিংপুরুষত্বে চ সুদ্যুম্ন ইতি চোচ্যতে।
পুনঃ পুত্রত্রয় মভূৎ সুদ্যুম্নস্যাপরাজিতম্।
উৎকলো বৈ গয়স্তদ্বদ্ধরিদশ্বশ্চ বীর্য্যবান্।
উৎকলস্যোৎকলা নাম গয়স্য তু গয়া মতা।
হারতাশ্বস্য দিক্ পূর্ব্বা বিশ্রুতা কুরুভিঃ সহ।
প্রতিষ্ঠানেঽভিষিচ্যাথ স পুরূরবসং সুতং।
জগামেলাবৃতং ভোক্তুং বর্ষং দিব্যফলাশনম্॥

(মৎস্যপুরাণ ১২ অধ্যায়।

ইলাবৃত বর্ষের রাজা বৈবস্বত মনুর প্রথম পুত্র ইল, শিবের শাপে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া বুধের সহিত সঙ্গত ও কিংপুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সুদ্যুম্ন নাম হয়। সেই সময়ে তাঁহার প্রথমে পুরূরবা ও পরে অপর তিনটী পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম উৎকল, গয় হরিদশ্ব। ইল রাজা, পুরূরবাকে

প্রতিষ্ঠান পুরে (এলাহাবাদে) উৎকলকে উৎকলা নামক পুরে, গয়কে গয়া নামক পুরীতে, হরিদশ্বকে উত্তর কুরু বর্ষে অধিপতি করিয়া পুনর্ব্বার ইলাবৃত বর্ষে গমন করেন। রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে, ইল রাজা তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শশবিন্দুকে দিব্যদেশের বাহ্লীকদেশে নিজের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং প্রতিষ্ঠানপুরে রাজ্যস্থাপন করেন, পরে অপর পুত্র পুরূরবাকে প্রতিষ্ঠানপুরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

রাজা তু বাহ্লি মুৎসৃজ্য মধ্যদেশে হ্যনুত্তমং।
নিবেশয়ামাস পুরং প্রতিষ্ঠানং যশস্করম্।
শশবিন্দুশ্চ রাজাসীৎ বাহ্লিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
প্রতিষ্ঠানে ইলো রাজা প্রজাপতিসুতো বলী।
স কালে প্রাপ্তবান্ লোকমিলো ব্রাহ্মমনুত্তমং।
ঐলঃ পুরূরবা রাজা প্রতিষ্ঠান মবাপ্তবান্।

(রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১০৩ সর্গ)

পূর্ব্ব মন্বন্তরে ইলরাজার পুত্র পুরূরবা মদ্রদেশপতি ছিলেন। বর্ত্তমান মন্বন্তরে প্রতিষ্ঠানপুরে আগমন করেন:

পুরূরবা ইতি খ্যাতো মদ্রদেশাধিপো হি সঃ।...
সতু মদ্রপতী রাজা যস্ত নাম্না পুরূরবাঃ।

(মৎস্যপুরাণ ১১৫ অধ্যায়।)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দ্যৌর্ন পিতা মাতা পৃথিবী। দিব্য দেশ পুরুষ ও পৃথিবী স্ত্রী। ইল রাজার দিব্যদেশ ও পৃথিবী দুইদেশেই রাজত্ব ছিল, ইহাই তাহার পুংত্ব ও স্ত্রীত্বের রূপকবর্ণনা বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে দিব্যদেশ হইতে মনুর সন্তান দিব্যমানুষগণ ও তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের পুরোহিত দিব্য ব্রাহ্মণগণ এদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে দিব্য মানুষগণও যেমন দিব্যত্ব হারাইয়া কেবল মানুষ নামেই

পরিচিত হইতেছেন, সেইরূপ দিব্যব্রাহ্মণগণও দিব্যত্ব হারাইয়া ক্রমশঃ ভৌম ব্রাহ্মণ নামেই অভিহিত হইতেছেন। এই জন্য আমরা সূর্য্যের প্রীতির জন্য দুইপ্রকার সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণেরই পূজ্যত্ব দেখিতে পাই।

প্রীণয়িত্বা জনং সর্ব্বং দক্ষিণা ভোজনাদিনা।
প্রপূজ্য ব্রাহ্মণান্ দিব্যান্ ভৌমাংশ্চাপি সবাচকান্।
ব্রাহ্মণান ভোজয়িত্বা তু দিব্যান্ ভৌমাংশ্চ বাচকান্।
রথ মারোপয়েদ্ দেবং সপ্তম্যাং ভূতভাবনং।
নিক্ষুভা দক্ষিণে পার্শ্বে রাজ্ঞী বাপ্যুত্তরে তথা।
দ্বারে চ ব্রাহ্মণৌ তস্মিন্ দিব্যো ভৌমশ্চ পার্শ্বয়োঃ।

(রথযাত্রাপ্রকরণে হেমাদ্রিধৃত ভবিষ্যপুরাণ)

সহিরণ্যন্তু দাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যো হিতেপ্সুনা।
ভৌমে দিব্যেঽথবা দেয়ং নাসেদাপূরণং রবেঃ।

আদিত্য বারে নন্দাদিবিধি প্রকরণে হেমাদ্রিঃ।

শ্রদ্ধয়া ভোজয়েদ্ বাপি ব্রাহ্মণান্ ভক্তিতো নৃপ।
দিব্যান্ ভৌমাংশ্চ বিধিবদ্ ভাস্করপ্রীতয়ে পুমান্।

ইতিকল্পতরু হেমাদ্র্যোঃ।

ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ দিব্যান্ ভৌমাং শ্চাপি সদক্ষিণান্।

(ভবিষ্যপুরাণ ব্রহ্মপর্ব্ব ১০৭ অধ্যায়।)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মনুর সন্তানগণ বৈদিক মধ্য দেশে বাস করিতেন। অঙ্গিরার বংশোদ্ভব ব্রহ্মর্ষি গার্গ্য এই মধ্যদেশের অন্তর্গত কেকয় রাজগণের পুরোহিত ছিলেন।

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য যুধাজিৎ কেকয়ো নৃপঃ।
স্বগুরুং প্রেষয়ামাস রাঘবায় মহাত্মনে।

গার্গ্য মঙ্গিরসঃ পুত্রং ব্রহ্মর্ষি মমিতপ্রভং।
শ্রুত্বা তু রাঘবো ধীমান্ মহর্ষিং গার্গ্য মাগতম্।
প্রত্যুদ্‌গম্য চ কাকুৎস্থঃ ক্রোশমাত্রং সহানুজঃ।
গার্গ্যং সংপূজয়ামাস যথা শক্রো বৃহস্পতিম্।
(রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড ১১৩ অধ্যায়।)

এই মধ্যদেশে সরস্বতী নদীতীরে তদ্বংশীয় মহর্ষি গর্গ বাস করিতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বহু ঋষি সেই স্থানে গমন করিতেন।

তত্র গর্গং মহাভাগ মৃষয়ঃ সুব্রতা নৃপ:
উপাসাঞ্চক্রিরে নিত্যং কালজ্ঞানং প্রতি প্রভো॥
(মহাভারত, শল্যপর্ব্ব, ৩৭শ অধ্যায়।)

গর্গবংশীয় ঋষিগণ এদেশে আসিয়া যদুবংশীয় রাজগণের কুলপুরোহিত হইয়া ছিলেন।

গর্গোঽহং যদুবংশস্য চিরকালং পুরোহিতঃ।
প্রস্থাপিতোঽহং বসুনা নান্যসাধ্যে চ কর্ম্মণি।
অস্যান্নপ্রাশনায়াহং নামাসুকরণায় চ।
গূঢ়েন প্রেষিত স্তেন তস্যোদ্‌যোগং কুরু ব্রজে।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, কৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ১৩ অধ্যায়।)

গর্গবংশীয় ঋষি, বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দালয়ে ব্রজে প্রেরিত হইয়া নন্দকে বলিলেন, বসুদেব গোপনে আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি যদুবংশের চিরকাল কুলপুরোহিত সুতরাং কৃষ্ণের অন্নপ্রাশনাদি কার্য্য আমারই সম্পাদনীয়। শীঘ্রই ইহার অন্নপ্রাশন ও নামকরণের উদ্‌যোগ করুন।

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ দৈবজ্ঞান্ জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
কারয়ামাস বিধিবৎ। ইত্যাদি।
(ভাগবত, ১০ স্কন্ধে কৃষ্ণজন্মে।)

শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ দ্বারকার সন্নিহিত স্থানে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ নামেই অভিহিত হইতেন।

শরদ্বীপে চ বেদাগ্নিঃ শাকদ্বীপে চ সাধ্যকঃ।
মধ্যেচ ব্রহ্মচারী দৈবজ্ঞো দ্বারকাপুরে।
দ্রাবিড়ে মৈথিলে চৈব গ্রহবিপ্রেতি সংজ্ঞকঃ।
অঙ্গদেশে ধর্ম্মবক্তা পাঞ্চালে শাস্ত্রিসংজ্ঞকঃ।
সারস্বতে শুভমুখো গান্ধারে চিত্রপণ্ডিতঃ।
তীরহোত্রে তিথিবিপ্রো নাটকে বেদপাঠকঃ।
রুদ্রালে জ্যোতিষিবিপ্রো ব্রহ্মলে বিধিকারকঃ।
বভ্রাটে যোগবেত্তাচ নেপালে দেবপূজকঃ।
রাঢ়দেশে উপাধ্যায়ো গয়ায়াং তন্ত্রধারকঃ।
কলিঙ্গে জ্ঞানবিপ্রঃ স্যাদাচার্য্যো গৌড়দেশকে।

(ব্রহ্মযামল।)

শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ, শরদ্বীপে বেদাগ্নি, শাকদ্বীপে সাধ্য, মধ্যদেশে ব্রহ্মচারী দ্বারকায় দৈবজ্ঞ, দ্রাবিড় ও মৈথিলে গ্রহবিপ্র, অঙ্গদেশে ধর্ম্ম-বক্তা, পাঞ্চালে শাস্ত্রী সারস্বতে শুভমুখ, গান্ধারে চিত্রপণ্ডিত, তীর-হোত্রে তিথিবিপ্র, নাটকে বেদপাঠক, রুদ্রালে জ্যোতিষী, ব্রহ্মলে বিধি-কারক, বভ্রাটে যোগবেত্তা, নেপালে দেবপূজক, রাঢ়দেশে উপাধ্যায়, গয়ায় তন্ত্রধারক, কলিঙ্গে জ্ঞানবিপ্র, গৌড়দেশে সাধারণতঃ আচার্য্য নামে অভিহিত।

এইরূপে দিব্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রগণ এদেশে আসিলে এদেশেও চাতুর্বর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দিব্যদেশের সহিত তখন সামাজিক বন্ধন, যাতায়াত ও বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। ভারতে উপনিবিষ্ট মনুষ্যগণ অপেক্ষা দেবগণ বিদ্বান বুদ্ধিমান্ ও শক্তিশালী ছিলেন এজন্য

ভারতীয় ঋষি ও রাজগণ শাস্ত্র এবং অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষার জন্য দিব্য দেশে গমন করিতেন।

মানুষস্য শরীরস্য সন্নিবেশস্তু যাদৃশঃ।
তল্লক্ষণন্তু দেবানাং দৃশ্যতে তত্ত্বদর্শনাৎ।
বুদ্ধ্যাতিশয় যুক্তঞ্চ দেবানাং কায় মুচ্যতে।
দেবানতিশয়ঞ্চৈব মানুষং কায় মুচ্যতে।
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৬৪ অধ্যায়।)

বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ। (শতপথব্রাহ্মণ।)

এই বিদ্বান্ দেবগণের নিকট ভারতের অনেক মানব শিক্ষালাভ করিতেন। সগর রাজা দিব্যদেশের ভৃগুবংশীয় কোন ঋষির নিকট আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে (ভারতে) আগমন করত তালজঙ্ঘ ও হৈহয়রাজগণের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন।

আগ্নেয়মস্ত্রং লব্ধ্বা তু ভার্গবাৎ সগরনৃপঃ।
জঘান পৃথিবীং গত্বা তালজঙ্ঘান্ সহৈহয়ান্॥ (রামায়ণ।)

ভারত হইতে স্বর্গে যাইবার দেবযান পথ ছিল। এই সকল পথে ভারতীয়গণ দিব্যদেশে যাতায়াত করিতেন।

যে পন্থানো বহবো দেবযানা অন্তরা দ্যাবা পৃথিবী সঞ্চরন্তি।
তে মা জুষন্তাং পয়সা ঘৃতেন যথা ক্রীত্বা ধন মাহরাণি॥
ইন্দ্র মহং বণিজং চোদয়ামি সন ঐতুপুর এতানো অস্তু।
নুদন্নরাতিং পরিপন্থিনং মৃগং স ঈশানো ধনদা অস্তু মহ্যম্।
(অথর্ব্ববেদ।)

চত্বারঃ পথয়ো দেবযানা অন্তরা দ্যাবা পৃথিবী বিয়ন্তি।
(কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ।)

দেবযানপথে অগ্নিলোকাদি অতিক্রম করিয়া ভারতীয় ঋষিগণ ব্রহ্মলোকে উপনীত হইতেন।

কৌষীতকী উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে—

স এতং দেবযানং পন্থান মাপদ্য অগ্নিলোকং আগচ্ছতি। স বায়ু-লোকং স আদিত্য লোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতি-লোকং স ব্রহ্মলোকং তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য আরো হ্রদো-মুহূর্তো যেষ্টিহা বিজরা নদী ইল্যো বৃক্ষঃ সালজ্যং সংস্থানং অপরাজিত-মায়তনং ইন্দ্র প্রজাপতী দ্বারগোপে॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণানয়ন।

ভবিষ্যপুরাণ ও শাম্বপুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে, জাম্ববতীর গর্ভজাত ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শাম্ব, অতিরূপবান্ ছিলেন। এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ মদ্যপান বিভোর হইয়া রৈবতশিখরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। এই সময় শাম্ব, তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার অনুপম রূপলাবণ্য দর্শনে রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী ব্যতীত আর সকল রমণীরই চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া রমণীগণকে বলিলেন, পুত্র স্থানীয়ের মুখ দেখিয়া তোমরা লোভসম্বরণ করিতে পারিলে না, এই পাপে তোমরা দস্যুহস্তে পতিত হইবে। আর শাম্বকে বলিলেন, তোমার রূপ দেখিয়া মাতৃগণের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে এজন্য তুমি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইবে।

শাম্ব, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়া মহর্ষি নারদের পরামর্শে মিত্রনামক সূর্য্যের তপস্যায় নিরত হন। মিত্র দেব প্রসন্ন হইলে শাম্ব, কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইলে চন্দ্রভাগা নদী তীরস্থ তাঁহার উপাসনার স্থানকে "মিত্র-বন" নামে অভিহিত করিয়া তথায় "মিত্র" নামক সূর্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার পৌরহিত্যের জন্য সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ পাইবার আশায় পুনর্ব্বার সূর্য্যের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সূর্য্যদেব তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া

তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, শাকদ্বীপে আমার অংশসম্ভূত মগ ব্রাহ্মণগণ আছে; তাঁহাদিগকে আমার পূজার জন্য এই স্থানে আনয়ন কর।

ভগবান্ দিবাকরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাম্ব, সূর্য্যের দর্শন লাভাদি সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবান্ কৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করিলেন, এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে গরুড়ে আরোহণ করিয়া শাক দ্বীপে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, বহুসংখ্যক তেজঃপুঞ্জকলেবর মগব্রাহ্মণ বিবিধ উপহারে সূর্য্যপূজায় নিরত রহিয়াছেন। শাম্ব, তাঁহাদিগকে নমস্কার, প্রদাক্ষণ, অনাময়প্রশ্ন, স্তবাদি করিয়া কহিলেন, আমি শাম্ব, আমার পিতার নাম বিষ্ণু। আমি চন্দ্রভাগা নদীতটে ভগবান্ সূর্য্যের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছি। সূর্য্যদেবই আপনাদিগকে লইবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ভগবানের পূজানির্ব্বাহ জন্য আপনারা সেই স্থানে আগমন করুন। শাম্বের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, কিছুকাল পূর্ব্বে স্বয়ং দিবাকর, আমাদিগকে এই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই স্থানে আমাদের অষ্টাদশ কুল আছে। আমরা সকলেই তোমার সহিত গমন করিব।

অনন্তর শাম্ব তাঁহাদিগকে গরুড়ে আরোহণ করাইয়া অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে ভগবান্ সূর্য্য, শাম্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, এই সকল শান্ত চিত্ত, মানবগণের শান্তিকারক, মগ ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি আমার পূজা সম্পাদন করিবে। আমার পূজায় তোমাকে আর চিন্তিত হইতে হইবে না।

আরুহ্য গরুড়ং শাম্বঃ শীঘ্রং গত্বা বিচারয়ন্।
তর্থেতি গৃহ্য ভামাক্তাং রবেজাম্ববতীসুতঃ।
পুনর্দ্বারবতীং গত্বা কান্ত্যাতীবসমন্বিতঃ।
আখ্যাতবান্ পিতুঃ সর্ব্বং স্বকীয়ং দেবদর্শনম্।

তস্মাচ্চ গরুড়ং লব্ধ্বা যযৌ সাম্বোঽভিরুহ্য তম্ ।
শাকদ্বীপমনুপ্রাপ্য সংপ্রহৃষ্ট তনূরুহঃ ।
তত্রাপশ্যন্ময়োদ্দিষ্টান্ সাম্বস্তেজস্বিনো মগান ।
বিবস্বন্তং পূজয়ন্তো ধূপদীপাদিভিঃ শুভৈঃ
সোঽভিবাদ্য চ তান্ পূর্ব্বং কৃত্বাপ্যেষাং প্রদক্ষিণাং ।
পৃষ্ট্বা চানাময়ং তেষাং প্রশংসাসামপূর্ব্বকম্ ।
স্বয়ং হি পুণ্যকর্ম্মাণো দ্রষ্টব্যার্থং শুভার্থিনা ।
যে রতার্কস্য পূজায়াং যেষাং চৈব বরপ্রদাঃ ।
তনয়ং বিদ্ধি মাং বিষ্ণোঃ সাম্বং নাম্না চ বিশ্রুতম্ ।
চন্দ্রভাগাতটে চাপি ময়া সূর্য্যো নিবেশিতঃ ।
তেনাহং প্রেষিতশ্চাত্র উত্তিষ্ঠধ্বং ব্রজামহে ।
তে তমূচুস্ততঃ সাম্ব মেব মেতন্ন সংশয়ঃ ।
অস্মাকমপি দেবেন ব্যাখ্যাতং পূর্ব্বমেব হি ।
অষ্টাদশকুলানীহ মগানাং বেদবাদিনাম্ ।
যাস্যন্তি যে ত্বয়া সার্দ্ধং যথা দেবেন ভাষিতম্ ।
ততস্তানি দশাষ্টৌ চ কুলানীহ সমন্ততঃ ।
আরোপ্য গরুড়ং সাম্ব স্তুবিতঃ পুনরভাগাৎ ।
সোঽল্পেনৈব তু কালেন প্রাপ্তো মিত্রবনং ততঃ ।
কৃত্বাজ্ঞাং তু রবেঃ সাম্বঃ কৃৎস্নং ত্বেবং ন্যবেদয়ৎ ।
রবিঃ শোভনমিত্যুক্ত্বা প্রসন্নঃ সাম্বমব্রবীৎ ।
মম পূজাকরা হ্যেতে প্রজানাং শান্তিকারকাঃ ।
মম পূজাং করিষ্যন্তি বিধানোক্তাং যদুত্তম ।
তৎ কৃতে ন পুনশ্চিন্তা তব কাচিদ্ ভবিষ্যতি ।

(ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব্ব, ১৩৯ অঃ)

শাম্ব, এইরূপে শাকদ্বীপ হইতে মগব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া চন্দ্রভাগা নদীতীরে একটী মনোরম পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পুরী সাম্বপুর নামে খ্যাত হয়। তিনি এই পুরীতে সূর্য্য মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজানির্ব্বাহার্থে বিবিধ ধনরত্নাদি রক্ষা এবং শাকদ্বীপি ভোজক ব্রাহ্মণদিগকে তৎসমস্তের অধিকারী করিলেন। সদাচারনিরত মগব্রাহ্মণগণকে বেদবিহিতনিয়মে সূর্য্যদেবের পূজায় নিযুক্ত দেখিয়া সাম্ব, পুনর্ব্বার সূর্য্যের বর গ্রহণ ও আদিদেব, সুরজ্যেষ্ঠ, আদিত্যকে ও মগব্রাহ্মণগণকে প্রণিপাত করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন।

এবং স আনয়িত্বা তু মগান সাম্বো মহীপতে।
স মহাত্মা পুনঃ সাম্বশ্চন্দ্র ভাগাসরিত্তটে।
পুরং নিবেশয়ামাস স্থাপয়িত্বা দিবাকরং।
কৃত্বা ধনং রত্নঞ্চ ভোজকানাং সমর্পয়ৎ।
তৎপুরং সবিতুঃ পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং।
সাম্বেন কারিতং যস্মাৎ তস্মাৎ সাম্বপুরং স্মৃতং।
তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো দেবঃ পুরমধ্যে দিবাকরঃ।
সৎকৃত্য স্থাপিতাঃ সর্ব্বে আত্মনামাঙ্কিতে পুরে।
মগানাস্তু সদাচারং দৃষ্টাচারকুলোচিতঃ।
দেবশুশ্রূষণং গীতং বেদপ্রোক্তেন কর্ম্মণা।
কৃত কৃত্যস্তদা সাম্বো বরং লব্ধা পুনর্যুবা।
আদিদেবং সুরজ্যেষ্ঠমাদিত্যং প্রণিপত্য স।
অনন্তরং মগান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ।
প্রাপ্তবান্ নির্ম্মলঃ সাম্বঃ পুরীং দ্বারবতীং তদা।

(ভবিষ্য ব্রাহ্মে ১৪০ অধ্যায়।)

শাম্বপুরাণে এই স্থান আদ্য স্থান ও মিত্রবন নামে বর্ণিত হইয়াছে।

বশিষ্ঠ উবাচ।

আদ্যং স্থানমিদং ভানোঃ পশ্চাৎ শাম্বেন নির্ম্মিতং।
বিস্তরেণাস্য চাস্তত্বং কথ্যমানং নিবোধ মে।
অনাদ্যো লোকনাথোঽসা বংশুমালী জগৎপ্রভুঃ।
মিত্রত্বেঽবস্থিতো দেব স্তপস্তেপে নরাধিপঃ।
অনাদিনিধনো ব্রহ্মা নিত্যশ্চাক্ষর এব চ।
সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ সর্ব্বান্ সৃষ্ট্বা চ ।ববিধাঃ প্রজাঃ।
ততঃ স চ সহস্রাংশু রব্যক্তপুরুষঃ স্বয়ম্।
কৃত্বা দ্বাদশধাত্মান মদিত্যা মুপপদ্যত।
ইন্দ্রো ধাতাথ পর্জ্জন্যঃ পূষা ত্বষ্টাযমা ভগঃ।
বিবস্বান্ বিষ্ণু রংশুশ্চ বরুণো মিত্র এবচ।
আভি দ্বাদশভি স্তেন সূর্য্যেণ পরমাত্মনা।
সর্ব্বং জগদিদং ব্যাপ্তং মূর্ত্তিভিস্তু নরাধিপ।
তস্য যা প্রথমা মূর্ত্তি রাদিত্যস্যেন্দ্রসংজ্ঞিতা।
স্থিতা সা দেবরাজত্বে দেবানা মনুশাসনে।
দ্বিতীয়ার্কস্য যা মূর্ত্তি র্নাম্না ধাতেতি কীর্ত্তিতা।
স্থিতা প্রজাপতিত্বে সা বিবিধাঃ সৃজতি প্রজাঃ।
তৃতীয়ার্কস্য যা মূর্ত্তিঃ পর্জ্জন্য ইতি বিশ্রুতা।
মেঘে ব্যবস্থিতা সাতু বর্ষতে চ গভস্তিভিঃ।
চতুর্থী তস্য যা মূর্ত্তি র্নাম্না পূষেতি বিশ্রুতা।
অন্নে ব্যবস্থিতা সাতু প্রজাঃ পুষ্ণাতি নিত্যশঃ।
পঞ্চমী তস্য যা মূর্ত্তি র্নাম্না ত্বষ্টেতি বিশ্রুতা।
স্থিতা বনস্পতৌ সাতু ঔষধীষু চ সর্ব্বশঃ।
মূর্ত্তিঃ ষষ্ঠী রবে র্যাতু অর্য্যমা ইতি বিশ্রুতা।

বায়োঃ সঞ্চরণার্থা সা দেহেষ্বেব সমাশ্রিতা।
ভানো র্যা সপ্তমী মূর্ত্তি র্নাম্না ভগ ইতি শ্রুতা।
ভূমৌ ব্যবস্থিতা সাতু শরীরেষু চ দেহিনাম্।
মূর্ত্তি র্যা চাষ্টমী চাস্য বিবস্বানিতি বিশ্রুতা।
অগ্নৌ ব্যবস্থিতা সাতু পচত্যন্নং শরীরিণাম্।
নবমী চিত্রভানো র্যা মূর্ত্তি র্বিষ্ণুশ্চ নামতঃ।
প্রাদুর্ভবতি সা নিত্যং দেবানা মরিসূদনী।
দশমী তস্য যা মূর্ত্তি রংশুমানিতি বিশ্রুতা।
বায়ৌ প্রতিষ্ঠিতা সাতু প্রহ্লাদয়তি বৈ প্রজাঃ।
মূর্ত্তি রেকাদশী যাতু ভানো র্বরুণ সংজ্ঞিতা।
সা জীবয়তি বৈ কৃৎস্নং জগদপ্সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
অপাং স্থানং সমুদ্রস্থ বরুণে সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
তস্মাদ্বৈ প্রোচ্যতে নাম্না সাগরো বরুণালয়ঃ।
মূর্ত্তি র্যা দ্বাদশী ভানো র্নামতো মিত্রসংজ্ঞিতা।
লোকানাং সা হিতার্থায় স্থিতা চন্দ্রসরিত্তটে।
বায়ুভক্ষ স্তপস্তেপে স্থিতো মৈত্রেণ চক্ষুষা।
অনুগৃহ্নন্ সদা ভক্তান্ বরৈ র্নানাবিধৈস্তু সঃ।
এবমাদ্য মিদং স্থানং পশ্চাৎ সাম্বেন নির্ম্মিতং।
তত্র মিত্রঃ স্থিতো যস্মাৎ তস্মান্ মিত্রবনং স্মৃতম্।

(শাম্বপুরাণ ৪ অধ্যায়)

বশিষ্ঠ বলিলেন এই মিত্র বনই সূর্য্যের আদ্যস্থান, পশ্চাৎ শাম্ব এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহার আদ্যত্বের কারণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

আদি লোকনাথ, জগৎ প্রভু, অংশুমান্, মিত্র নামে অভিহিত সূর্য্য-

দেব, এই স্থানে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। নিত্য, অক্ষর, অব্যক্ত, পুরুষ ব্রহ্মা নামে অভিহিত সহস্রাংশু প্রজাপতি, প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং দ্বাদশ ভাগে নিজকে বিভাগ করতঃ অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র, ধাতা, পর্জ্জন্য, পূষা, ত্বষ্টা, অর্য্যমা, ভগ, বিবস্বান, বিষ্ণু, অংশু, বরুণ, মিত্র, এই দ্বাদশ ভাগে পরমাত্মা সূর্য্য দেব বিভক্ত হইয়া মূর্ত্তি দ্বারা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। সেই আদিত্যের প্রথম মূর্ত্তির নাম ইন্দ্র, তিনি দেবগণের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তির নাম ধাতা, ইনি প্রজাপতির কার্য্যে ও বিবিধ প্রজা সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত। তৃতীয় মূর্ত্তি পর্জ্জন্য, জলবর্ষণ কার্য্যে মেঘে অবস্থিত। চতুর্থ মূর্ত্তি পূষা, প্রজাপোষণার্থ অন্নে অবস্থিত। ত্বষ্টা নামক পঞ্চম মূর্ত্তি, বনস্পতি ও ঔষধীতে বিদ্যমান। অর্য্যমা নামক ষষ্ঠ মূর্ত্তি, বায়ু সঞ্চরণার্থ দেহে অবস্থিত। সপ্তম ভগ নামক মূর্ত্তি, ভূমি ও প্রাণিগণের দেহে সংস্থিত। অষ্টম বিবস্বান্ নামক মূর্ত্তি, অগ্নিতে অবস্থিত হইয়া প্রাণিগণের অন্ন পরিপাক করেন। নবম বিষ্ণু নামক মূর্ত্তি, দেবগণের শত্রুদিগের বিনাশের জন্য প্রাদুর্ভূত হন। দশম অংশুমান্ নামক মূর্ত্তি, বায়ুতে থাকিয়া প্রাণিগণকে আহ্লাদিত করেন। একাদশ বরুণ নামক মূর্ত্তি, জলে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাণিগণকে জীবিত রাখেন। সমুদ্র জলের স্থান, বরুণ জলে অবস্থিত এজন্য সমুদ্রকে বরুণের আলয় বলা হয়। দ্বাদশ মিত্রনামক মূর্ত্তি, চন্দ্রভাগা নদীর তীরে অবস্থিত। এই মিত্রনামক সূর্য্য নানাবিধ বর দ্বারা ভক্তগণকে অনুগৃহীত করিয়া লোকহিতার্থ বায়ুভক্ষণকরতঃ তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। এই আদ্য স্থানেই শাম্ব কর্ত্তৃক নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থান মিত্র দেবের নামানুসারে মিত্রবন নামে অভিহিত।

ভবিষ্যপুরাণ মতেও এইস্থান আদ্যস্থান, মিত্রবন ও মিত্রপদ নামে খ্যাত।

এবমাদ্য মিদং স্থানং পুণ্যং মিত্রবনং স্মৃতম্।

তত্র মিত্রঃ স্থিতো যস্মাৎ তস্মাৎ মিত্রপদং স্মৃতম্।

ভবিষ্যপুরাণ ৭৪ অধ্যায়।

পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত চন্দ্রভাগা নদীতীরস্থ এই আদি স্থান বা মূল স্থান বা শাম্বপুরই শাম্ব কর্তৃক আনীত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ গণের আদি উপনিবেশ। এই স্থান সম্প্রতি মূলতান নামে খ্যাত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং "মূল শাম্বপুর" (মু-লো-সন্-ফ-লো) নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন*। তিনি এই স্থানের স্বর্ণময়ী সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবু রিহান্ এই স্থানে কাষ্ঠময়ী সূর্য্যমূর্ত্তির ও এই স্থানের "আদ্য স্থান" নাম উল্লেখ করিয়াছেন।†

আরবভৌগোলিকগণও "সুবর্ণমন্দির" নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।‡ (খৃ পূর্ব্ব ৩ শতাব্দে) মাকিদনবীর আলেকসান্দার যে সময়ে পঞ্জাবে আগমন করেন, সে সময়ে তিনি এই স্থানে হর (Hercules) এবং মগেশ (Bachus) বা সূর্য্য মূর্ত্তির পূজা দেখিয়া ছিলেন। ষ্ট্রাবো মেগস্থিনিশের কথা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতের নিম্ন ভাগের লোকেরা হর এবং উচ্চ ভূভাগের লোকেরা মগেশের পূজা করিত।¶

* Journal Asiatigue Paris 1887 tome X. p. 70.

† Albarunis India translated by E Sachaw, Vol. I. p. 121.

‡ Cuninghams Ancient Geography of India p. 233.

¶ Cuninghams Archaeological Suivey Reports, Vol. III.

সূর্য্য পূজায় সর্ব্বত্রই শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণই নিযুক্ত হইতেন। বরাহ মিহির লিখিয়াছেন—

বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ সভস্মদ্বিজান্
মাতৄনামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্ বিদু ব্র্হ্মণঃ।
শাক্যান্ সর্ব্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদু-
র্যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধিনা তৈস্তস্য কার্য্যা ক্রিয়াঃ॥

(বৃহৎসংহিতা ৬০।১৯)

বিষ্ণুর ভাগবত (বৈষ্ণব) গণ, সূর্য্যের মগব্রাহ্মণগণ, শিবের ভস্মধারি-দ্বিজগণ, মাতৃকাগণের জ্যোতির্ব্বিদগণ, ব্রহ্মার বিপ্রগণ, সর্ব্বহিত শান্তমন বুদ্ধের শাক্যগণ, জিনদেবতার নগ্নগণ, পূজক। যে, যে দেবতার উপাসক তাঁহাকেই যথাবিধি সেই পূজায় নিযুক্ত করিবে

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ অগ্নি, সূর্য্য, ব্রহ্মা, ও শিবের প্রধানতঃ উপাসনা করিতেন। গৃহস্থগণের সকল দেবতাই উপাস্য।

বিপ্রাণামগ্নিরাদিত্যো ব্রহ্মা চৈব পিণাকধৃক্।
গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বে স্যুঃ ব্রহ্মা বৈ ব্রহ্মচারিণাম্।

(কূর্ম্মপুরাণ।)

গৃহস্থগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজায় ভিন্ন ভিন্ন উপাসকদিগকে নিযুক্ত করিতেন। ইহাতে কোন হিংসাদ্বেষ ছিল না, সমাজে শৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। ইদানীং লোভী গুরুদেব বলেন "মামেকং শরণং ব্রজ" আমি সকল দেবতার পূজা করিব। শাক্ত, বৈষ্ণব বা শৈব যে কোন দেবমন্ত্রে দীক্ষিত পুরোহিত বলেন, আমি সকল পূজায় অধিকারী। এই রূপ পরস্পর হিংসা দ্বেষে দেশ ও সমাজ উৎসন্ন গিয়াছে। গৃহস্থগণও শাস্ত্রাধ্যয়ন না করায় প্রকৃত অধিকারী নির্ণয় করিতে না পারিয়া পাপ ভাগী ও দুঃখভোগী হইতেছেন।

শ্রাদ্ধাদিতে শাকদ্বীপিব্রাহ্মণ ভোজনের ফল।

মগানাং ভোজনং ভক্ত্যা শক্ত্যা দানং প্রকল্পয়েৎ।
দশ পূর্ব্বান্ দশ পরান্ আত্মনা সহ ভারত!
সমাদায় ব্রজেৎ স্থানং রবে রমিত-তেজসঃ॥

(ভবিষ্য পুরাণে।)

ভক্তির সহিত মগব্রাহ্মণ দিগকে ভোজন করাইলে ও যথাশক্তি দান করিলে ঊর্দ্ধতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষের সহিত সূর্য্যালোকে গমন করে।

দেবপর্ব্বোৎসবে শ্রাদ্ধে পুণ্যেষু দিবসেষু চ।
ভানুং সংপূজ্য বিধিবৎ ভোজকান্ ভোজয়েৎ ততঃ॥

দেবপর্ব্বে, শ্রাদ্ধে, অক্ষয়া তৃতীয়াদি প্রভৃতি পুণ্য দিনে সূর্য্যের পূজা করিয়া ভোজক ব্রাহ্মণ দিগকে ভোজন করাইবে।

পিতরঃ সর্ব্বদেবাশ্চ সূর্য্যমাশ্রিত্য সংস্থিতাঃ।
প্রীতে সূর্য্যে তু তে সর্ব্বে প্রীতাঃ স্যু র্নাত্র সংশয়ঃ।
যদা চ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ প্রসক্তং রবিপূজনে।
ভোজয়েদ্ ভোজকং ভক্ত্যা শ্রাদ্ধেষু বিধিবন্নৃপ!
ভোজকস্য মহারাজ দিবসেনাপি যৎ ফলং।
নতচ্ছক্যমিদং তেন প্রাপ্তুং বর্ষশতৈরপি।

পিতৃগণ ও দেবগণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এজন্য সূর্য্য প্রীত হইলে সকলেই প্রীত হন।

সূর্য্য পূজক ভোজকব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধদিবসে শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করাইলে এক দিবসে যত পুণ্য হয়, অন্য প্রকারে শতবর্ষে ও তাহা লাভ হয় না।

সূর্য্যভক্তং দ্বিজং ভক্ত্যা যঃ শ্রাদ্ধেষু চ ভোজয়েৎ।
কুলসপ্তক মুদ্ধৃত্য সূর্য্যলোকে মহীয়তে ॥

সূর্য্যভক্ত ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে সপ্তকুল সহ সূর্য্যলোকে গমন হয়।

যোগজ্ঞা যোগনিষ্ঠাশ্চ পিতরো যোগসম্ভবাঃ।
ভোজিতে ভোজকে সর্ব্বে প্রীতাঃ স্যুস্তে ন সংশয়ঃ ॥

পিতৃগণ, যোগজ্ঞ, যোগনিষ্ঠ ও যোগসম্ভব। ভোজক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলে তাঁহারা প্রীত হন।

সর্ব্বজ্ঞানতপোদানৈঃ কৃতৈ র্দত্তৈশ্চ যৎ ফলং
তৎ ফলং লভতে সর্ব্বং বিধিবদ্ ভোজ্য ভোজকম্ ॥
ভোজ্য ইতি ছান্দসঃ ভোজয়িত্বা ইত্যর্থঃ।
যজ্ঞোপবাসদানানি তপস্তীর্থফলানি চ।
সম্পূর্ণং লভতে ভক্ত্যা ভোজয়িত্বাতু ভোজকান্ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন সূর্য্যভক্তন্তু ভোজয়েৎ।
সূর্য্যভক্তেন যদ্ভুক্তং ভানুনামাশ্রয়ং নৃপ ॥
ন বেদ বিদুষাং কোট্যা লভতে চেহ যৎ ফলং।
তৎ ফলং লভতে রাজন্ ভোজং ভোজ্য বিধানতঃ ॥
ভোজং প্রকরণবশাৎ ভোজকমিত্যর্থঃ।
তস্মাৎ শ্রাদ্ধে বিশেষেণ পুণ্যেষু দিবসেষু চ।
সূর্য্যমুদ্দিশ্য বিপ্রেন্দ্রং ভোজকং ভোজয়েন্নৃপ ॥
অসংযতঃ সংযতোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যশ্চাসৌ রবিভক্তঃ স্যাৎ সূর্য্যবৎ পূজ্য এব হি ॥
সংসর্গাদ্বাপি বা লোভাদ্ ভোজকং যস্তু ভোজয়েৎ।
সোঽপি যাং গতি মাপ্নোতি ন তাং যজ্ঞশতৈরপি ॥

তস্মান্মান্যশ্চ পূজ্যশ্চ রক্ষণীয়শ্চ সর্ব্বদা।
ভোজকঃ কুরুশার্দ্দূল সৌরেণ গতি মিচ্ছতা॥
নামমাত্র প্রযত্নোঽপি যদি স্যাদ্ ভোজকে রবেঃ;
সূর্য্যবৎ সহি দ্রষ্টব্যঃ পূজনীয়শ্চ ভারত॥
তৎসূর্য্যো ভোজকঃ সোঽত্র ভোজকঃ সূর্য্য এব হি।
তেন ভোজকবিপ্রেষু দান মক্ষয্য মিত্যপি॥
যস্য ভুঞ্জন্তি বৈ গেহে ভোজকা যদুনন্দন।
তস্য ভুংক্তে স্বয়ং ভানুঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু স্তথা শিবঃ॥
যথেহ সর্ব্বসত্ত্বানাং প্রধানত্বে স্থিতো রবিঃ;
তথেহ সর্ব্বভূতানাং ভোজকঃ পূজ্য উচ্যতে॥
তীর্থানাস্তু কুরুক্ষেত্রং সরসাং সাগরো যথা।
তথা পূজ্যতমো জ্ঞেয়ঃ পূজ্যানাং ভোজকো বিভো॥

উপরি উক্ত বচন গুলির অর্থ সহজ বোধ্য, এজন্য প্রত্যেক শ্লোকের অর্থ পৃথক্ ভাবে দেওয়া হইল না। শ্রাদ্ধ, দুর্গোৎসবাদি দেবপর্ব্বোৎসবে, সংক্রান্ত অক্ষয়া যুগাদ্যা প্রভৃতি পুণ্য দিবসে, শাকদ্বীপিব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলে পিতৃলোক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ সন্তুষ্ট হন। তাহার অক্ষয় পুণ্যলাভ ও অন্তে স্বর্গে বাস হয়। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ সূর্য্য স্বরূপ। তীর্থের মধ্যে যেমন কুরুক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ, সরোবরের মধ্যে যেমন সাগর শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সকল ব্রাহ্মণমধ্যে শাকদ্বীপিব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, পূজ্য ও মাননীয়।

এতে মৎ পূজনে যোগ্যা প্রতিষ্ঠাসু চ সর্ব্বশঃ।
অধিপা ভোজকাঃ সর্ব্বে নান্যে বিপ্রাদয়ো নৃপ॥ (ভবিষ্যপুরাণ)

সূর্য্য বলিয়াছেন আমার পূজা ও প্রতিষ্ঠাদিকার্য্যে ভোজক ব্রাহ্মণগণই অধিকারী। অন্য ব্রাহ্মণ অধিকারী নহে।

ন যোগ্যঃ পরিচর্য্যায়াং জম্বু দ্বীপে মমানঘ।
মম পূজাকরান্ কৃত্বা শাকদ্বীপাদিহানয়॥ (শাম্ব পুরাণ)

সূর্য্যদেব সাম্বকে বলিয়াছেন, জম্বুদ্বীপে কেহই আমার পূজার অধিকারী নহে। আমার পূজার জন্য শাকদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন কর।

অত স্তৎসাধকেনৈব কর্ত্তব্যং গ্রহপূজনং।
অন্যথা গ্রহদোষেণ ন কদাচিৎ ফলং লভেৎ॥
(প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধিধৃত বাণীতন্ত্রে)

গ্রহ সাধক গ্রহবিপ্র দ্বারা গ্রহপূজা করান উচিত। অন্যথা গ্রহপূজায় ফল হয় না।

যথাধিকারী পুত্রস্তু পিতৃদ্রব্যস্য বৈ ভবেৎ।
তথা মদীয়বিত্তস্য ভোজকাঃ প্রভু নসংশয়ঃ॥
সর্ব্বমায়তনার্থন্তু গৃহক্ষেত্রাদিকং চ যৎ।
ধনধান্যাদিকং রাজন্ যন্মমায়তনে ভবেৎ।
তং সর্ব্বং ভোজকেভ্যস্তু দাতব্যং নাত্র সংশয়ঃ॥
ধনধান্যসুবর্ণাদি গৃহক্ষেত্রাদিকং চ যৎ।
যন্মদীয়ং ভবেৎ কিঞ্চিৎ গ্রামং বা নগরং ক্বচিৎ;
তস্য সর্ব্বস্য রাজেন্দ্র মদীয়স্য সমন্ততঃ।
অধিপা ভোজকাঃ সর্ব্বে নান্যে বিপ্রাদয়ো নৃপ॥
(ভবিষ্যে ১১৭ অধ্যায় ৭ কল্প)

অত্র নান্যে বিপ্রাদয় ইতি কথনেন পরেষা মনধিকারিতয়া দেবলত্ব-সম্ভাব্যতে ন মগানামিত্যর্থঃ। যথা নিষিদ্ধাতিরিক্তস্য প্রতিগ্রহে সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানা মধিকারিতা শাস্ত্রবোধিতা তথৈবৈষাং সূর্য্য-

প্রতিষ্ঠায়াং তদীয়স্বগ্রহণে চেতি বোধ্য মিতি দিব্যানন্দ-চন্দ্রোদয়-স্বব্যাখ্যা।

পুত্র যেরূপ পিতৃদ্রব্যে অধিকারী সেইরূপ ভোজকগণ আমার বিত্তে অধিকারী।

আমার মন্দিরার্থ গৃহ ক্ষেত্রাদি এবং আমার আয়তনস্থ ধনধান্যাদি ভোজকব্রাহ্মণগণকে দিবে। আমার উদ্দেশে প্রদত্ত ধন, ধান্য, স্বর্ণাদিধাতু, গৃহ, ক্ষেত্র, গ্রাম, নগর সকলদ্রব্যে ভোজকগণ অধিকারী। অন্য ব্রাহ্মণগণ অধিকারী নহে। অন্য ব্রাহ্মণগণ ইহা লইলে তাহারা দেবলত্ব দোষে পতিত হইবে। ভোজক ব্রাহ্মণগণের অধিকার জন্য ইহারা লইলে দেবলত্ব দোষ দুষ্ট হইবে না।

নাধিকারস্তু বিপ্রাণাং ভৌমানাং দেব পূজনে।
ভূত্বা ভরতশার্দ্দুল নাপিপত্তো বিশেষতঃ ॥
যস্তু পূজয়তে দেবীং ব্রাহ্মণো দ্রব্যলোভতঃ।
ভূত্বা কুরুকুলশ্রেষ্ঠ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥
দেবালয়েষু সর্ব্বেষু অগ্নিকার্য্যে চ সুব্রত।
যঃ কুর্য্যাদ্ দ্রব্যলোভেন অধোগতি মবাপ্নুয়াৎ ॥
দেবালয়েষ সর্ব্বেষু বর্জয়িত্বা শিবালয়ং।
দেবানাং পূজনে রাজন্ অগ্নিকার্য্যেষু বা বিভো।
অধিকারঃ স্মৃতো রাজন্ ভোজকানাং ন সংশয়ঃ ॥
পূজয়ন্ত স্তু তে দেবান্ প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিং।
নৈবেদ্যং ভুঞ্জতে যস্মাৎ ভোজয়ন্তি চ ভাস্করম্।
পূজয়ন্তি চ তে দেবান্ দিব্যত্বং তেন তে গতাঃ ॥
পূজয়িত্বা তু বৈ দেবান্ নৈবেদ্যং ভক্ষ্য চ প্রভো।
যান্তি তে পরমং স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ ॥

ভবিষ্যে ব্রাহ্মে ২১০ অধ্যায়।

দিবা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণ ভৌমব্রাহ্মণ। তাঁহাদের বেতন লইয়া দেবপূজায় অধিকার নাই।

যে ভৌমব্রাহ্মণ দ্রব্য লোভে বেতন লইয়া দেবীর পূজা করে সে নরকগামী হয়। যে কোন দেবতার আলয়ে বা হোমকার্য্যে, যে ভৌম-ব্রাহ্মণ, দ্রব্যলোভে নিযুক্ত হয়, সে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। শিবালয় ভিন্ন অন্য দেবালয়ে দেবতার পূজায় বা হোমকার্য্যে ভোজক ব্রাহ্মণ-গণেরই অধিকার।

ভোজক ব্রাহ্মণগণ দেবপূজা করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। দেব-নৈবেদ্য ভোজন করে, ভাস্করকে ভোজন করায় ও দেবগণের পূজা করে, এজন্য তাহারা দিব্য ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত।

হে রাজন্! দেবগণের পূজা করিয়া, দেবনৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া দিব্য ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যলোকে পরম স্থান প্রাপ্ত হয়।

নাধিকারোঽস্তি বিপ্রাণাং ভৌমানাং দেবপূজনে।
ভৃত্যা ভরতশার্দ্দুল নাধিপনো বিশেষতঃ॥
(কল্পতরু হেমাদ্র্যোঃ)

ভৌমব্রাহ্মণগণের বেতন গ্রহণ করিয়া দেবপূজায় অধিকার নাই।

যঃ করোত্যবমানন্তু বৃত্তিরূপস্তু ভোজকে।
তস্যাহং রোষমেত্যাশু কুলং হন্মি সমগ্রতঃ॥
(ভবিষ্য, ব্রাহ্মে, ১১৭ অধ্যায়)

যে ব্যক্তি ভোজক ব্রাহ্মণের বৃত্তি বিষয়ে অবমাননা করে, আমি তাহার বংশ নাশ করি।

রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্।
যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ তস্য দেবা অসন্ বশে॥
(শুক্ল যজুর্ব্বেদ কঠ শাখা ৩১ অধ্যায়।)

দেবা দিপ্যমানাঃ প্রাণাঃ রুচং শোভনং ব্রাহ্মং ব্রহ্মণোঽপত্যং আদিত্যং জনয়ন্তঃ উৎপাদয়ন্তঃ অগ্রে প্রথমং তৎ বচোঽব্রুবন্ উচুঃ। তৎ কিমত আহ যো ব্রাহ্মণঃ হে আদিত্য ত্বা ত্বামেব মুক্তবিধিনা উৎপন্নং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ তস্য ব্রাহ্মণস্য দেবা বশে অসন্ বশ্যা ভবন্তি। আদিত্যোপাসিতো জগৎপূজ্যো ভবতীত্যর্থঃ॥

পর ব্রহ্ম হইতে প্রথমে সূর্য্যের উৎপত্তি হয় এজন্য সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ জগৎপূজ্য।

তস্মিন্ সর্ব্বে সুরাঃ সিদ্ধাঃ গণাঃ সর্ব্বৈর্মহর্ষিভিঃ।
স্বয়ংভূত ইতি বিভো তস্মাৎ সূর্য্যস্তু সোঽভবৎ॥

(বরাহপুরাণ ২৬ অধ্যায়)

সূর্য্য স্বয়ং উৎপন্ন। সূর্য্যেই দেবগণ অবস্থিত।

সম্মান্যঃ পূজনীয়শ্চ বিপ্রাদীনাং যথাস্ম্যহম্।

(ব্রাহ্মপর্ব্ব ভবিষ্যে ৭ম কল্প ১১০ অধ্যায়)

আমি যেমন বিপ্রাদির পূজনীয়, আমার পূজক ভোজক ব্রাহ্মণগণও সেইরূপ পূজনীয়।

প্রথমং ভোজকাঃ ভোজ্যা পুরাণবিদুষা সহ।
তেষামৃতে মন্ত্রবিদস্তথা বেদবিদো দ্বিজাঃ॥

(ভবিষ্যে, ব্রাহ্মে, ৭০ অধ্যায়।)

নাস্তি পূজাতমং কিঞ্চিৎ মাঙ্গল্যং পাবনং তথা।
চতুর্ণামিহ বর্ণানাং মুক্ত্বা ভোজকমুত্তমং।
পূজিতে ভোজকে বীর আদিত্যঃ পূজিতো ভবেৎ।

ভবিষ্যে, ব্রাহ্মে, ১৪৭ অধ্যায়।

যস্তু ভুংক্তে ভোজকস্তু গন্ধপুষ্পাদিনার্চিতঃ।
তস্য ভুংক্তে স্বয়ং ভানুঃ পিতরো দেবতা স্তথা।

এবং পূজ্যা সুখাভোজ্যা ভোজকা হৃদিকাত্মজ ॥
অথ কিং বহুনোক্তেন শ্রূয়তাং বচনং মম।
নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং নাস্তি গঙ্গাসমো সরিৎ।
অশ্বমেধসমং পুণ্যং নাস্তি পুত্রসমং সুখং।
নাস্তি ভানুসমো দেবো নাস্তি মাতৃসমা গতিঃ ॥
যথৈতানি সমস্তানি উত্তমানি যদূত্তম।
তথোত্তমো ভোজকস্তু সংপ্রোক্তো ভাস্করেণ তু ॥
ভোজকে শাস্তচিত্তায রবিধ্যানরতায় চ।
শ্রদ্ধয়ান্নং সকৃদ্ দত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
পিতৃন্ উদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্ ভোজকং নরঃ।
স স্থানং সমবাপ্নোতি ভানবীয় মসংশয়ঃ ॥

(ভবিষ্যে, ব্রাহ্মে, ৭ম কল্পে ১৮৭ অধ্যায়)

ভোজকব্রাহ্মণগণ সূর্য্যসদৃশ। ইঁহাদিগকে ভোজন করাইলে বা দান করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন এবং সকলপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সূর্য্য বলিয়াছেন, সকল শাস্ত্র মধ্যে বেদ, যজ্ঞ মধ্যে অশ্বমেধ, সুখদায়ক মধ্যে পুত্র, দেবতার মধ্যে সূর্য্য, আশ্রয় মধ্যে যেমন মাতা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ব্রাহ্মণ মধ্যে ভোজক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ দেবপূজায় অর্থগ্রহণ করিলেও তাঁহারা দেবলত্ব প্রাপ্ত হইবে না। জম্বুদ্বীপি ব্রাহ্মণই দেবপূজায় অর্থ লইলে দেবল হইবে।

জম্বুদ্বীপোদ্ভবা বিপ্রা দেবত্বং বর্ত্তয়ন্তি যে।
তে বৈ দেবলকাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥ (ভবিষ্য পুরাণ)
সর্ব্বেষা মেবভূতানা মুত্তমঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
পুরুষেষু দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো দ্বিজেভ্যো গ্রন্থপারগঃ ॥

গ্রন্থেভ্যো বেদবিদ্বাংস স্তেভ্য স্তত্ত্বার্থচিন্তকাঃ।
অর্থবিদ্‌ভ্যশ্চ জ্ঞানার্থপ্রতিবুদ্ধো বিশিষ্যতে।
জ্ঞানিনাং কোটিকোটিভ্যো বরিষ্টো যোগিনো মতঃ।
যোগিনাং কোটিকোটিভ্যো ভোজক শ্চোত্তমো ভবেৎ॥

(ভবিষ্য পুরাণ, ব্রাহ্মে ১৭২ অধ্যায়।)

প্রাণিদিগের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মধ্যে গ্রন্থপারগ, গ্রন্থপারগ মধ্যে বেদবিৎ। বেদবিৎ মধ্যে বেদার্থচিন্তক, বেদার্থচিন্তক মধ্যে জ্ঞানী, জ্ঞানী হইতে যোগী। যোগি হইতে ভোজক-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

রত্নানি বস্ত্রাণি তথাচ গাবঃ
সুগন্ধমাল্যাদি-হবিষ্য মন্নম।
তপস্বিনে বাপ্যথ ভোজকায়
দেয়ং তথাত্মপ্রিয় মাত্মনো যৎ॥

রত্ন, বস্ত্র, গো, সুগন্ধমালা, হবিষ্যান্ন ও নিজের অতিপ্রিয় বস্তু তপস্বিকে ও ভোজককে দান করিবে।

ভবেদলাভো যদি ভোজকানাং
বিপ্রা স্তদার্হান্তি জপোপজীবিনঃ॥
যে মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণপাঠকাশ্চ,
যে চাপি সামাধ্যয়নে নিযুক্তাঃ॥

ভোজক ব্রাহ্মণ না পাইলে জপজীবী, মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণপাঠক বা সামবেদাধ্যায়ি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।

সপ্তম্যাং চৈত্রমাসস্য ভোজয়েদ্ ভোজকান্ বুধঃ।
সঘৃতং ভোজনং দেয়ং ভোজয়িত্বা বিধানতঃ॥

ভোজকায় প্রদেয়াত্তু দক্ষিণা স্বর্ণমাষকম্ ।
সঘৃতং ভোজনং দেয়ং রক্তবস্ত্রাণি চৈব হি ॥
অলাভে ভোজকানান্তু দক্ষিণীয়া দ্বিজোত্তমাঃ ।
তথৈব ভোজনীয়াশ্চ শ্রদ্ধয়া পরয়া বিভো ॥
(দক্ষিণীয়া দক্ষিণাহ্যাঃ ইতি কল্পতরু হেমাদ্র্যোঃ ।)-

চৈত্র মাসের সপ্তমীতে ভোজক ব্রাহ্মণগণকে সঘৃত ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে রক্ত বস্ত্র দান ও এক মাষা স্বর্ণ দক্ষিণা দিবে। ভোজক ব্রাহ্মণ না পাইলে দক্ষিণাহ্য (বিদ্যা-সদাচার যুক্ত) অন্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া সেইরূপ বস্ত্রদান ও দক্ষিণা দিবে।

সাম্ব উবাচ—

কথং পূজাকরা হ্যেতে কিং মগাঃ কিঞ্চ ভোজকাঃ ।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব ভোজকানাং বিচেষ্টিতম্ ॥

শতানীক উবাচ—

সাধু সাধু যদুশ্রেষ্ঠ সাধু পৃষ্টোঽসি সুব্রত ।
দুর্গং বৈ চেষ্টিতং কিন্তু ভোজকানাং ন সংশয়ঃ ॥
ভাস্করস্য প্রসাদেন মমাপি স্মৃতি রাগতা।
যথাখ্যাতং বশিষ্ঠেন তথা বচিম্ চ কৃৎস্নশঃ ॥
মগানাং চরিতং শ্রেষ্ঠং শৃণু ত্বং কৃষ্ণনন্দন ।
জ্ঞানবেদিন এবৈতে কর্ম্মযোগং সমাশ্রিতাঃ ॥

(শাম্ব পুরাণ ৭ কল্প ।)

সাম্ব শতানীক নামক মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ মগ, ও ভোজক নামে কেন পরিচিত ইহাদের কার্য্য কি বলুন। শতানীক বলিতেছেন। ভোজকদিগের কার্য্য দুষ্কর। সূর্য্যদেবের

অনুগ্রহে আমার স্মরণ হইতেছে। বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি। মগ ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানী ও কর্ম্মী।

শাকদ্বীপাদিহানীতা যে মগা বেদপারগাঃ।
তেষাং সন্দর্শনাদ্ দানাৎ পূজনাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু।
পাপরাশি নাশীযোক্ত কামপ্রাপ্তিশ্চ জায়তে॥
(ভবিষ্য পুরাণে শাম্বং প্রতি নারদ বাক্যে।)

শাকদ্বীপ হইতে যে সকল বেদপারগ মগব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছে, তাঁহাদের দর্শনে, দৈব, পৈত্র্য, নিত্য, নৈমিত্তিক সকল কার্য্যে ইহাদের দান, ও পূজায় পাপনাশ হয় এবং অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

গ্রহাংশো ব্রাহ্মণো যস্য গৃহে যদ্ ভোজনং চরেৎ।
তদন্নং মেরুতুল্যং স্যাৎ তজ্জলং সাগরোপমম।
যো গ্রহব্রাহ্মণং ভক্ত্যা ভোজয়েৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তস্য তুষ্টা গ্রহাঃ সর্ব্বে লক্ষবিপ্রফলং ভবেৎ॥
গ্রহাংশজাতবিপ্রস্য যঃ পিবেচ্চরণোদকং।
বিপ্রপাদাম্বুপানস্য লক্ষস্য লভতে ফলম্। (গ্রহযামলে)

গ্রহাংশব্রাহ্মণ যাঁহার গৃহে ভোজন করে তাঁহার সেই ভুক্তান্ন, মেরুতুল্য এবং পীতজল সাগর তুল্য হয়।

গ্রহব্রাহ্মণকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করাইলে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের সমান ফল হয়।

গ্রহব্রাহ্মণের চরণোদকপানে লক্ষ ব্রাহ্মণের চরণোদক পান তুল্য ফল হয়।

তুলাদানঞ্চ যো দদ্যাদ্ গ্রহবিপ্রায় সুন্দরি।
আপন্মুক্তো ভবেৎ সোঽপি ভুবি সংমোদতে সুখং।
গ্রহযামলে ৬ষ্ঠ পটল।

গ্রহবিপ্রকে তুলাদান (যাহার মঙ্গলকামনায় দান করিবে, তাহার ভার পরিমিত শাস্ত্র বিহিত দ্রব্য দান) করিলে আপন্মুক্তি ও সুখ হয়।

গোদানং ভূমিদানঞ্চ স্বর্ণদানং বিশেষতঃ।
গ্রহণে দোষনাশায় দৈবজ্ঞায় নিবেদয়েৎ॥

অশুভরাশিতে গ্রহণ জন্য দোষ শান্তি কামনায় দৈবজ্ঞব্রাহ্মণকে গোদান, ভূমিদান বিশেষতঃ স্বর্ণ দান করা উচিত।

গ্রহে দেয়ানি দানানি গ্রহে দেয়া চ দক্ষিণা।
গ্রহবিপ্রায় দাতব্য মন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥
লোভাদ্ গৃহ্লাতি যো বিপ্রো জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
ইহ লোকে দরিদ্রঃ স্যান্মৃতে চাণ্ডালযোনিজঃ॥

(গ্রহযামল)

গ্রহের দান ও দক্ষিণা গ্রহবিপ্রকে দিবে অন্যথা নিষ্ফল। গ্রহবিপ্র-ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণ লোভবশতঃ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে গ্রহদান গ্রহণ করিলে, ইহলোকে দরিদ্র ও মৃত্যুর পর চাণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মন্ গ্রহার্চ্চনং দ্রব্যাদ্ গ্রহে কুর্য্যাচ্চ দক্ষিণাং।
গ্রহবিপ্রায় তদ্দদ্যাৎ চান্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

ব্রহ্মযামল।

হে ব্রহ্মন্! গ্রহার্চ্চনার দ্রব্য ও দক্ষিণা গ্রহবিপ্রকে দিবে অন্যথা নিষ্ফল হয়।

গ্রহাণাং লোকপালানাং ক্রূর ভূতাদিকস্য চ।
মাতৃকাণাং যোগিনীনাং গণেশস্য সুরেশ্বরি।
তিথি-নক্ষত্র-বারাণাং যোগানাং করণস্য চ।
বাস্তুদেবস্য যদ্দানং গ্রহবিপ্রায় চার্পয়েৎ॥

(গ্রহযামল।)

গ্রহ, লোকপাল, ক্রূরভূতাদি, ষোড়শ মাতৃকা, যোগিনী, ও গণেশ পূজার দ্রব্য, তিথি, নক্ষত্র, বার, যোগ, করণ বিরুদ্ধ জন্য দান দ্রব্য ও বাস্তু দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, গ্রহবিপ্রকে দিবে।

তদ্ধক্তলিঙ্গিনাং পশ্চাদ্ ভোজনং দান মাচরেৎ।
নানা ভক্তিবিশেষৈশ্চ তথা মিষ্টান্নপানকৈঃ।
যাবৎ ভবন্তি সন্তুষ্টা স্তাবৎ সংস্থাপ্য পূজয়েৎ।
তুষ্টিং যান্তি ন সন্দেহঃ পীড়াং ত্যক্ত্বা নবগ্রহাঃ॥ স্বরোদয়ে)

গ্রহ ব্রাহ্মণকে ভক্তি পূর্ব্বক দান ও ভোজন করাইলে গ্রহগণ সন্তুষ্ট হন।

তস্য সর্ব্বৌষধি স্নানং গ্রহবিপ্রসুরার্চ্চনং।
গ্রহান্ উদ্দিশ্য হোমো বা গ্রহাণাং প্রীতি মিচ্ছতা॥

(স্মৃতিধৃত গ্রহযামল)

শনিবারে ও মঙ্গলবারে জন্মতিথি হইলে সর্ব্বৌষধিজলে স্নান, গ্রহবিপ্র ও দেবতার পূজা ও গ্রহের উদ্দেশে হোম করিবে।

পুষ্করাধ্বরকে দেবি হোতা ব্রহ্মাচ পুস্তকী।
সদস্যো গ্রহভূদেবোঽন্যথা স্যাদ্ বিফলা ক্রিয়া॥
পুষ্করাধ্বরকে দেবি পূজ্য দ্রব্যং বরাননে।
গ্রহবিপ্রং সমাহূয় পূজয়িত্বা নিবেদয়েৎ॥
গ্রহবিপ্রেতরো যস্তু ব্রাহ্মণো লোভমোহিতঃ।
নীত্বা চ পুষ্করা দ্রব্যং প্রযায়াদ্ ঘোরকিল্বিষম॥

পুষ্কর যজ্ঞে হোতা ব্রহ্মা, পুস্তকধারা (আচার্য্য) ও সদস্য কার্য্যে গ্রহ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে। অন্যথায় ক্রিয়া বিফল হয়। পুষ্কর যজ্ঞে গ্রহবিপ্রকে আহ্বান করিয়া আনিয়া পুষ্কর যজ্ঞ সমাপন করাইয়া যজ্ঞের দ্রব্য সকল অর্পণ করিবে।

গ্রহবিপ্রো যজ্ঞেশানি ব্রহ্মা হোতা চ পুস্তকী।
গ্রহাধ্বরে সদস্যঃ সোহন্যথা বিঘ্নং প্রজায়তে॥

(গ্রহযামল।)

গ্রহ যজ্ঞে ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্যও সদস্য কার্য্যে গ্রহবিপ্রই নিযুক্ত হইবেন। অন্যথায় গ্রহযজ্ঞে বিঘ্ন জন্মে, গ্রহযজ্ঞে ফল হয় না।

যজমানেষ্টসিদ্ধার্থং গ্রহাণাং প্রীতিকারণম্।
পূজা যজ্ঞাদিকং ব্রহ্মন্ কুর্য্যাদেব গ্রহদ্বিজঃ।
অন্যথা যদি কুর্য্যাত্তু ফলমশ্রেয়সে ভবেৎ॥

(ব্রহ্মসিদ্ধান্তে।)

যজমানের ইষ্টসিদ্ধি ও গ্রহগণের প্রীতির নিমিত্ত গ্রহবিপ্রগণ গ্রহ পূজা, যজ্ঞাদি করিবেন। অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন করাইলে অমঙ্গল হয়।

দৈবজ্ঞঃ সোপবাসস্তু শুক্লাম্বরধরঃ শুচিঃ।
সোহহমিতি সমাচিন্ত্য কুর্য্যাৎ পূজা যতব্রতঃ॥

উপবাসী দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ পবিত্র হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া সোহহং চিন্তাকরতঃ সাবধানে গ্রহ পূজা করিবেন।

দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে ব্যাঘাতে বিষ্টিবৈধৃতৌ।
শূলে গণ্ডে চ পরিঘে বজ্রে চ যমঘণ্টকে॥
কালদণ্ডে মৃত্যুযোগে দগ্ধযোগে সুদারুণে।
তস্মিন্ গণ্ডদিনে প্রাপ্তে প্রসূতির্যদি জায়তে।
অতিদোষকরা প্রোক্তা তত্র পাপযুতে সতি।
বিচার্য্য তত্র দৈবজ্ঞঃ শান্তিং কুর্য্যাদ্ যথাবিধিঃ॥

ত্র্যহস্পর্শ ব্যতীপাতাদি দিনে বা গণ্ডদিনে সন্তান জন্মিলে অতি অশুভ ফলহয়। অশুভ নাশের জন্য দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিধি শান্তি করাইবে।

সূর্য্যোপাসক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বশিষ্ঠ, গর্গ, ভৃগু প্রভৃতি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের বহু সিদ্ধান্ত ও সংহিতা গ্রন্থ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।

ভোজকব্রাহ্মণ শুক্র, (শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ইত্যাদি) কৃষ্ণের শ্বশুর ভোজবংশীয় ভীষ্মক রাজার পুরোহিত ছিলেন। গর্গ, কৈকয় ও যদুবংশের ও বশিষ্ঠ ইক্ষাকু বংশের কুলপুরোহিত ছিলেন ইহা প্রসিদ্ধ ও পূর্ব্বেও প্রমাণিত হইয়াছে। মগব্রাহ্মণগণের ধাম বলিয়াই মগধ নাম সার্থক হইয়াছে। গয়ায় যত ব্রাহ্মণ আছে তাঁহাদের মধ্যে অদ্যাপি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী। গয়ায় গয়ালী ব্রাহ্মণদিগের শ্রাদ্ধকার্য্য করাইবার যত পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ বংশজাত বরাহ মিহির, প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। এই বংশীয় গণ অদ্যাপি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ, অযোধ্যার মহারাজের পৌরহিত্যে নিযুক্ত আছেন। আসামপ্রদেশের স্বদেশপ্রাণ অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা মিহির-গোত্রীয় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বরদলৈ মহোদয়ও বরাহমিহিরের বংশজাত বলিয়া পরিচিত।

১৩১৫ সনে জ্যৈষ্ঠমাসে পিণ্ডদানার্থ আমি গয়ায় গমন করিয়াছিলাম। সে সময়ে ভারত গৌরব প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভটের বংশধর চন্দ্র-শেখর ভট মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৩২৪ সনে সমস্ত ভারতীয় শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ গণের মহাসভায় মুঙ্গেরে আমি গিয়াছিলাম, এই সভায় উক্ত চন্দ্রশেখর ভট মহাশয়ের পরলোকগমন জন্য শোক প্রকাশার্থ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

ভারতাগত শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ গণের প্রভাবে ভারতের বহু রাজগণ সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণদিগকে পূজায় নিযুক্ত করেন। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তও দাক্ষিণাত্যে অসংখ্য সূর্য্য মন্দির ও

নব গ্রহ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্তৎ স্থানের সূর্য্যপূজক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ ও স্থানীয় সূর্য্যের নামে নানা থাকে বা গাঞিতে বিভক্ত হন। রঘুনাথ মিশ্র বিরচিত "দিব্যানন্দ চন্দ্রোদয়" গ্রন্থে ৭২ গাঞি এবং কৃষ্ণ দাস মিশ্রপ্রণীত "মগ ব্যক্তি" নামক গ্রন্থে তাঁহাদের ২৪ আর বা পুর, ১২ আদিত্য, ৭ মণ্ডল, ৭ অর্ক, এই ৫৫ গাঞের উল্লেখ আছে। মগব্যক্তি গ্রন্থ হইতে ইহাদের পরিচয় উল্লিখিত হইতেছে।

কৃষ্ণশাপ সমুদ্ভূত শাম্বকুষ্ঠানুপত্তয়ে।
কৃষ্ণাজ্ঞয়া মগাংস্তার্ক্ষ্যঃ শাকদ্বীপাদিহানয়ৎ ॥ ৪।
দ্বাবেব চ সমারূঢ়ৌ তার্ক্ষ্যপৃষ্ঠং সুদুর্গমম্।
কৃষ্ণো বা জগতাং নাথো মগো বা ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥ ৫।
চতুর্বিংশতি সংখ্যাকা জয়ন্ত্যারা মগৈঃ সহ।
প্রখ্যাতা দ্বাদশাদিত্যা মণ্ডলা দ্বাদশোত্তমাঃ ॥ ৬।
সপ্তার্কা বহুশো যে হন্যে করান্তে স্বর্গমোক্ষদাঃ।
যথাশ্রুতং যথাবুদ্ধি বক্ষ্যন্তে হত্র যথাক্রমম্ ॥ ৭।
উরুঃ খনেটঃ চেরিশ্চ মগপা চ কুরায়ি চ।
দেবকুলা ভলুনী চ ডুমরী পড়রী তথা ॥ ৮।
অদয়ী চ পবৈবী চ ওত্তরী পূত্যতঃ পরা।
ঐশিবৌবি সম্বইচ্ছত্র বারাহষোধ্যোণি জম্বু চ ॥ ৯।
নিকৌরী মদরৌড়ী চ হরদৌলীতি নামতঃ।
আরাঃ সংসারসারা স্তে চতুর্বিংশতি রীরিতাঃ ॥ ১০।
উরুত্বাদুরুবারা স্তে তন্নামপুরযোগতঃ।
উরুপার ইতি খ্যাতো মগমণ্ডল-মণ্ডলঃ ॥ ১১।

ন্যায়োক্তৈ স্তৈ রভুক্তা বিবদনবিধিভিঃ সাধুবৈশেষিকোক্তৈঃ
গৌড়ীয়া শ্চোৎকলা যে বিবুধকবিগণা স্তেঽপি মীমাংসয়োক্তৈঃ।

সাংখ্যোক্তৈ র্দাক্ষিণাত্যা শিবসদসি পুরে দিব্যবেদান্তসূক্তৈঃ
সন্তোষং যৈঃ প্রণীতা উরুপুরজ-মগা স্তার্কিকা স্তে জয়ন্তু ॥ ১২ ।

কৃষ্ণ পুত্র শাম্ব, পিতার শাপে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইলে, তাঁহার রোগাপনোদনের জন্য কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে গরুড়, মগ ব্রাহ্মণ দিগকে শাকদ্বীপ হইতে ভারতে আনয়ন করেন। জগন্নাথ কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মগ, উভয়েই গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন। মগ ব্রাহ্মণগণের, উরু, খনেটু, চেরি, মথপ, কুরায়ি, দেবকুলী, ভলুনী, ডুমরা পডরী, অদয়ী, পরেরী, ওণ্ডরী, পুতি, ঐ (এসি) শিবোরি, সরৈ, ছত্র, বরবার, অযোধ্যা, গুণি, জম্বু, সিকৌরী, মদরৌড়ী, ও হরদোলা নামে চতুর্বিংশতি "আর" (অর্থাৎ বাসস্থান) এবং দ্বাদশ আদিত্য, দ্বাদশমণ্ডল ও সপ্ত অর্ক এই কয়েকটি বিভাগ আছে।

বক্ত্রাণীব হরস্য বোধনিলয়ে লোকোপকারক্ষমা-
ভূতানীব বশীকৃতৌ রসজুষাং কান্তব্যয়ায়া ইব।
কাব্যস্যেব কবে র্জয়ায় ধরয়া সম্প্রার্থিতে চ ধ্রুবং
ধাবাঃ পঞ্চ মহাকুলে হ্যত্র কবয়ঃ সৃষ্টা বিশিষ্টা গুণৈঃ ॥ ১৩ ।

উরু শব্দের অর্থ, শ্রেষ্ঠ এজন্য ইহারা উরুবার নামে প্রসিদ্ধ। এই উরুপুরবাসী মগব্রাহ্মণগণের ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া গৌড়, উৎকল এবং দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাকুলে বিবিধ গুণ সম্পন্ন ধাব নামে খ্যাত পাঁচজন মহাকবি জন্ম গ্রহণ করেন।

খনন্ যাতি গিরিং চাস্মাৎ খনেটুবার ইতি স্মৃতঃ।
তন্নাম-পুর-যোগেন খণ্টবারো হভিধীয়তে ॥ ১৪ ।

বেদান্ বক্তৈশ্চতুর্ভিঃ স্বসদসি চতুরোহসার্থকানেব বক্তা
ব্রহ্মা যেভ্যো হভ্যসূয়াং ব্যধিত তদিতরে পণ্ডিতা যে বরাকাঃ।

একাস্মেন ক্ষটার্থং বিবিধনৃপপুরঃ সাঙ্গবেদান্ পঠন্তো-
রেজু র্ভূপাল-চূড়ামণি-নত-চরণাঃ খণ্টবরা মগা স্তে ॥ ১৫

খনেট্ (যে স্থানে গিরি খনন হয়) নামক স্থানে বাস করায়, তত্রত্য মগেরা খণ্টবার নামে পরিচিত।

খণ্টবার মগব্রাহ্মণগণের বেদচতুষ্টয়ে অলৌকিক পারদর্শিতা ছিল . রাজগণ প্রণামকালে কিরীটমণিমালায় তাঁহাদের চরণ অলঙ্কৃত করিতেন।

চেরির্নাম মহানাব স্তন্নাম-পুরযোগতঃ।
চেরিআব ইতি শ্রীমান্মিত্রবংশাব্জ ভাস্করঃ ॥ ১৬
বেদান্ সৃষ্টবতা বশিষ্ঠমহসা ভূমাত্র-ভূষাদরা-
যে সৃষ্টাঃ পরমেষ্টিনা হ্যবনিসুরাঃ সচ্চেরিআরান্বয়ে।
তে ত্রৈলোক্যমভূষয়ন্নিজগুণৈ স্তেজোভি রাপুরিতা-
জাতং তেন স্বভাবতো জগদিয়ং সৃষ্টির্ন মে যত্নতঃ ॥ ১৭

চেরি নামক প্রসিদ্ধ স্থানে (আরে) বাস করায় "চেরিআর" নাম বিখ্যাত। এই চেরিআরবংশের প্রতিষ্ঠাতা "চেরিআর" আখ্যাতেই পরিচিত ছিলেন। ইহার বংশধরগণ পাণ্ডিত্য, ব্রহ্মণ্য, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণে মণ্ডিত ছিলেন।

স্বধিষ্ণ্যানুসাবেণারো মখং পাতি মখদ্বিষঃ।
মখপ স্তৎপুরপ্রাপ্তো মখপারোঽভিধীয়তে ॥ ১৮।
শক্ত্যা শক্তিধরোপমাঃ প্রবচসা বাচস্পতি স্পর্দ্ধিনো-
জেতারো বিবুধান্ সুরানিব গুণৈঃ পারে পরার্দ্ধং গতৈঃ।
শালা কাব্যকৃতো ভবন্তি কিমুতো যে জ্যা বয়োজ্যাধিকাঃ
সত্তর্কার্ণব সংপ্লব-ব্যবসিন স্তে মাখপারা মগাঃ ॥ ১৯।
ধূঃ শ্রীকামেন্দু-দেবত্বাৎ কুরাম্বি চ ইতি স্মৃতঃ।
তদ্বান্ ব্যমোচি বারোঽসৌ গোত্রতঃ কিল কৌশিকঃ ॥২০।

যেষাং বিদ্যা বিবাদেহম্বুধিরিব বিষমা খণ্ডনোদ্গ্রাহধীনাং
গম্ভীরাধ্যাপনেষু শ্রুতিশরনি-সমাখ্যাত রত্নাকরাঢ্যাঃ।
সুচৈঃ সৎপাত্রবিজ্ঞে রপি পরিকলনে শশ্বদপ্রাপ্তপারা-
বিদ্যাবতা বিতণ্ডা ভ্রমিষু মগবরাঃ সংবভুঃ কৌশিকা স্তে ॥২১।

. মথবিঘ্নজনক হইতে মথ রক্ষা করায় সেই স্থান "মথপ" ও তথাকার অধিবাসী মগগণ "মথপার" বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। 'মথপার' মগগণ অসাধারণ শৌর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, এবং সকল সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। 'কুরাঞ্চ' নামক স্থানের অধিবাসী "কুরাইআর" মগগণ কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, ইহারা বেদবিৎ ও অধ্যাপনা নিরত ছিলেন।

শাস্ত্রৌঘা মন্দবাদয়ঃ শ্রুতিজলা স্তত্তৎ কবিত্বোর্ম্ময়ো-
বাদাবর্ত্তমধ্যাঃ প্রবোধ মণয়ঃ পাষণ্ড দৈত্যোদ্ধতাঃ।
তীর্ণা যৈ নির্মলবুদ্ধিপোত মতুলং সংস্কৃত্য বিদ্যার্ণবা-
স্তেঽমী দেবকুলার-বংশ-কমল-প্রোদ্ভাসি-সূর্য্যা মগাঃ ॥ ২২।

'দেবকুলী' বাসী মগগণ বেদাদি সকল শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইহাদের সর্ব্বশাস্ত্র তর্কপ্রভাবে পাষণ্ডগণ নিরস্ত হইয়াছিল। ইহাদের সুনির্ম্মল নীতিরূপ পোত, বিদ্যাসমুদ্রের পারে উপনীত হইয়াছিল।

যেষাং যজ্ঞৈঃ সুতৃপ্তো হুতহবি রশিতু র্নাকসঙ্ঘাতবেদাঃ
তৈঃ স্বৈঃ সোমস্বভাবৈ র্বিনিয়ম-বিধিনেবোদ্গৃহীতোগ্রতেজাঃ।
বেদার্থোদ্গ্রাহবিজ্ঞাঃ স্ফুট মখিলমখে বেদবেদিপ্রগল্ভাঃ
শাস্ত্রারণ্যোগ্রসিংহাঃ পুরবরভলুনী-সিন্ধুচন্দ্রা মগা স্তে ॥ ২৩।

'ভলুনী' নিবাসী মগগণ 'ভলুণীআর' বলিয়া বিখ্যাত, বিদ্যা-ব্রহ্মণ্য মণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী ও বেদবিৎ এই ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠানে অগ্নিদেব পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

যে সন্তিঃ পূর্ব্বগণ্যা যুধি বিজয়কৃতে যান্ নমন্তি স্ম বীরাঃ
যে চক্রুঃ কার্য্য মূর্চ্চে মুনিভি রুপকৃতৈ র্যেভ্য আশীঃকৃতা যৈঃ।
যেভ্যোঽচ্ছেভ্যো যথাসীন্নবরস-জননং ব্রহ্ম যেষাং মনঃস্থং
যেষাচারঃ স্থিরো ঽভূৎ পুরবরডুমরী-সম্ভবাঃ সন্মগাস্তে ॥ ২৪ ।

ডুমরী নামক শ্রেষ্ঠনগরীর অধিবাসী মগগণ ডুমরীআর বলিয়া প্রসিদ্ধ। বীরগণ, সমরাঙ্গণে বিজয়লাভার্থ সাধুসম্প্রদায় সম্মানিত এই ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেন। ইঁহাদের সদাচার পূত নির্ম্মল-চিত্তে পরব্রহ্ম অধিষ্ঠিত ছিলেন।

যস্যামাম্নায়পাঠৈ র্মগমণিতনয়াঃ পশ্চিমং রাত্রিযামং
প্রত্যূষং স্নানসন্ধ্যাবিধি-রবিকিরণৈ র্ভূষয়ন্তশ্চ রেজুঃ।
মধ্যাহ্নং নিত্যকর্ম্ম দ্বিগুণিতমহসা সায় মুদ্‌ভাসয়ন্তঃ
সদ্ধর্ম্মোদ্দামদাপৈঃ পুরবর-পড়রী শোভতে সা প্রশস্তা ॥ ২৫ ।

পড়রী একটী শ্রেষ্ঠ পুরী। এই পুরীবাসী মগগণকে 'পড়রীআর' বলা হয়। তাঁহাদের ধর্ম্মপরায়ণতা রূপ আলোকে পড়রী সমুজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইত। তাঁহারা প্রত্যহ রাত্রির শেষ যামে বেদাধ্যয়ন, প্রত্যূষে প্রাতঃ স্নানানন্তর সন্ধ্যোপাসনা ও সায়াহ্নে যথারীতি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন।

যে বেদার্থপ্রবীণাঃ প্রণমতি জনতা যান্ বিশিষ্টান্ গুণৌঘৈ-
র্যৈদৃষ্টাস্তি ত্রিলোকী হরিরিব প্রণিধৌ যেভ্য ইন্দ্রোদিতার্থান্।
যেভ্যোঽংশান্ প্রাপ্য যজ্ঞে বভু রমরগণাঃ শর্ম্ম যেষামিবৈশং
সৌজন্যং যেষপূর্ব্বং প্রবিলসদদয়ী সৎকুলাঃ সন্মগাস্তে ॥ ২৬ ।

সৎকুলসম্ভূত "অদয়ীআর" মগগণ বেদবিদ্যায় পটু ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। আপামর সকল লোকে তাঁহাদের পূজা করিত। যাঁহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে দেবগণ স্ব স্ব ভাগ প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

যেষা মেষা যভেরী পরিসরবিলসদ্ যজ্ঞযূপস্বরূপা
ধূমৈ রাধূতপাপা মগছত হবিষাং গন্ধিভি র্মন্ত্রপূতৈঃ।
গানৈঃ সঙ্গীতসারৈঃ প্রতিহতবিলসৎ সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজৈ-
গীর্ব্বাণৈকপ্রবীণৈ র্হরিহরবিষয় স্তোষিতাঃ সন্মগাস্তে ॥ ২৭।

'পড়রীআর' মগগণ সর্ব্বদা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। ইহারা যেমন শাস্ত্রে পণ্ডিত, তেমনই সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গীতাত্মক আরাধনায় দেবগণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

বৈদ্যাঃ সপ্ত প্রসিদ্ধাঃ প্রতিবিধিনিয়তৈঃ পথ্যভৈষজ্যযোগৈ-
র্য স্তি ব্যাধীন্ নরাণাং শিবকথিতরসৈ র্যোগিন স্তোগুরীজাঃ।
ত্যক্তুং তদ্ বক্তুকং প্রাগ্ দহন ইব তৃণং নির্দহেয়ু র্মগাস্তে
দূরং যান্ত্যেতিযোগান্ বদতি বহুদরোরাজরোগোপরোগান্ ॥ ২৮।

'গুরীয়ার' নামক মগবংশে সাতজন সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য ছিলেন। এই অভিজ্ঞ বৈদ্যগণের সুচিকিৎসায়, দেশবাসিগণ রোগবিবর্জ্জিত হইয়া সুখে থাকিতেন।

যে বিদ্যাবাদদক্ষা গুণিগণ-শকুনি-গ্রামবিশ্রামবৃক্ষাঃ
সৎপক্ষস্থাপনেক্ষাঃ ক্ষণমপি কুধিয়া স্থাতুমেবাহনপেক্ষাঃ।
যেষা মেষা সুবেশা নিখিলপুরগণৈ র্গর্ব্বিত স্ত্রীব পূতা
স্বগ্রামেষাদিলেখ্যাঃ কুশল কবিবুধৈঃ পুতিআরা মগা স্তে ॥ ২৯।

'পুতিআর' মগগণ বেদবিৎ, গুণিগণের আশ্রয়, সৎপক্ষের অনুবর্ত্তনকারী ও বিরুদ্ধ মতখণ্ডনে নিপুণ ছিলেন।

যে ভর্গশ্চন্দ্রদ্ দধানা হরিপদ-কমলদ্বন্দ্ব মানন্দ-কন্দং
বাহাবাপারশক্তাঃ শ্রুতিনিয়তপথৈ রিন্দ্রিয়ৈ রিন্দ্রকল্পাঃ।
সদৈবৈ র্দৈবৈ রিবেন্দ্রো নিখিল গুণগণৈশ্বর্য্য মিচ্ছদ্ভিরুচ্চৈঃ
বৈদ্যারাঃ সেব্যমানা নৃপসদসি মগা ভাগ্যবন্তো জয়ন্তি ॥ ৩০।

'ঐআর' (এসিআর) মগগণ হৃদয়ে নারায়নের চরণকমল ধ্যানে নিরত ছিলেন। বাস্থব্যাপারে ও তাঁহাদের অনুরাগ ছিল, তাঁহারা অধিক সময়ই গুণগ্রাহি ছাত্রবৃন্দের অধ্যাপনায় ব্যয় করিতেন। এই ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণগণ রাজ সভায় নিরতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

খ্যাতা দ্বিক্ষু শিবৌরিআর কুলজা বেদান্তদীর্ঘাটবী-
সিংহা ব্রাহ্মণভাস্বরা ভবতমো নাশোল্লসদ্বার্করাঃ।
কর্ত্তুং স্বর্গসমাং ধরামপি সুরাঃ সৃষ্টাঃ কিমু ব্রাহ্মণা-
ভূম্যাং ভূরিগুণা স্মৃতঃ প্রভৃতি কিং সর্ব্বে দ্বিজা ভূভুজঃ ॥ ৩১।
স্তক্তে সিদ্ধান্তচন্দ্রান্ দিবি বমধবতঃ সংশয়াঙ্কে প্রদোষে
বাদে শ্রীহর্ষধীমান্ পরমতবচসাং খণ্ডনাদ্যুদ্ভটানাং।
উক্তির্মুক্তাখ্যসূক্তিরিব সতি সময়ে কাপি বেলাম্বুবাশে-
র্যেষাং বিদ্যা বিচিত্রা বসব ইব মগা স্তে সরৈআর সংজ্ঞাঃ ॥ ৩২।
সম্যক্ পঞ্চাগ্নিতপ্তা বহিরুপরি-শিলাবাত-বর্ষাতপার্ত্তাঃ
প্রালেয়-প্লাবিতে মাসংতিমক্বতি নিশি শ্রদ্ধয়া কণ্ঠমগ্নাঃ।
ইত্যেবং যেঽতপস্তংস্ত্রিসনয় মনিশং বিষ্ণুমন্ত্রঃ স্মরন্তঃ
শান্তা স্তে বিজ্ঞবিজ্ঞা মুনয় ইব মগা শ্চত্রবারা বিরেজুঃ ॥৩৩।

'শিবৌরিআর' মগব্রাহ্মণগণ বেদান্তদর্শনে পরম দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সদুপদেশ প্রভাবে সংসার হইতে অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের অধিষ্ঠান হেতু পৃথিবী স্বর্গের ন্যায় মহিমান্বিতা হইয়াছিলেন। এবং সেই হইতে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব রাজগণ সর্ব্ব-গুণে সমৃদ্ধিমান্ হইয়া স্ব স্ব পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করিতেছিলেন। 'সরৈআর, মগগণ বিদ্বদগ্রণী ও বসুপম ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রীয় সন্দেহাপনোদনে সুদক্ষ এবং বিরুদ্ধ বাদিদের কুমতখণ্ডনে সমর্থ শ্রীহর্ষের ন্যায় ছিলেন। 'ছত্রবার' মগগণ অতুলনীয় পণ্ডিত, শমগুণাবলম্বী ও তপস্যা

পরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা দারুণ গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির উপাসনা করিতেন, বর্ষাকালে করকাসহ প্রবল বৃষ্টিপাতেও স্থিরচিত্ত হইয়া এবং শীতাগমে হিমকণবাহি-বায়ুসঞ্চারেও রাত্রিভাগে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া কঠোর তপস্যা করিতেন। ইঁহাদের অন্তঃকরণে বিষ্ণু সর্ব্বদাই অধিষ্ঠিত থাকিতেন।

রেজুস্তে হ্ তিথি-বর্ত্তকোদ্ গ্রহলসদ্বার-ব্রত-স্নেহবান্-
নক্ষত্রৌঘশিবঃ সুপাত্রকরণো যোগপ্রকাশো বলঃ।
বাগ্ দেবাধিকৃতে হৃদম্বুজগৃহে স্তে ত্রিকালজ্ঞতাং
সদ্বারং বরবার-বংশজনুষাং জ্যোতিঃ প্রদীপোঽদ্ভুতঃ॥ ৩৪।

'বরবার' নামক শ্রেষ্ঠবংশ সমুদ্ভূত মগগণ 'বারআব' বলিয়া বিখ্যাত। এই শাস্ত্রকুশল ব্রাহ্মণগণ জ্যোতিঃ শাস্ত্রে সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ গণের হৃদয় বাগ্ দেবীর আবাসস্থল ছিল।

গম্ভীরাস্তঃ সমুদ্রা ইব গুণমণিভি র্দ্যোতিতাস্তর্গরিষ্ঠাঃ
সন্নিষ্ঠাভি র্বরিষ্ঠা ইব সদসি সতাং মানিনাং চৈকনিষ্ঠাঃ।
বিদ্যাদানৈ র্বরিষ্ঠা বসব ইব মুহুঃ সাধুদত্তপ্রতিষ্ঠা-
স্তে হযোধ্যারাঃ সুশীলাঃ পর'হতমতয় স্তে মগা রেজুরুচ্চৈঃ॥ ৩৫।
আচারৈ র্মুনিরেব দেবগুরুবদ্ বেদাদিবিদ্যাগুরু-
র্যোগৈ র্যোগমদূদুহন্ নিজকৃতান নিষ্কাম-কামোচ্চয়ান্।
সোঽযোধ্যার কুলাম্বুধৌ বিধুরিব শ্রীহর্ষসূনুঃ সুধী-
র্মিশ্রঃ শ্রীমধুসূদনঃ সমজনি শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রিয়ঃ॥ ৩৬।
শ্রীমান্ বিষ্ণুপদাশ্রিতেঽমৃতময়ৈঃ পূর্ণঃ কলা সংশয়ৈঃ
শশ্বল্লোকযশঃ প্রসাদসুভগো দেবাধিদেবপ্রিয়ঃ।
সংপ্রাপ্তো দ্বিজমুখ্যতাং নিজতপো বিদ্যাসদাচারতো-
রাজত্যত্র জনার্দ্দনো হস্য তনয় শ্চন্দ্রঃ পয়োধে রিব॥ ৩৭।

'অযোধ্যার' মগব্রাহ্মণগণ ও সাধুসমাজে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়া

ছিলেন। বিবিধগুণ সমৃদ্ধিতে ইঁহারা বস্তুতুলা ছিলেন। অনবরত শিষ্য দিগকে বিদ্যা বিতরণ করিতেন ও সাধুসমাজে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই 'অযোধ্যার' বংশে (শ্রীহর্ষের পুত্র) শ্রীকৃষ্ণভক্ত প্রসিদ্ধ 'মধুসূদন মিশ্র' জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি আচারে মনি, বেদবিদ্যায় বৃহস্পতিতুল্য, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা এবং যোগী ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম জনার্দ্দন মিশ্র. ইনি পাণ্ডিত্যে, তপোঽনুষ্ঠানে ও সদাচারে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন।

> যে রুদ্রা ইব বোধতো দিনকরাঃ প্রোদ্যৎপ্রকাশা যথা
> ভূতানি ক্ষময়েব দেববসবঃ পাণ্ডিত্যধর্ম্মাদিব।
> জাতা এণিপুরে মগাঃ সুচরিতৈঃ খ্যাতাঃ সতামিষ্টদাঃ-
> শিষ্টৈস্তে ভুবি কেন কেন মহসা দৃষ্টাঃ সমুদ্ভাবিতাঃ॥ ৩৮

এণিপুরোদ্ভব মগব্রাহ্মণগণ "এণিআর" নামে কীর্ত্তিত। তাঁহারা অসাধারণ পাণ্ডিত্যে ও অলোকসামান্য ওজস্বিতায় শোভমান হইয়া, আচারনিষ্ঠতা, সুকীর্ত্তি ও উন্নত প্রকৃতিতে সাধুসমাজের সন্তোষ সাধন করিতেন।

> গণ্যাঃ সাধুজনেন রাজনিবহৈ র্মান্যা বদান্যাঃ পরং
> সৌজন্যামৃতপূর্ণ পুণ্যহৃদয়া ধন্যা ধরণ্যামিহ।
> জাতা জম্বুপুরে সুরসয় ইবামর্ত্যাতিরিক্তা মগা-
> স্তুত্বানেকহবীংষি বহ্নিষি হরেঃ প্রীত্যৈ তপশ্চক্রিরে॥ ৩৯ :

জম্বুপুর নিবাসি মগগণ "জম্বুআর" নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সাধুগণের ও রাজগণের নিকটে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। ইঁহাদের হৃদয় সৌজন্যরূপ অমৃতের আকর ছিল। এই ব্রাহ্মণগণ ভগবৎপ্রীত্যর্থই হোম ও তপস্যায় নিরত থাকিতেন।

শীলৈঃ সর্ব্বগুণাকরৈ নিজবশং লোকত্রয়ন্তোঽনিশং
নিদ্ব ন্দ্বাঃ প্রযতেন্দ্রিয়ৈঃ প্রতিদিনং ভক্ত্যা ভজন্তো হরিম্।
দীনানুগ্রহতৎপরাঃ সুধনিনো বিদ্যানবদ্যা বভুঃ
সদ্ভাবেন সিকৌরি-আরকুলজাঃ খ্যাতাঃ প্রবীণা মগাঃ ॥ ৪০ ।

'সিকৌরিআর' বংশ সম্ভূত মগগণ—জিতেন্দ্রিয়, সচ্চরিত্র, শাস্ত্রজ্ঞ, সমৃদ্ধ ও হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। দরিদ্রগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনাদি সদ্‌গুণে সকলেই তাঁহাদের বশীভূত হইয়াছিল।

মাতঙ্গা স্তুঙ্গশৈল-প্রতিনিধি-বপুষো বাজিনো বায়ুবেগা-
গ্রামাঃ স্বর্ণান্নপূর্ণা সুরভিগণ-খুরোদ্ধূতধলী বিকীর্ণাঃ।
বাসোরত্নৈর্বিচিত্রৈঃ সুভটপটুতরাঃ কিংকরোচ্চাবনীশাঃ।
প্রাপ্যা যৈ স্তে ভড়ৌলীপুর-সদাস মগাঃ পণ্ডিতা রেজু রুচ্চৈঃ ॥ ৪১

'ভড়ৌলীআর' মগগণ পাণ্ডিত্যে সর্ব্বত্রই গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তুঙ্গকায় হস্তী, পবনতুল্য বেগশালী অশ্ব, শস্য ও স্বর্ণসমৃদ্ধিযুক্ত গ্রামসমূহ, শস্যবিনা গাভী, বিচিত্র বস্ত্র ও রত্নাভরণ এবং শৌর্য্যে অধিকারী ছিলেন।

খ্যাতা স্তে হরদৌলিআর-কুলজা যেষাং মগানাং মখৈ-
র্জায়ন্তে মুনয়ঃ সদা সুমনসঃ শান্তাঃ সমস্তা দিশঃ।
ভূমিঃ শস্যবতী দ্রুমা বহুফলা গাবো বহুক্ষীরদা-
রাজা নীতিপরো দ্বিজা গতভয়া লোকা ন শোকাতুরাঃ ॥ ৪২ ।

ইতি শ্রীমন্মগকুল-কমলকলিকা-প্রকাশক শ্রীমৎপণ্ডিতকুল-মণ্ডিত-কৃষ্ণদাসমিশ্র-বিরচিতায়াং মগব্যক্তৌ প্রথম তরঙ্গঃ।

'হরদৌলীআর' মগব্রাহ্মণগণ ও সর্ব্বত্র প্রাধান্য ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলে, মুনিগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়াছিলেন, এবং দিক্ সকল শান্ত, পৃথিবী শস্যশালিনী, বৃক্ষসকল ফলবান্, গাভী

সমূহ দুগ্ধবতী, নৃপতিবর্গ ন্যায়পরায়ণ ও বিপ্রগণ অকুতোভয় হইয়া সকলের সুখসমৃদ্ধি লাভের নিদান হইয়াছিল।

অথ দ্বাদশাদিত্যাঃ।

দ্বাদশাদিত্য দেবা স্তে বারুণার্কো বিনাশবঃ।
মুহুরাশি র্দেবডীহো ডুমরৌরো গুণাশবঃ॥ ১।
কুণ্ডা তথা মলৌণ্ডশ্চ গণ্ডার্কঃ সর্পহাপি চ।
অরিহাসি র্দেহুলাসি র্জয়ন্তোতে জয়প্রদাঃ॥ ২।
যেষা মাজ্ঞা মভিজ্ঞা মণিমিব শিরসা ধারয়ন্তি ক্ষিতিশাঃ
সর্ব্বজ্ঞানাং পুরস্তাদধিকগুণতয়া সংকৃতাঃ সাধুসুক্তৈঃ।
পাণ্ডিত্য-প্রৌঢ়িগুর্ব্বী নয়বিনয়বিদো বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞা-
বিখ্যাতাস্তে পৃথিব্যাং মুনয় ইব বরা বারুণার্কা মগাস্তে॥ ৩।
ষষ্ঠীপূজানুরক্তা মুদনুবুধবরা বেদবেদান্তনিষ্ঠা-
ভানুধ্যানানুরক্তা বিভবতনুবরা ধ্যানযোগাধিগম্যাঃ।
সদ্ভাবাঃ সত্যসন্ধা মগবরবিদিতা গোত্রতঃ কাশ্যপা স্তে
দেবাহ্বাখ্য পুরোদ্ভবা দ্বিজবরা স্তে ষষ্ঠহায়া মগাঃ॥ ৪।

পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বাদশাদিত্য এই—বারুণার্ক, বিনাশব, মুহুরাশি, দেবডীহ, ডুমরৌর, গুণাশব, কুণ্ড, মলৌণ্ড, গণ্ডার, সর্পহ, অরিহাসি, ও দেহুলাসি। মগব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বলিখিত চতুর্বিংশতি আরের ন্যায়, এই দ্বাদশ আদিত্য নামে ও পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে 'বারুণার্ক নামক মগগণ, বেদ, বেদাঙ্গ ও নীতিশাস্ত্রাদিতে অসাধারণ অভিজ্ঞতায় জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। নৃপতিগণ তাঁহাদের আজ্ঞা মুকুটমণির ন্যায় মস্তকে বহন করিতেন। গুণমহিমায় তাঁহারা সকলের নিকটে সাদরে পূজিত হইতেন।

এই বারুণার্ক মগগণের মধ্যে ষষ্ঠহায়, পঞ্চহায় ও টক্কুরায় নামে তিনটি শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে 'ষষ্ঠহায়' নামক বারুণার্ক মগব্রাহ্মণেরা, দেবাখ্যপুরে সমুদ্ভূত ও কাশ্যপ গোত্রীয়। তাঁহারা সূর্য্যভক্ত হইলেও ষষ্ঠীপূজায় অনুরাগী ছিলেন। ইঁহাদের বেদবিদ্যায় পারদর্শিতা ও সত্যনিষ্ঠা অতুলনীয় ছিল।

ভূরিব্যঞ্জন-রঞ্জিতোরুসমযান্ নারায়ণায়ার্পিতান্
নির্যাতি প্রতিবাসরেঽমৃতনদী ভক্তোচ্চয়াদুচ্চকৈঃ।
নানারত্নবতো দ্রুতং হিমবতো গঙ্গেব যন্মন্দিরং
বাদীন্দ্রা ভুবি বারুণার্ক কুলজা স্তে পঞ্চহায়া মগাঃ॥ ৫

'পঞ্চহায়' মগগণ বিলক্ষণ পণ্ডিত, সুবক্তা এবং ধর্ম্মতৎপর ছিলেন। তাঁহারা প্রচুর অন্নপানাদি দ্বারা নিত্য নারায়ণের সেবা করিতেন। এই ব্রাহ্মণগণের গৃহে প্রভূত রত্ন বিদ্যমান ছিল।

যৎ প্রোক্তং পঞ্চহায়-প্রথিত-মগকুলং শীলবিদ্যাবিশালং
তত্রোৎকৃষ্টাঃ প্রভাবৈ র্দিনকরকরহীশানবাস্তোধি-চন্দ্রাঃ।
ধুন্বন্তো ধ্বান্ততাপং হৃদয়রথমিতাঃ টক্কুরায়া মগা স্তে
রেজুঃ পূর্ণাঃ কলাভি র্নিজকুলকমলং ভাসয়ন্তঃ প্রসাদৈঃ॥ ৬

'টক্কুরায়' মগগণ পঞ্চহায় দিগেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে তাঁহারা পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি, শীল, প্রভৃতি সদ্‌গুণে সমধিক উৎকর্ষ ও লোকসমাজে প্রতিপত্তি-শালী ছিলেন। ইঁহাদের সকলেই স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া বংশের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

ভোজ্যৈঃ সর্ব্বরসৈ র্দ্বিজানিব সুরান্ যজ্ঞৈঃ সদা তোষয়ন্
বিদ্যাভি র্বিবুধান্ নৃপানিব গুণৈ বিজ্ঞানশিষ্টান্বয়ান্।
দীনান্ দৈন্যদয়ানলৈ র্বিতরণৈ র্জ্ঞানৈরিব জ্ঞানিন-
স্তে ধন্যা ভুবি যে বিনাশন-ভবা রাজন্ত উচ্চৈ র্মগাঃ॥ ৭

'বিনাশব' মগগণ অতুলনীয় পণ্ডিত ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন। তাঁহারা বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণকে, বিদ্যায় পণ্ডিতগণকে, গুণে বিজ্ঞব্যক্তিবর্গকে ও দানে দরিদ্রসমূহকে ও জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, সর্ব্বত্র ধন্যবাদ ভাজন হইয়া ছিলেন।

জাতা যে ত্বত্র বিনাশবে মগবরা শশ্বন্ সিংহাশ্রিতাঃ
প্রাপ্তানৈকগুণৈর্জনাধিপমনো হর্ত্তুং সমর্থা ভুবি।
তদ্বংশে ধ্বজবদ্ বভূব বিদিতঃ শ্রীসুখরো বংশকৃদ্-
বেদজ্ঞঃ কিল বাজপেয়মখকৃদ্ বিদ্যাদিদা মগ্রাঃ ॥ ৮

নৃপতিগণের প্রীতিভাজন ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন এই "বিনাশব' বংশে শ্রীসুখর নামে পণ্ডিতকুলশিরোমণি একজন বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

যে জাতা মুহুরাশিশাসন-পয়োরাশীন্দবঃ সন্মগা-
বাক্‌পীযূষময়াংশবঃ কৃতধিয়াং চেতোহরাঃ স্বৈর্গুণৈঃ।
কুর্ব্বন্তো হৃতিমুদা তরঙ্গতরলান্ প্রোচ্চৈঃ প্রপূর্ণান্ রসৈ-
স্তে ভূপাললসদ্ বিশুদ্ধসদসি প্রাক্তোক্তপূর্ব্বং বভূঃ ॥ ৯।
যৎ পূর্ব্বং মুহুরাশি-বংশতিলকং শ্রীমন্মগানাং কুলং
ব্রহ্মেবাহত্র কুলে হজনাভ-কমলে হসৌ দ্বৈতনামাপ্যহভূৎ।
যো যোগীন্দ্র-পদেশ্রয়া শ্রুতিধরো জিতেন্দ্রিয়াণাং গণং
ধ্যায়ন্ বিষ্ণুপদাম্বুজং শিবপদং চক্রেহতিতীব্রং তপঃ ॥ ১০
বাল্যে বিদ্যাঃ সমাপ্য প্রতিদিশ মকরোদ্ যৌবনে তীর্থযাত্রাং
স্বান্তে শান্তিং প্রয়াতে ব্রতমিহ জগৃহে সাঙ্গসন্ন্যাস মুগ্রং।
সংপ্রাপ্তো যোগিনাং দ্রাক্ শিবশিবদপুরে মুখ্যতাং পূর্ণবোধা-
দদ্বৈতাদ্বৈতনাশাৎ পয় ইব পয়সা ব্রহ্মণৈক্যং জগাম। ১১

'মুহুরাশি' কুলোদ্ভব মগগণের গুণগ্রাম, সকল লোকেরই হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। নৃপতিবর্গ স্বীয় সভায় ইঁহাদের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। এই উন্নতবংশে বৈত নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইন্দ্রিয় গ্রাম জয় করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শৈশবে বিদ্যা উপার্জ্জিত হইলে, ইনি যৌবনে তীর্থপর্য্যটন করিয়া হৃদয়ে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি যোগিগণের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেন ও যথাসময়ে এই যোগিবর জলে জলের ন্যায় পরব্রহ্মে বিলীন হইলে শিবদপুরে ইঁহার সমাধি হইয়াছিল।

যে বিদ্যাবিনয়াকরাঃ ক্ষিতিসুরাঃ সন্তুষ্টবুর্যান্ গুণৈঃ
কীর্ত্তি র্যৈ বিততা কৃতা নৃপতয়ো যেভ্যঃ প্রণেমুঃ শ্রিয়ৈঃ।
সভ্যা যেভ্য উপাদদু র্নয়চয়ং যেষাং স্থিতি র্মেহসে
যেষু জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ং মগবরা স্তে দেবডীহোদ্ভবাঃ ॥ ১২।

দেবডীহ বংশোদ্ভূত মগব্রাহ্মণগণ বিদ্বান্, সদ্গুণান্বিত, নীতিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। ইঁহাদের অতীন্দ্রিয় বিষয়েও অভিজ্ঞতা ছিল। রাজবৃন্দ শ্রীলাভের জন্য তাঁহাদের চরণে প্রণত হইতেন।

জ্যোতিঃশাস্ত্র-সুদীপ-দীপিতধিয়া সর্ব্বজ্ঞভাবং গতা-
বেদান্তোদ্ভব-বোধচন্দ্র-মহসা বিধ্বস্ত-তাপত্রয়াঃ।
আয়ুর্ব্বেদ-মহাস্ত্র-ভগ্ন-নিখিল-ক্লেশোচ্চয়াঃ সন্ততং
রেজু স্তে ডুমরৌর-বংশজমগা যেষাং যশোহর্ধ্বৌন্ যযৌ ॥ ১৩।

ডুমরৌরবংশজ মগগণ জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিপুণ ও ত্রিকালদর্শী ছিলেন। ইঁহারা বেদান্তদর্শনে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন এবং আয়ুর্ব্বেদ ও অস্ত্র-বিদ্যায় দক্ষতানিবন্ধন সকলের দুঃখবিমোচনে সমর্থ ছিলেন।

বাল্যেঽন্তঃ কলিকা ইব প্রকটিতা বিদ্যা ধিয়া ধারিতাঃ
কৈশোরে মুকুলাপিতা বিকসিতাঃ সর্ব্বার্থদা যৌবনে।

বাল্যোদ্‌গ্রাহফলঃ কলামৃতরসা মোক্ষপ্রদা বার্দ্ধকে
যেষাং তে সুভগা গুণাশবভবা ভূমীন্দ্রবৃন্দৈ র্নতাঃ ॥ ১৪ ।

গুণাশবকুলসম্ভূত মগব্রাহ্মণেরাও সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাল্যে সযত্নে উপার্জ্জিত বিদ্যা, কৈশোরে অভিজ্ঞতা ও যৌবনে প্রচুর অর্থদান করিয়াছিল। তাঁহারা কাব্যশাস্ত্রে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। এই সৌভাগ্যশালী ব্রাহ্মণগণ বৃদ্ধবয়সে ভগবৎসাযুজ্য লাভে যত্ন করিতেন।

মাতঙ্গাঃ শৈলতুঙ্গা গলিত-মদজল-স্নানগণ্ডাঃ প্রচণ্ডা-
ধারাধূলিপ্রতানৈ রন্তমিতগতয়ো দিবারঙ্গা স্তুরঙ্গাঃ।
যেষা মাশীর্বিশেষান্নবপতিসদনে সংনদন্তীন্দ্র সত্বাঃ
কুণ্ডাবংশাবতংসাঃ স্মৃতিনিগমবিদঃ সিদ্ধিমন্তো মগা স্তে ॥ ১৫ ।

কুণ্ডকুলজ মগেরা স্মৃতি ও বেদশাস্ত্রে অসাধারণ সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের আশীর্বাক্য-প্রভাবে নৃপতিগণ অতুল বলবাহনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণগণ যথারীতি কৌলিক আচারে পূতচিত্ত হইয়া সিদ্ধিমার্গ অবলম্বন করিতেন।

যেষাং সত্তপসা বিবৃদ্ধ-মহসা শান্তা সমস্তে তপো-
দেশারণ্যজলেষু জন্তুনিবহা নিত্যং বিরোধং জহুঃ।
রাজন্তোঽপি নিরগ্রয়োঽপি নিয়তং বাধং ন চক্রুর্নৃণাং
তে রাজন্তি মড়োরিআর-কুলজা বেদান্তপারংগমাঃ ॥ ১৬ ।

'মলৌড়িআর' কুলসম্ভূত মগগণ বেদান্তদর্শনে অতুলনীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের তপোমহিমায় হিংস্রজন্তুগণও প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল এবং তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিলেন।

শ্রদ্ধাভূ র্বেদবীজো ধৃতিস্মৃতিজলঃ সদ্বিচারালবালঃ
শ্রীমান্ স্বাচারমূলো যমনিয়ম-মহাস্কন্ধ-বেদাঙ্গ-শাখঃ।
স্বচ্ছায়ো যজ্ঞপর্ণঃ শমমুখ-কুসুমো মোক্ষরাজৎফলশ্রী-
র্যেষাং ধর্ম্মদ্রুমোঽসৌ লসতি হৃদি মগা স্তে চ গণ্ডার্কচন্দ্রাঃ ॥১৭।

'গণ্ড'বংশজাত মগেরা পরমধার্ম্মিক ও যজ্ঞানুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। তাঁহারা শ্রদ্ধা, ধৃতি, সদ্বিচার, আচারনিষ্ঠতা, যম, নিয়ম ও শমগুণে বিভূষিত হইয়া যথারীতি বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা মোক্ষফল লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বালাঃ কান্তিপ্রবালাঃ পবন-বশলসৎ-কাকপক্ষোচ্চমালা-
বেদান্ স্বচ্ছৈঃ পঠন্তো মধুরমৃদুরবৈ র্ভূষিতানেকশালাঃ।
শাস্ত্রোদ্গ্রাহে যুবানো বিজিতবুধগণাভীষ্টমিষ্টা যজন্তো-
বৃদ্ধাঃ সর্ব্বে প্রসিদ্ধাঃ পরিষদি সর্পহা-বংশজাতা মগা স্তে ॥ ১৮।

সর্পহা বংশোদ্ভব মগগণ অতি রমণীয় কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। ইঁহারা মৃদুমধুরস্বরে বেদাধ্যয়ন ও শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। এই বংশের বৃদ্ধগণ সর্ব্বত্র সভায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

যেষাং বিত্তাবিতানৈ র্বিতরণপটুভিঃ সিন্ধবঃ সপ্ত তীর্ণা-
শ্চোর্দ্ধৈঃ চাধঃ প্রকীর্ণৈ র্জগদিব মখিলং ভাসয়ন্তি যশোভিঃ।
তর্কাংশৈ রর্কতুল্যা ক্ষণজিত-বিলসদ্বাদি-বাদান্ধকারৈ-
র্ধর্ম্মৈঃ কর্ম্মাব্ধিচন্দ্রৈঃ মুনয় ইব মগা দেহুলাস্যুদ্ভবাস্তে ॥ ১৯।

'দেহুলাসি' কুলসম্ভূত মগেরা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সমগ্র ভূতলে তাঁহাদের যশোরাশি বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহারা বাদিগণের বাক্যরূপ অন্ধকার নাশে তর্করূপ-অংশুমালাবিশিষ্ট সূর্য্যসদৃশ ও ধর্ম্মকর্ম্মে মুনির ন্যায় ছিলেন।

যেষাং বিদ্যাম্বসদাদিবিবিধগুণময়ী সর্ব্বলোকান্ পুনীতে
গঙ্গেবোত্তুঙ্গভঙ্গি-প্রতিহতবিরসৎ-পাপনিঃশেষ-পঙ্কাঃ।
স্বচ্ছান্তঃ স্বাদুকক্ষাঃ ক্ষপিতকলিমলাপ্রীতিনিঃশেষদক্ষা-
ব্রহ্মাব্ধিং পারয়ন্তঃ প্রিতমরিহসিআ-বংশজাতা মগাস্তে ॥ ২০ ।

'অরিহাসি' বংশজ মগগণ বিদ্যা ও গুণে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের যথাশাস্ত্র উপদেশ শ্রবণে সকলেই পবিত্রচিত্ত হইতেন। এই দ্বিজগণ ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যে প্রাপ্তাঃ শাস্ত্রপারং বিবুধনৃপগণা যান্ যজন্তে ধনাঢ্যা-
র্বৈ ধ্যাতো বিষ্ণুরুচ্চৈ দদু ববনিভুজো ভূরিবিত্তানি যেভ্যঃ।
যেভ্যো বিদ্যাঃ সুশিষ্যাঃ স্ফুট মতিজগৃহুঃ প্রাপ্য যেষাং যশোহব্দীন্
যেষানন্তং গুণানাং ভুবি দেহুলসিআ-বংশজাতা মগাস্তে ॥ ২১ ।

'দেহুলসিআ' বংশজাত মগব্রাহ্মণগণ সর্ব্বশস্ত্রেই বিচক্ষণ ও যশস্বী ছিলেন। নৃপগণ ইঁহাদিগকে প্রভূত ধনদান করিতেন। ইঁহারা ভগবৎ পাদপদ্মধ্যানে নিরত ছিলেন। এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের নিকটে অসংখ্য ছাত্র বিদ্যালাভ করিত।

অথ দ্বাদশমণ্ডলাঃ।

দ্বাদশৈতে মগাঃ শিষ্টাঃ সূর্য্যমণ্ডল-দৈবতাঃ।
পটিশা চণ্ডরোটিশ্চ ভৌহী কথ-কপিত্থকৌ ॥ ১ ।
শুাৎ তেরহপরাশিশ্চ খণ্ডস্থপ স্তথাপরঃ।
পালিবাধঃ খজুরৈআ ভেড়ীপাকরি রিত্যপি ॥ ২ ।
রিপুরোহ-বড়িসারৌ গীর্ব্বাণা ইব পূজিতাঃ।
দদতে তেভু কামার্থান্ নির্ব্বাণ মপি সেবিতাঃ ॥ ৩।
যেষাং বিদ্যাংনবদ্যা সরস-মদ-লসদ্ গদ্যপদ্যাতিহৃদ্যা
বেদান্তোদ্রেকবেদ্যা শ্রুতিভি রতিতরাং নিশ্চিতার্থান্ বিবিচ্য।

শ্রীমৎপাদোষপাস্তে বিবুধনৃপসমে শেমুষীব প্রগল্ভা
সাক্ষাদ্রেজে গুণৌঘৈঃ পুরবরপটিশা সম্ভবাঃ সন্মগাস্তে ॥ ৪।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মণ্ডল যথা—পটিশ, চণ্ডরোটি, ভাঁহী, কথ, কপিথক, তেরহপরাশি, খণ্ডসুপ, পালিবাঁধ, খজুরৈআ, ভেড়ীপাকরি, রিপুরোহ ও বড়িসার। এই দ্বাদশ মণ্ডলের মধ্যে যাঁহারা 'পটিশা' পুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বেদান্তে তাঁহাদের অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। মাধুর্য্যপূর্ণ নানাবিধ গদ্য ও পদ্য রচনা ও বিবিধ সদ্‌গুণে তাঁহাদের যশঃ সমধিক উজ্জ্বল হইয়াছিল।

যে স্বচ্ছাঃ সাধুরক্ষাশ্রমভরবিবশা বেদমার্গৈকপন্থাঃ
শ্রান্তা যে সত্তপোভি র্বিজিত-হরিহর-ব্রহ্ম লোকাদি-লোকাঃ।
আকল্পান্তস্থিরাশা স্ত্রিজগতি যশসা যেঽর্থিনাং কল্পবৃক্ষা-
স্তে বেদান্তেষু দক্ষা রবয় ইব মগাশ্চণ্ডরোটি-প্রজাতাঃ ॥ ৫

'চণ্ডরোটি' বংশজাত মগব্রাহ্মণগণ সাধুসেবী, বেদমার্গানুসারী, দানবীর ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা তপস্যায় বিষ্ণুলোক, শিবলোক, এবং ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন

ভাঁহীস্থানোদ্‌ভবা যে বসব ইব মগাঃ সর্ব্ববিদ্যাসু দক্ষা-
দাতারো দিব্যরূপা নিগমবিধিকৃতো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষান্।
বন্দ্যাঃ সর্ব্বত্র বন্দ্যৈ র্নৃপবর-বিধুধৈ র্বিষ্ণুভক্তি-প্রবীণা-
স্তে যোগাচারমুখ্যা বিগতভবভয়া জ্ঞানবন্তো জয়ন্তি ॥ ৬

'ভাঁহী' স্থান বাসি মগগণ দানশীল, দিব্যকান্তি, বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, যোগী ও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। রাজবৃন্দ ভক্তিভরে তাঁহাদের বন্দনা করিতেন।

যে সেব্যান্তে ক্ষিতীশৈ গুরব ইব সুরৈঃ শত্রু-দৈত্যোপতপ্তৈ-
স্তন্ত্রাশীঃ প্রয়োগৈঃ প্রশমিতরিপুভিঃ প্রাপিতৈশ্বর্য্যসত্ত্বৈঃ।

শশ্বৎস্বচ্ছা স্তপোভি গু'ণিগণগণিতাঃ সর্ব্বসৎকান্তিকান্তাঃ
কথগ্রামাভিজাতা নিগমনয়বিদো বীতরাগা মগাস্তে ।। ৭
তীর্থান্তাবাহ্য সম্য বি'ধিবদনুদিনং স্বর্গভূম্যন্তরীক্ষান্
মন্ত্রৈরাহূয় দেবান্ নিগম মনুগতাঃ পূজয়ন্তীতি সাক্ষাৎ ।
বেদার্থান্ দিব্যবোধৈঃ সুরমুনি-পুরতঃ শীঘ্রমুদ্ঘাটয়ন্তো-
রেজুঃ ক্ষীণা স্তপোভি মু'নয় ইব মগা যে কপিখোদ্ভবা স্তে । ৮

"কথ' গ্রাম জাত মগব্রাহ্মণগণ, বেদ ও নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শত্রুনিপীড়িত রাজগণ ইঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও মন্ত্রপ্রভাবে প্রতিপক্ষগণকে দমন করিয়া নষ্টরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইতেন এবং সর্ব্বদা এই ব্রাহ্মণগণের সেবা করিতেন। তপস্যা ও গুণমহিমায় তাঁহারা সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 'কপিথ' স্থানে সমুদ্ভূত মগগণ প্রত্যহ সকল তীর্থের আবাহন করিয়া স্নান এবং স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষস্থ দেবগণকে মন্ত্রদ্বারা আবাহন করিয়া যথাবিধি আরাধনাদি করিতেন। বেদশাস্ত্রে ইঁহাদের অলৌকিক ব্যুৎপত্তি ছিল। তপস্যাক্লেশে তাঁহাদের শরীর কৃশ হইলেও শোভাময় থাকিত।

আচারৈ ধ'র্ম্মসারৈ মু'নয় ইব বভু র্দেবসম্মানযোগ্যা-
মোহারৈঃ সদ্বিচারৈ র্ব'সব ইব লসদ্ধর্ম্মকামার্থদক্ষাঃ।
আকারৈ নি র্বি'কারৈ র্ন'রপতয় ইব স্বান্তবিশ্রামবৃক্ষা-
বংশা যে যত্র জাতাঃ প্রথিতমগবরা তেরহাখ্যাঃ পরাশাঃ। ৯

'তেরহপরাশ' বংশসম্ভূত মগগণ ধর্ম্মাচরণে মুনিতুল্য ও সদ্বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের আরাধনা ও শমগুণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা নির্বি'কারাকৃতি ও দেবসম্মান লাভের যোগ্য ছিলেন। এইবংশের যাঁহারা অন্যস্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও 'তেরহপরাশ' নামেই প্রসিদ্ধ।

সাধুক্তৈ বেদসূক্তৈঃ স্থিরতরমতয়ো মুক্তিদং বিষ্ণুমুচ্চৈ-
র্ধ্যায়ন্তো নির্বিকল্পা বিষয়নিয়মিতৈ রিন্দ্রিয়ৈ শ্চক্ষুরাদ্যৈঃ।
নিষ্কামান্তর্বিশিষ্টা বহিরতিথি রিব প্রাপ্তমাত্রার্থতুষ্টাঃ
পূর্ণজ্ঞানোপসৃষ্টাঃ খনস্থপ-সুমগা মুক্তিভাজো বভূবুঃ॥ ১০

'খণ্ডস্থপ' মগদ্বিজগণ মিষ্টভাষী, সর্ব্বদা বেদপাঠে অনুরক্ত, স্থিরবুদ্ধি, বিষ্ণুপাসক স্থিরমনাঃ ও নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত রাখিয়া ছিলেন ও অতিথি ন্যায় অল্পলাভে সন্তুষ্ট হইতেন। ব্রহ্মজ্ঞান প্রযুক্ত এই ব্রাহ্মণগণ মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পালীবান্ধে বসন্তো হরিহরচরণং চিন্তয়ন্তো মনোভি-
র্বিদ্যাভি র্বোধয়ন্তো দ্বিজনয়কুলনান্ শোধয়ন্তঃ স্বদোষান্।
লোকান্ শশ্বদ্ বিশোকান্ নিখিল-রসময়ৈ-স্তোষয়ন্তো বচোভী-
রাজন্তে রাজকল্পাঃ কলিযুগকলুষং নাশয়ন্ত স্তপোভিঃ॥ ১১

'পালীবান্ধ' নিবাসী মগগণ 'পালিবাধ' নামে বিখ্যাত। তাঁহারা সর্ব্বদা হৃদয়ে ভগবৎ পাদপদ্ম ধ্যান করিতেন; বিদ্যায় নিজবংশ উজ্জলীকৃত এবং দোষরাশি বিদূরিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সরস বাক্যে লোকে বিগতশোক হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিত ও তপস্যায় কলিকলুষরাশি বিনষ্ট হইয়াছিল।

যেষাং দানোদ্ধতানা মনিশ মভিপতদ্ধস্ত-সংকল্প-বারি-
প্রোদ্ভূতা স্তুঙ্গকূলাঃ প্রতত-বিধিরয়াঃ পুণ্যপূরা হ্রদিন্যঃ।
সত্তীর্থাদান-শেষোজ্ঝিত-মণি-নিচয়াদুদ্বহন্তো হ্যমুবেলং
বার্দ্ধে রত্নাকরত্বং সুকুল-খজুরহা শক্রুরুচ্চৈ র্মগান্তে॥ ১২

'খজুরৈআ' মগদ্বিজেরা সকল গুণসম্পন্ন ও বিলক্ষণ দানশীল ছিলেন। তাঁহাদের নিকটে সকল প্রার্থীরই মনোরথ পূর্ণ হইত।

তে ভেড়ীপাকরিয়া বিবুধগণনতাঃ সন্মগা রেজুরুচ্চৈঃ
কৈলাসোত্তুঙ্গ-শৃঙ্গোত্তম-মণিখচিত-স্তম্ভহর্ম্ম্যাদি-বাসাঃ।
ভ্রাজচ্চন্দ্রার্দ্ধভালা বৃষভভগতয়ো বিষ্ণুবিশ্রান্তচিত্তা-
দীব্যদ্‌গঙ্গোত্তমাঙ্গা নিগমবিধিকৃতো জ্ঞা স্তৃতীয়াক্ষি-ভব্যাঃ॥ ১৩

'ভেড়ীপাকরি' মগগণ সুপণ্ডিত ও বেদমার্গানুবর্ত্তী ছিলেন। বিদ্বৎ সমাজে তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। ইঁহারা বিশালমণিখচিত-সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিতেন ও সর্ব্বদা বিষ্ণুপাদপদ্ম ধ্যানে নিরত থাকিতেন।

যেষাং গ্রামাভিরামা পরিসর-পরিখারামতোয়াশয়াদ্যৈ-
শ্চৈত্যৈ দূ্রাভিলক্ষ্যৈঃ শকুনিকুলকলা-রাবরাজৎকুলায়ৈঃ।
ভূমি র্যত্র প্রয়াতৈ র্বিবিধ-রসময়ৈ র্ভূষিতা সর্ব্বশস্তৈ-
স্তে বেদার্থেষু দক্ষা রিপুরপুর-মগা রাজসেব্যা জয়ন্তি॥ ১৪

'রিপুরোঃ' পুরবাসী মগব্রাহ্মণগণ বেদবিৎ ও রাজসভায় পূজিত ছিলেন। তাঁহাদের মনোরমআবাসস্থান, সুসজ্জিতচৈত্য, সুন্দর জলাশয় ও শস্যপূর্ণা ভূমি ছিল।

বধ্যোন্নতোর্দ্ধ-সমমাত্র-বিশালশুদ্ধা
বিষগ্‌ বিশুদ্ধ-ঘনবর্ণ-বিবিক্তপংক্তিঃ।
সম্যঙ্‌মসী কমলপত্রজনিবিরেজে
যেষাং লিপি র্হি বড়সারভবা মগাস্তে॥ ১৫

যেষাং বেদার্থবীজা সরস-হৃদয়ভূশ্চাতুরী-চারুমূলা
ছন্দোঽনন্তপ্রকাণ্ডা বিবিধগুণবতী শব্দশাস্ত্রার্থপত্রা।
বিদ্বদ্‌ ভৃঙ্গোপসেব্যা নবরসরচনা-প্রস্ফুরৎপুষ্পপূর্ণা-
জ্ঞানৌঘৈঃ সৎফলাঢ্যা প্রসরতি পরিতঃ কাপি বিদ্যা লতেব॥ ১৬

ইতি মগব্যক্তৌ দ্বাদশমণ্ডলাঃ।

'বড়সার' কুলসম্ভূত মগগণ অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের লিপিচাতুর্য্য সমধিক প্রশংসনীয় ছিল। বাক্যে, ছন্দোগ্রন্থে ও শব্দশাস্ত্রে তাঁহাদের জ্ঞান অতুলনীয় ছিল।

অথ সপ্তার্কাঃ।

উল্লঃ পুণ্ড্রো মার্কণ্ডেয়ো বালো লোলঃ কোণ শ্চানঃ।
শাকদ্বীপি-ক্ষৌণীদেবৈঃ সপ্তাবস্তাং পূজ্যাশ্চার্কাঃ॥

শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বাদশ মণ্ডল ভিন্ন আরও সাতটি অর্ক আছে, যথা—উল্ল, পুণ্ড্র মার্কণ্ডেয়, বাল, লোল, কন ও চান। ইঁহারা লোকসমাজে ও রাজসভায় যথেষ্ট সম্মান লাভ করিতেন।

যে পূজ্যাঃ সর্ব্বলোকৈ রবয় ইব মগা যান্ স্মরন্তঃ কৃতার্থা-
র্যৈদর্ত্তং ভূরিবিত্তং বিবিধনৃপগণাঃ সংনমন্তি স্ম যেভ্যঃ।
লেভে যেভ্যঃ প্রবোধং বিবিদিষু-জনতা ধাম যেষাং বরিষ্ঠং
বর্ষেষ্বাচারযুক্তা ব্রততপসি বরাঃ শ্রীমদুল্লার্কমূলাঃ॥২
উল্লার্কাখ্যমিদং কুলঞ্চ মুদিতং শ্রীশীলবিদ্যাকরং
সঞ্জাতোঽত্র কুলেঽর্জ্জুনোঽর্জ্জুন ইব প্রাজ্ঞো হি শাস্ত্রাস্ত্রয়োঃ।
গোবিন্দেন সহায়তাঞ্চ মথিতাং সংপ্রাপ্য মোহদ্বিষো-
জিত্বা শান্তিমিতো রণে কুলবতাং যোগং দধে দুর্লভম্॥ ৩

'উল্লার্ক' মগ ব্রাহ্মণগণ, রাজসম্মানিত, দানশীল, জ্ঞানী, আচারবান্ ও তপস্বী ছিলেন। বহুদেশ হইতে সমাগত অসংখ্য ছাত্রকে তাঁহারা বিদ্যাদান করিতেন। এই সমৃদ্ধ, আচারপূত, বিদ্যার আকরস্বরূপ, আনন্দময় বংশে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের ন্যায় 'অর্জ্জুন' নামে এক জন সুপণ্ডিত ও যুদ্ধনিপুণ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আরাধনায় ভগবান্‌কে প্রীত করিয়া ছিলেন ও মোহ জয় করিয়া হৃদয় রাজ্যে চির শান্তির সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

দীনং রোগভরৈর্বিহীনভিষজং দৃষ্ট্বা ধরামণ্ডলং
সদ্যঃ সংক্ষয়-সঙ্কয়াখিলনৃণাং সংবাদিতানাং শমৈঃ।
স্বৈর্ব্বৈত্তোপমিতা নতা নৃপচয়ৈঃ কিং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতাঃ
পুণ্ড্রার্কা জগদন্তি পাটনপটুপ্রজ্ঞা মগা ধার্ম্মিকাঃ ॥ ৪

'পুণ্ড্রাক' মগগণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সকল শাস্ত্রে, বিশেষতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন। তাঁহাদের সুচিকিৎসায় লোকে নীরোগ হইয়া সুখে কালযাপন করিতেন ও রাজন্যবর্গ তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

মার্কণ্ডেয়ার্কমূলা নিগম-ঘনবন-প্রোল্লসৎপ্রাজ্ঞসিংহা-
স্তেজোভি র্দেবকল্পাঃ হরিহরচরণ-ধ্যাননিষ্ঠা গরিষ্ঠাঃ।
সত্তর্কৈর্দিক্ষু যেষাং দশসু বুধবরা নাভিভূতা ন বাদৈঃ
কীর্ত্ত্যা কর্পূরকান্ত্যা সুরভিত-ভুবনা ভান্তি ভব্যা মগাস্তে ॥৫

'মার্কণ্ডেয়াক' মগব্রাহ্মণগণ সকল শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেবতা তুল্য তেজস্বী, বিষ্ণুভক্ত ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের যথাশাস্ত্র তর্কে সকল বাদিগণই পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বিমল-যশোরাশিতে জগৎ উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছিল।

বালার্কা যে মগাস্তে নিখিলগুণময়া সন্তি তীরে সরয্বা-
জ্যোতির্বিদ্যা সমুদ্র-প্রতরণপটবো বৈদ্যবিদ্যা-বরিষ্ঠাঃ।
নানাদেশাপ্তচিন্তা নিজকুলতিলকাঃ কামকান্তাঃ কলাভিঃ
পূর্ণাশ্চন্দ্রা ইবালং বভু রমরনিভৈঃ পূজ্যমানাঃ ক্ষিতীশৈঃ ॥৬

'বালার্ক' মগগণ জ্যোতির্বিদ্যায় ও বৈদ্যবিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহারা সরযূতীরবাসী ও কলাকলাপে সুনিপুণ হইয়া, সকল রাজন্যসমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

সোলার্কাঃ খ্যাতিযুক্তাঃ প্রচুরগুণচয়া বেদবিদ্যানিধানা-
স্তেজোভিঃ প্রজ্জ্বলন্তো হুতবহ-সদৃশা দৈবে তপোভি বরিষ্ঠৈঃ।
শিষ্টাচারানুরক্তাঃ সুহৃদয়সদয়া বেদবেদাঙ্গসারাঃ
সংস্কারাঃ সিন্ধুধারা রবয় ইব লসৎকান্তিকান্তা মগাস্তে ॥৭
কোণার্কাঃ সন্মগাস্তে সুবিমলমনসঃ সন্তি যে হন্তঃ সমুদ্রং
কোণার্কং পূজয়ন্তো মুনিসুরনিকরৈ বর্দ্ধবুদ্ধ্যার্প্যমানাঃ।
সম্মার্গা তত্ত্বনিষ্ঠাঃ স্বসুহৃদি সততং চিন্ত্যমানাশ্চ নিত্যম্‌-
বিখ্যাতা স্তে ধরণ্যাং বহুবিমলযশ শ্চন্দ্রচূড়ার্য্যানিষ্ঠাঃ ॥ ৮

'সোলার্ক' মগগণ নিখিলখগুণভূষিত, বেদবিৎ, আচারবান্, তপঃ-প্রভাবে অগ্নিসদৃশ তেজঃসম্পন্ন, দয়ালু ও সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের শরীরকান্তি সূর্য্যতুল্য ও যশঃ দিগন্ত বিস্তৃত ছিল। 'কোণার্ক' মগদ্বিজগণ সাগরোপকূলে বাস করিতেন। তাঁহাদের অন্তঃ করণ নির্ম্মল ও সদাচারে নিষ্ঠা ছিল। তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, যশস্বী ও কোণার্ক নামক সূর্য্যের ও শিবের উপাসক ছিলেন।

চাণার্কা যে মগাস্তে বিবিধপদযুক্তা ভূরিবিদ্যানিধানা-
স্তেজোভিঃ প্রজ্জ্বলন্তঃ স্বতপসি বিদিতাঃ সত্যসন্ধা গুণাঢ্যাঃ।
সদ্ধর্ম্মৈঃ সেব্যমানা নিজকুলকমলং ভাসয়ন্তঃ প্রমোদৈঃ
স্বেষ্টধ্যানৈকনিষ্ঠা নৃপসদসি সদা রেজুরুচ্চৈ বরিষ্ঠাঃ ॥ ৯
(ইতি মগব্যক্তৌ সপ্তার্কবর্ণননাম চতুর্থোল্লাসঃ।)

'চাণার্ক' মগদ্বিজগণ সর্ব্বগুণান্বিত, পণ্ডিতাগ্রণী, তেজস্বী, তাপস ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। ধর্ম্মমহিমায় তাঁহারা স্বকীয় বংশের অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন ও রাজসভায় সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথম তিনটি শ্লোক বর্জ্জিত সুপ্রাচীন লুপ্তপ্রায় এই মগব্যক্তি নামক

গ্রহ জার্ম্মান দেশে মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়। তাহা হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ডে মুদ্রিত করেন, তাহা হইতে আমি উদ্ধৃত করিলাম।

শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বোক্ত বাসস্থানগুলির বর্ত্তমান নাম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। উরু, বর্ত্তমান নাম উরুলি, পুণা জেলায়, পুণাসহর হইতে ২০ মাইল পূর্ব্বে অক্ষাংশ ১৮।৩০ উজ্জয়িনী গত মধ্য রেখা হইতে দেশান্তর দং ০।২৩ পশ্চিম।

২। খনেট বর্ত্তমান খনেট্ বা কনেট্, হিমালয়স্থ চম্বা রাজ্যের মধ্যে।

৩। চেরি বর্ত্তমান নাম চেরি বা চারি, পঞ্জাবের কাঙ্গড়া জেলায়।

৪। মথপ বর্ত্তমান মথী. অযোধ্যা প্রদেশে।

৫। কুরায়ি বর্ত্তমান কুরাই, যোধপুর রাজ্যে, বালোত্রা হইতে যোধপুর যাইবার পথে।

৬। দেবকুলী বর্ত্তমান দেওকল্লি, মজফরপুর জেলায়।

৭। ভলুনি বর্ত্তমান ভেলুনি, বোম্বাই প্রদেশে।

৮। ডুমরী বর্ত্তমান ডুমরাওন্।

৯। পডরী বর্ত্তমান পড়্রাওন্, অযোধ্যা প্রদেশে।

১০। অদয়ী বর্ত্তমান অদ্দই, কচ্ছ রাজ্যে। অক্ষাংশ ২৩।২৩ দেশান্তর দং ০।২০ পশ্চিম।

১১। ওগুরী বর্ত্তমান ওমনি, অযোধ্যা প্রদেশে। পিলিভিৎ হইতে ৬০ মাইল পূর্ব্বে, অক্ষাংশ ২৮।৪০ দেশান্তর দং ০।৫৬ পূর্ব্ব।

১২। সরাই বর্ত্তমান সরাই, অক্ষাংশ ১৪।১০ দেশান্তরদং ০।৩৯ পূর্ব্ব।

১৩। ছত্রবার বর্ত্তমান ছৎপুর, মধ্যপ্রদেশে।

১৪। অযোধ্যা প্রসিদ্ধ।

১৫। ওণি বর্ত্তমান উণিআর, জয়পুর রাজ্যে। অক্ষাংশ ২৫।২৫ দেশান্তর ১।২২ পূর্ব্ব।

১৬। জম্বু, কাশ্মীর রাজ্যে।

১৭। ভড়োলী বর্ত্তমান ভড়ৌরা, মধ্য প্রদেশে।

১৮। হর দৌলী বর্ত্তমান হরদৌলী, অযোধ্যা প্রদেশে।

১৯। বারুণার্ক বর্ত্তমান দেওবরণার্ক, শাহাবাদ জেলায়।

২০। গুণাশব বর্ত্তমান গুণা, গোয়ালিয়রে। অক্ষাংশ ২৪।৪০ দেশান্তর ০।১৯ পূর্ব্ব।

২১। কুণ্ড বর্ত্তমান কুণ্ডার্কি, মোরদাবাদ হইতে ১১ মাইল দক্ষিণে।

২২। মলৌড়ী বর্ত্তমান মরৌলী, বোম্বাইস্থিত বন্দর।

২৩। গণ্ড বর্ত্তমান গণ্ডাই, মধ্য প্রদেশে।

২২। চণ্ডরোটি বর্ত্তমান চণ্ডোর, আহমদাবাদে। অক্ষাংশ ২০।২০ দেশান্তর ০।১৬ পশ্চিম।

২৫। খণ্ডস্থূপ বর্ত্তমান খানোয়া, ভরতপুর রাজ্যে। ভরতপুর সহর হইতে ৩১ মাইল পশ্চিমে।

২৬। খজুরহ, বর্ত্তমান খজুরাহ, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত। বুন্দেলা রাজপুতদিগের প্রাচীন রাজধানী। অক্ষাংশ ২৪।৫১ দেশান্তর ০।৪৫ পূর্ব্ব।

২৭। ভেড়ী পার্কার, মধ্যপ্রদেশে ভেড়ী নামক ক্ষুদ্র রাজ্যে।

২৮। উল্লা বর্ত্তমান উল্লা, হায়দরাবাদে। অক্ষাংশ ১৯।১০ দেশান্তর ০।২৭ পূর্ব্ব।

২৯। পুণ্ড্র, গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্র নামক প্রসিদ্ধ স্থান। মালদহ জেলার অন্তর্গত বড় পাড়ুয়ার নিকট।

৩০। মার্কণ্ডের বর্ত্তমান দেওমার্কণ্ড সাহাবাদ জেলায়।

Cunninghams Archaeologicalsurvey vol XVL and XIX দ্রষ্টব্য।

৩১। লোলার্ক কাশীখণ্ডে উল্লিখিত কাশীস্থ প্রসিদ্ধ প্রাচীন সূর্য্য মূর্ত্তির পূজক ব্রাহ্মণগণ লোলার্ক নামে খ্যাত ছিল।

৩২। কোণ বর্ত্তমান কণারক, উড়িষ্যায়। বহু পুরাণে এই কোণার্ক সূর্য্যমূর্ত্তির বর্ণনা আছে। শিল্প নৈপুণ্যে এই মন্দির ভারতের মধ্যে অদ্বিতীয়।

বহু শিলালিপি হইতেও শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্য ও রাজগণের নিকট তাঁহাদের সম্মানের প্রমাণ পাওয়া যায়। গয়া জেলায় অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে যে বৃহৎ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মান রাজবংশ ও শাকদ্বীপীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশের সহিত গৌড়াধীশের মন্ত্রিবংশ শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের বিবাহ সম্বন্ধ ছিল। এজন্য বিশেষ আবশ্যকীয় এই শিলালিপি খানি অবিকল উদ্ধৃত হইল।

ওঁ নমঃ সরস্বত্যৈ।

একত্রোন্নত-গাত্র-গৌরবভরাৎ প্রাপ্তে তথা নম্রতা-
মন্যত্র শ্রিয়মুদ্বহত্যতি লঘুং তুঙ্গে ভুজঙ্গেশ্বরে।
বক্ষঃ সম্মুখ-সংভৃত-স্তনতটী সংশ্লাপসর্পং সুখং
নিদ্রা…দ… দধাতু দয়িতা মাশ্লিষ্য বিশ্বম্ভরঃ॥
দেবো জীয়াস্ত্রিলোকীমণিরয় মরুণো যন্নিবাসেন পুণ্যঃ
শাকদ্বীপঃ স দুগ্ধাম্বুনিধিবলয়িতো যত্র বিপ্রা মগাখ্যাঃ।
বংশস্তত্র দ্বিজানাং ভ্রমিলিখিত-তনোর্ভাস্বতঃ স্বাঙ্গ…
…ন্মো যানানিনায় স্বয়মিহ মহিতা স্তে জগত্যাং জয়ন্তি॥
তেষাং যঃ প্রথমঃ সমস্তনিগম-জ্ঞানাত্ম-বিদ্যাপদং
বুদ্ধ্যা ব্যাপৃত এব নিত্যযজন-ব্যাপার-পারীণয়া।

ভারদ্বাজ মুনির্বভূব ভুবনোদ্ধারাভিপাতী তপঃ
······যস্ত মুখে মগাদ্বিজমহাবংশাবতংসোপমঃ ॥
গোত্রং চ তস্ত শতশাখ মভূদভূত-
পূর্ব্বৈ স্তপোভিরথ-সুপ্রসরৈ র্যশোভিঃ।
যত্রাপরে পরমতত্ত্ববিদোঽনবদ্য-
বিদ্যাবদাত-মতয়ঃ পতয়ো দ্বিজানাম ॥
কালেনা···বিলুপ্ত বিলসাদ্বিদ্যাধনে ধন্বিনাং
বীরাণাং ধুরি চক্রপাণি রভবদ্দামোদরস্তাত্মজঃ
যো বাল্মীকি রিবাবতারিত-গিরাধারঃ স বিশ্বস্থিতে-
র্বংশস্থা······চতুর্ম্মুখ ইব ব্যাপ্তো গুণিগ্রামণীঃ ॥
অতিস্থিরা পৃথুতরা যৎকীর্ত্তিগরিমাস্পদম্।
দিকৃচক্রং যদি নারূঢ়া তদ্ ভ্রমত্যন্যথা কথম্ ॥
জাতৌ বাসব কেশবাবিব সুতৌ তস্মাৎ প্রসন্নামরৌ।
মারীচাদিব কশ্যপাদুপচিতাং ধর্ত্তুংকুলে সৎক্রিয়াং।
জ্যায়াংস্তত্র মনোরথো দশরথ স্তস্যানুজন্মা যয়ো-
র্বিদ্যাচার-শুচিত্ব-শীল-বিলসৎ কীর্ত্ত্যা পবিত্রং জগৎ।।
মুখ্যত্বেন সতাং যশোভি রখিলোদ্গীতৈঃ স্বকর্ণশ্রুতৈঃ
সন্মিত্রোপগমেন তৈরতিভৃতৈ র্ভোগৈ রযত্নোপগৈঃ।
ভ্রাত্রোরত্র যয়ো নরেন্দ্রনিহিতৈঃ সপ্রেমভিঃ প্রশ্রয়ৈঃ
শ্যামানি দ্বিষদাননানি বিদধে শুভ্রোঽপ্যদভ্রো গুণঃ ॥
তৌ ভ্রাতরাবতিতরাং সহজোদিতেন
প্রেম্না পরস্পর-মনোহরণাভিরামৌ।
সৌহার্দ-হৃষ্ট-চরিতেষু যয়োরধীরঃ
কালোঽপি ন স্খলিতমাপ কলিঃ কদাচিৎ ॥

আনীতৌ নিজরাজ্য মুজ্জ্বলয়িতুং যত্নাৎ প্রতীতাত্মনা-
সংবাসায় নরেশ্বরেণ শিবিরং শ্রীবর্দ্ধমানেন তৌ।
তস্যাজ্ঞা মবলম্ব্য তৎ কুলমিদং তাভ্যামপি প্রাপিতং
কাঞ্চিৎ কোটিমনুত্তরাং গুণভুবঃ কীর্ত্তে র্বিভূতে স্বপি॥
আসিন্ধো র্গণনীয়-গৌরব-গুণেনৈকেন সেব্যোহনয়ো-
স্তস্মিন মানপতে মহীয়সি গৃহে প্রাপি প্রতীহারতা
অন্যেনাপি পুনর্মহ...কধুরা ব্যস্তোতি বিস্তারিণা-
রেতৌ সন্ততয়ৈ র্বভূবতু রিহ প্রেক্ষৈকাঞ্জানিকৌ॥
গত্বা শ্রীপুরুষোত্তমং...বয়োদ্বয়ঃ প্রতিষ্ঠাস্পদং
পারাবারতটে পটীয়সি লসচ্চন্দ্রগ্রহানেহসি।
সর্ব্বস্বং বিততার তর্পিত-পিতৃস্তোমঃ করোল্লাসিতৈ-
স্তোয়ৈ র্যঃ পিাহস্য পর্ব্বণি বিধোঃ সাহযামাপ ক্ষণং॥
সাতত্যান্বিত কৃত্যাহুতভি রণচিতৌ চন্দ্রমৌলে স্ত্রিকালং
স্তুত্বাভি র্যস্য শৈবাগমসহিত মহামন্ত্র-পূতান্তবস্য।
এনঃ স্বেনোজ্জগার ত্রিজগতি বিদিতাদাপ্রয়াশত্বদোষা-
দিক্কং বৃদ্ধজ্বলেনোজ্জ্বলরুচি রচিরান্নিহ্নুতং হোমবহ্নিঃ॥
স্বেতার্দ্ধে তং শ্রয়াত পিতৃভীত্যাত্মনো নিস্প্রভার্দ্ধং
ধত্তে হনন্ত-প্রমিতি-রমিতাং শক্তি মুন্মুক্ত-তর্কম্।
যশ্চৈশ্বর্য্যং প্রথয়তি বিভোঃ কর্ত্তু রিত্যদ্ভুতশ্রী-
র্ভ্রান্তিং লোকস্থিতিষু ভজতে ভূয়সীং ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ॥
যস্য শ্রীমগধেশ্বরো নয়বশান্নীতিপ্রয়োগাখিল-
প্রাগভারানুভবৈ রচুম্বিত-মতি র্ব্যাসাভিধানং ব্যধাৎ॥
রাজাস্থান-সরঃ সরোরুহমিাত বৈরং পুরঃ স্মাভৃতাং
গীতো নূতন-কালিদাস ইব যঃ কালেষু বৈতালিকৈঃ॥

যঃ সন্মন্ত্রিষু চাতুরী-পরিচয়ৈ র্বাচস্পতিঃ প্রস্তুত-
প্রজ্ঞাসর্গ-বিরিঞ্চি রুচ্চ চরিতৈ রৌচিত্য-চিন্তামণিঃ।
সদ্ভাবপ্রভবো গভীরিমগৃহং রত্নত্রয়ী তাত্ত্বিকো-
ভাষাসু প্রতিভাপ্রভুঃ কলিকলাসন্দর্ভ গর্বেশ্বরঃ॥
স্মেরাপার-পরোপকার-পরমঃ প্রেমোপচারোত্তরঃ
ব্যাহারৈ র্জনতানুরাগরচনা চাতুর্য্য-চর্য্যাগুরুঃ।
ধৌরেয়ঃ সুধিয়াং সুধানিধিকলা-মৌলেঃ সদারাধন-
ধ্যানে জন্ম নিজং নিনায় সুজনঃ স্বান্তেন শান্তেন যঃ॥
পত্নী তস্য মনোরথস্য কৃতিন শ্চারিত্র্য-মুদ্রাপদং।
গৌড়াদেশ নরেশ শুদ্ধসচিব শ্রীদেবশর্ম্মাত্মজা।
মূর্ত্ত্যা সত্যমরুন্ধতীব জগতাং বন্দ্যা সতীনাং ধুরি
শ্রীমচ্ছঙ্কর আবিরঙ্কশয়িতুং সৎপুণ্য বাঞ্ছানুভূৎ॥
নাপত্যং চিরমাপতু র্যদচিতঃ তেনৈব তৌ দম্পতী
সংপত্তাবপি নূন মন্বভবতাং সংতাপ মন্তস্ততঃ।
মামারাধয়তং মুধেয়মগতি র্ভাবী সুতস্তেন বাং
প্রত্যোত স্বয় মাদিদেশ গিরিশঃ স্বপ্নে সমীপং যয়োঃ॥

স্বপ্রীতয়ো র্ভগবতো মম নামধেয়-
মাধেয় মস্য পুনরিত্যনুশাসনেন।
স্বারাধিত-স্মরহর-স্বরমানুরূপো-
রূপানুমেয়-সুনয় স্তনয়োঽজনিষ্ট॥
গঙ্গাধরাখ্যঃ স ততো জিতাত্মা
যঃ শৈশবাদ্বিশ্বজনীন-বৃত্তঃ।
বিবর্দ্ধমানঃ পরলোকভীত্যা
সদাত্মনীনং নয় মাততান॥

অভবদনুজো মহীধর-
ইতি পুত্রো মনোরথাদুদিতৌ।
আশীর্ব্বারাভিনন্দৌ,
হরিহর পুরুষোত্তমৌ দশরথাত্তু ।

সৎকল্পপ্রবণাঃ শ্রুতিপ্রণয়িনঃ শিক্ষাভিরুদ্ভাসিতাঃ
সজ্জ্যোতির্গতয়ো নিরুক্তবিশদা শ্ছন্দোবিধৌ সাধবঃ।
খ্যাতা ব্যাকরণক্রমেণ বিদুষা মত্যুচ্চধী-শীলনা-
ধেদাঙ্গপ্রতিমাঃ ষড়েব ভুবনে তে বিভ্রতি ভ্রাতরঃ ॥

তদন্তরে মাননরেন্দ্রচন্দ্রমাঃ
স রুদ্রমাণোঽঙ্গনি যেন ভূভুজা।
স্বমেদিনী-মণ্ডল মাদিকোলবদ্-
বলাদমিত্রার্ণ্ণবতঃ সমুদ্ধৃতম্ ॥

পাণি দানচণঃ প্রকোপলহরী বক্তুং চ যস্য স্বয়ং
মর্য্যাদাস্থিতিমান্ স এব জগতাং জীবাতবশ্চেৎকৃতাঃ।
তৎ কিং কল্পশাখহীন্দ্রকমঠো সা চিত্রভানুদ্বয়ী
পদ্মেন্দুনিধয়োঽস্তসামিতি বিধে র্ধিক্ প্রক্রিয়া-গৌরবম্ ॥

সূক্ষ্মং দিক্করিদণ্ড-কোটি মটিতুং ক্রান্তৌ গিরীণাং লঘু
ব্যাপ্তুং ব্যোমপৃথু স্থিতাবিহ দিশি প্রোক্তং বশিপ্রাপ্তিম্।
ক্ষীরাব্ধীন্দু-সুধাদিষু প্রভবতি ব্রহ্মাণ্ডগর্ভাদ্বহি-
র্নির্যাত্যস্তি যথেচ্ছমীশ্বর-গুণৈ রিত্যদ্ভুতং যদ্ যশঃ ॥

যুদ্ধে বদ্ধোৎসব রিপুভট-শ্রেণি······সদা যো
বন্ধুঃ শুদ্ধো বিপদি বিসরৎকার্য্য-নির্য্যাসসীমা।
শ্রেয়ান্ সভ্যঃ সদসি বিশদে বিশ্ব-বিশ্বাস-পাত্রং
পাতুং মিত্রং হৃদয় মিত্বরৎ তস্য গঙ্গাধরোঽভূৎ ॥

আচারাভরণঃ সুভাষিতচণঃ সম্প্রীতি-রত্নাপণঃ
প্রাগল্ভী-রমণঃ প্রশান্তকরণঃ কারুণ্য-পারায়ণঃ।
যঃ সৌজন্যনিধিঃ স্থিতা বসুর্ধাঃ সখ্যাস্য মুখ্যো বিধি-
ধীরত্বেঽনবধি বিধূত-বিতম-ব্যাধি ধিয়াং শেবধিঃ।
গৌড়রাজ-সুহৃদো জয়পাণে রাধিকারিক-পদোপপদস্য।
আত্মজামুদবহৎ সুভগায়াঃ পেশলাং স কিল পাশলদেবীম্
আক্রান্তো ন বৃষঃ কদাপি গতয়ে যস্মিন্নহীপাঙ্গনা
রৌদ্রীনাদ্রিয়তে স্থিতির্বিগণিতা স্তা গোত্রভিৎ সংকথাঃ।
অন্যোন্যাস্যবিলাস-বঞ্চিত-দৃশো রেকং বপুর্বিভ্রতো-
স্তৎ প্রায়ঃ শিবয়ো রণীদ মনয়ো দাম্পত্য মত্যাদৃতম্॥
সন্তোষার্জব-ধৈর্য্য-সংযম-দমানুক্রোশ-শান্ত-ক্ষমা-
মৈত্রী-সত্য-সমাধি মগ্নমনসো নারায়ণৈকাত্মনঃ।
দম্ভ-দ্রোহ-বিমোহ-লোভ-মমতা-মাৎসর্য্য মায়া মদ-
দ্বেষের্ষাদি-নিসূদনঞ্চ চরিতে যস্যাত্র সাক্ষী জনঃ॥
তেনাত্র দুঃশক মসীম-সহস্রকৃত্বঃ
কৃত্যং স্বভর্ত্তুরুচিতোন্নতয়ে সমাপ্য।
আবাল্য যৌবনমসু-প্রতিরোধি-বন্ধু-
লোকস্য চেতসি চমৎকৃতি রাচিতৈব॥
যস্যাদ্বৈতশতে স্বয়ং বিরচিতে কিঞ্চিৎ কবিত্বশ্রমঃ
স ব্রহ্মোপনিষৎ-কথাস্বধিগমঃ শুদ্ধো বিরুদ্ধোঽথবা।
ভাব্যঃ সূরিভি রেব চিত্রকবিতায়াসস্ততো দুষ্করে
ভারত্যাঃ কুরুতেঽপরান্নিজগুণ-প্রস্তাবনাং কেন সঃ॥
ধা……বর্ত্তবশাদ্বিস্বত্বর-তরু-প্রাসাদ-সপ্তাদিক-
ব্যক্তাকার-কদম্ব মম্বর মস্তু স্বেনোদ্ভবত্যভ্রিয়ম্।

স্থিত্বা তৎক্ষণতো বিপন্নমপুনর্ভাবাদ্ যথেদং তথা
মন্যেব ত্রিজগন্তি যেন জনিতঃ সৎকর্ম্ম-ধর্ম্মাদয়ঃ ॥
পুণ্যোৎপত্তি-নিমিত্ত মত্র নিজয়োঃ পিত্রোঃ পবিত্রাত্মনা
কীর্ত্যা তেন তয়োশ্চিরং রচয়তা শুভ্রাতপত্রং জগৎ।
কাসারোঽস্য মরালি পারদবস-চ্ছায়াভ্রতা মস্তসাং
যস্মিন্ ধর্ম্মংষাদ্ যশস্তদমলং মূর্ত্তং নরীনৃত্যতে ॥
স্বকীর্ত্যা সংস্তস্য প্রতিষ্ঠাসময়োৎসবে।
শুভ্রাম্বরপরীধানং জগত্তেনাত্র কারিতম ॥
আকাশঃ পবনঃ কৃশানুরুদকং ধাত্রীতি লোকত্রয়ো-
মর্ত্ত্যা ব্রহ্মবিবর্ত্তমানময়তে যাবদ্ বিচিত্রাং গতিম্।
যেত্রে শ্রেষ্ঠ-মনঃ-প্রসাদ-সদনে তাবৎ সতা মাদশা
তন্নিদ্রা মুদমান্তরেষু কুরুতাং কীর্ত্তিপ্রশস্তা ইয়ম্ ॥
ক শক্তি-বৃহৎপত্তি-ব্যাপিকর-বিবোধেন সুলভাঃ
কবীনাং পন্থান স্ত্বদিহ ননু কেহাময়গমঃ।
স্বপূর্ত্তে ত্বেশস্মিন্ স্বজন জনিতোঽনুগ্রহ-গুণঃ
প্রশস্তৌ প্রাশস্ত্যং বিতরতি স গঙ্গাধর-গিরাম্ ॥
নন্দেষু ব্যোমেন্দু (১০৫৯) সমে শকাব্দে
রুদ্রাত্মক শ্চোদ্ধরণস্য নপ্তা।
ইমাং শিলাশিল্পবরঃ প্রশস্তিং
স শূলপাণিঃ স্বয়মুচ্চখান। শাক ১০৫৯ ॥

দেবী সরস্বতীকে নমস্কার। যাঁহার শরীরস্থ ভুজগপতি নিজের সমুন্নত শরীরভরে কিঞ্চিৎ নম্র হইয়া অপরদিকে সাতিশয় শোভমান হইয়াছেন, যিনি স্বীয়পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষঃস্থলোপগত তদীয়

স্তনতটের সংসর্গ জনিত সুখাবেশে ঈষৎ নিদ্রাভাব প্রাপ্ত হইতেন, সেই বিশ্বম্ভর দেব সকলের মঙ্গল বিধান করুন।

ত্রিলোকমণি সূর্য্যদেব জয়যুক্ত হউন। যে সূর্য্যদেবের বাসজন্য দুগ্ধ সমুদ্র বেষ্টিত শাকদ্বীপ পবিত্র হইয়াছে! যে শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণগণ মগ (সূর্য্যোপাসক) নামে খ্যাত। ভ্রমিযন্ত্র (কুঁদাইবার যন্ত্র) দ্বারা সূর্য্যের শরীর হইতে উৎপন্ন সেই ব্রাহ্মণ গণের বংশ, যাঁহারা শাম্ব কর্ত্তৃক আনীত হইয়া স্বীয় মহিমায় জগতে পূজনীয় হইয়াছেন, তাঁহারা জয় যুক্ত হউক।

এই সকল মগ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি এই বর্ণিত বংশের প্রথম বা বীজপুরুষ তাহার নাম ভরদ্বাজ। তিনি সকল বেদে পারদর্শী বুদ্ধিমান্, নিত্যযজনশীল, মগদ্বিজ বংশের ভূষণস্বরূপ, ভুবনোদ্ধার জন্য আবির্ভূত, তপস্বী ছিলেন। ইঁহার বংশ শতাধিক শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। এই বংশোদ্ভব সকলেই বিদ্যা, যশ ও তপঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

এই বংশোদ্ভব দামোদরের চক্রপাণি নামে গুণিশ্রেষ্ঠ এক পুত্র জন্মে। ইনি কবিত্ব ও তপঃপ্রভাবে দ্বিতীয় বাল্মীক বলিয়া ও সাক্ষাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। মরিচিতনয় কশ্যপের ইন্দ্রোপেন্দ্র দুইপুত্রের ন্যায় এই চক্রপাণির মনোরথ ও দশরথ নামে দুই পুত্র জন্মে। ইঁহারা কুলোচিত সৎক্রিয়ার রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহাদের বিদ্যা, আচার, শুচিতা, ও স্বভাবজনিতকীর্ত্তি দ্বারা জগৎ পবিত্র হইয়াছিল। পরস্পর অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ এই ভ্রাতৃযুগলকে মানরাজপতি শ্রীবর্ণমান নামক নরপতি, রাজ্যের গৌরববৃদ্ধি জন্য নিজ রাজ্যে আনয়ন করেন এবং রাজার প্রার্থনায় ইঁহারা সেই স্থানে বাস করিতে থাকেন।

কিছুকাল পরে জ্যেষ্ঠ মনোরথ, সমুদ্রতটে পুরুষোত্তমে গমন করিয়া চন্দ্রগ্রহণ দিনে পিতৃগণের তৃপ্তিকামনায় সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া ছিলেন।

তিনি শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবান্ চন্দ্রমৌলির আরাধনা এবং নিত্য হোমানুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া ছিলেন। তাহার অমিতশক্তি ও অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল। লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। লোক-প্রসিদ্ধ ধর্ম্মকীর্ত্তি ও নীতিপ্রয়োগে তাঁহার অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা জানিয়া মগধেশ্বর ইঁহাকে দ্বিতীয় ব্যাস বলিয়া মনে করিতেন, এবং স্বীয় সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছিলেন। ইনি রাজস্থান রূপ সরোবরের পদ্মস্বরূপ ছিলেন। ইঁহার অলৌকিক কবিত্ব বিকাশে বৈতালিক সব লোকে নূতন কালিদাস নামে অভিহিত করিতেন। অনন্য সাধারণ বহু সদ্গুণে ইনি সকলের নিকট বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। গৌড়রাজ সভার প্রধান মন্ত্রি শ্রীদেবশর্ম্মার কন্যা এই মনোরথের পত্নী ছিলেন। ইনি [illegible]গুণে সতীগণের বন্দনীয়া ও সাক্ষাৎ অরুন্ধতী স্বরূপা ছিলেন। অধিক বয়স পর্য্যন্ত ইঁহার গর্ভে সন্তান না হওয়ায় অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিলেও ইঁহারা পতি-পত্নী অতিশয় দুঃখিত থাকিতেন। পরিশেষে ভগবান্ গিরিশ স্বপ্নযোগে পুত্রলাভ জন্য নিজের আরাধনায় মনোযোগী হইবার উপদেশ দিলে, ইঁহারা পতিপত্নী শিবারাধনে নিবিষ্ট হইয়া প্রথমে গঙ্গাধর নামে এক পুত্র ও কিছুকাল পরে মহীধর নামে অপর এক পুত্র প্রাপ্ত হন। গঙ্গাধর, শৈশব হইতেই পরোপকারী, পরলোকভীরু, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে যত্নবান্ ও নীতিপথাবলম্বী ছিলেন। মনোরথের কনিষ্ঠ দশরথের ও আশীর্ব্বাদ, অভিনন্দন, হরিহর, এবং পুরুষোত্তম নামে চারিটি পুত্র জন্মে। এই ছয় ভ্রাতা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণাদি বেদের ছয় অঙ্গে পারদর্শী এবং বেদের ছয়টি অঙ্গস্বরূপ ছিলেন।

অনন্তর মানরাজ বংশের চন্দ্রস্বরূপ রুদ্রমাণ নামক নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। বরাহ যেরূপ প্রলয় পয়োধি জলে নিমগ্ন বসুন্ধরাকে উদ্ধৃত করেন, তিনিও সেইরূপ ভুজবলে শত্রুরূপ জলনিধি হইতে মেদিনীমণ্ডলের

উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার দানশীলতা, গাম্ভীর্য্য ও প্রতাপাদি রাজগুণ জনিত যশোপ্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল সমুদ্ভাষিত হইয়াছিল।

মনোরথতনয় গঙ্গাধর, এই নরপতির অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলেন। গঙ্গাধর, রাজসভার শ্রেষ্ঠ, জগতের বিশ্বাসভাজন্ আচারনিষ্ঠ, মিষ্টভাষী, নীতিমান্ জিতেন্দ্রিয়, শান্তচিত্ত, দয়াবান্, সৌজন্যনিধি, অনন্যসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন। ইনি গৌড়াধিপতির প্রিয় পাত্র ও তাঁহার আধিকারিকপদে নিযুক্ত জয়পাণির কন্যা পাসল দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শিবদুর্গার ন্যায় ইঁহাদের দাম্পত্যপ্রণয় জগতে প্রশংসনীয় ছিল। সন্তোষ, সরলতা, ধৈর্য্য, সংযম, দম, অক্রোধ, শান্তি, ক্ষমা, মিত্রত্ব, সত্য, ও সমাধিতে আসক্ত থাকিয়া এই গঙ্গাধর ভগবান্ নারায়ণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ছিলেন। ইঁহার দম্ভ, দ্রোহ, বিমূঢ়তা, লোভ, মমতা, মাৎসর্য্য, মায়া, মদ, দ্বেষ, ঈর্ষাদি দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহার এইরূপ নির্ম্মল চরিত্র বিষয়ে তাৎকালীন মনুষ্যগণই সাক্ষী

প্রতিভান্বিত গঙ্গাধর, আপন প্রভুর উন্নতির জন্য অন্য সাধ্য সহস্র সহস্র সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তিনিই পিতা মাতার পুণ্যোৎপত্তি কামনায় "কাসার" নামক সরোবর নির্ম্মাণ করেন। সুনির্ম্মল এই কাসার সরোবরের ঊর্ম্মিমালা অমল, মূর্ত্তিমদ্ যশের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। যতকাল আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল, ও পৃথিবী বিরাজমান থাকিবে তত কাল এই কীর্ত্তি প্রশস্তি সাধুজনের আনন্দ দান করুক। এই নিজ নির্ম্মিত পূর্ব্বে কীর্ত্তিপ্রশস্তিতে) সুজনগণের অনুগ্রহগুণই গঙ্গাধর বাক্যের প্রাশস্ত্য বিধান করিবে। উদ্ধরণের নাতি, রুদ্রের পুত্র, শূলপাণি ১০৫৯ শকাব্দে এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়াছে।

শাহাবাদ জেলার দেও বরুণার্ক গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত মগধাধিপতি দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, দেও বরুণার্ক

গ্রামে অতি প্রাচীন কাল হইতে ভোজক ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এই স্থানের বরুণার্ক নামক সূর্য্য দেবের পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্ত মগধপতি বালাদিত্যদেব, ভোজক সূর্য্যমিত্রকে এই গ্রাম দান করেন। গুপ্তাধিকার লোপের পর বর্ম্মরাজগণের রাজত্ব কালেও তদ্বংশীয় সূর্য্য-পূজক ভোজক হংসমিত্রকে মহারাজ সর্ব্ববর্ম্মা এই গ্রাম ছাড় দেন। তৎপর অবন্তি বর্ম্মা ভোজক ঋষি মিত্রকে ছাড় দেন। এইরূপে মগধ পতি ২য় জীবিতগুপ্তও ভোজক দুর্দ্ধরমিত্রকে এই গ্রাম ছাড় দেন।

শিলালিপি খানি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, শিলালিপিখানি এই—

'বিজ্ঞাপিত শ্রীবরুণবাসি ভট্টারক প্রতিবদ্ধ ভোজক সূর্য্য মিত্রেণ উপরি লিখিত····· গ্রামাদি সংযুতং পরমেশ্বর শ্রীবালাদিত্য দেবেন স্বশাসনেন ভগবচ্ছ্রীবরুণবাসি ভট্টারক···পরিব্রাহক····.

ভোজক হংসমিত্রস্য সমাপত্যা যথাকালাধ্যাসিভিশ্চ এবং পরমেশ্বর শ্রীসর্ব্ববর্ম্ম······ভোজক ঋষিমিত্র······যত্নকং এবং পরমেশ্বর শ্রীমদবন্তি-বর্ম্মণা পূর্ব্বদত্তক মবলম্ব্য······এবং মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর··· শাসন দানেন ভোজক দুর্দ্ধর মিত্রস্যানুমোদিত·· তেন ভুঞ্জতে।'*

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই শিলালিপির যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায় যে, তিনি তৎকালে এই গ্রামে মাত্র ছয় ঘর শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছত্তর পাঁড়ে, কনিংহামকে জানাইয়াছিলেন যে, রাজা বরুণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষকে ২৯ খানি মৌজা (প্রায় ২২০০০ বিঘা জমি) দান করিয়াছিলেন। ভোজপুরের রাজা উমরাসিংহের সময় পর্য্যন্ত ২৯ মৌজাই এই ব্রাহ্মণ

* Fleet's Inscription's of the Gupta Kings, p. 217.

বংশের অধিকারে ছিল। পরে উমরা সিংহের পৌত্র কুমার সিংহ কিছু দিন হইল ঐ সকল জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া মুসলমানকে বিক্রয় করিয়াছে।*

দেওবরুণার্ক গ্রামে এখনও শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ বাস করিতেছে। এখানে জনপ্রবাদ যে রাজা স্থলোম, কুষ্ঠরোগ মুক্তির জন্য শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদিগকে গয়ায় আনয়ন করেন।

এইরূপে বহু পুরাণ, ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রভৃতি হইতে ও শিলালিপি হইতে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠতা, রাজগণের নিকট সম্মান ও গ্রহরাজ সূর্য্যের ও অন্যান্য দেবালয়ের পূজায় এবং শান্তি কার্য্যে ইঁহাদেরই এক মাত্র অধিকার জানা যায়। অন্যব্রাহ্মণ বেতনগ্রহণ পূর্ব্বক দেব পূজায় নিযুক্ত হইলে শাস্ত্রানুসারে দেবল নামে অভিহিত, ঘৃণার্হ্য ও নরকগামী হইবেন।

বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এক সময়ে সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন ছিল তৎপরে মেরুপর্ব্বত প্রথমে উত্থিত হয় এবং তাহাতে আদিদেব চতুর্মুখ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে মরীচি অত্রি প্রভৃতি দশ জন ঋষির জন্ম হয়। এই ঋষিগণের বংশধর-গণই দেব, আদিত্য, পিতৃ, রুদ্র, বসু, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক, সাধ্য, অপ্সর, নাগ, মনুষ্য, অসুর, দৈত্য, দানব, সর্প, কালেয়, পক্ষী, বৃক্ষ, বানর ও পর্ব্বত প্রভৃতি নানা নামে নানা দেশে খ্যাত হইয়াছে।

শক্রাদীংশ্চাপি পশ্যামি কৃৎস্নান্ দেবগণানহম্।
সাধ্যান্ রুদ্রাং স্তথাদিত্যান্ গুহ্যকাংশ্চ পিতৄং স্তথা॥
সর্পান্ নাগান্ সুপর্ণাংশ্চ বসূনপ্যশ্বিনাবপি।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসৌ যক্ষানৃষীংশ্চৈব মহীপতে॥

* Cuningham's Archæological Survey Reports vol, XVI, p, 65.

দৈত্য-দানব-সংঘাংশ্চ কালেয়াংশ্চ নরাধিপ।
সিংহিকাতনয়াং শ্চাপি যে চান্যে সুরশত্রবঃ॥

বনপর্ব্ব ১০৮ অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা গুহ্যকাশ্চ সরাক্ষসাঃ।
সর্ব্বভূতপিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সহ মানুষৈঃ।
স্বর্লোকবাসিনঃ সর্ব্বে দেবা ভুবি নিবাসিনঃ॥

(বায়ুপুরাণ।)

অসুরা যে তদা আসন তেষাং দায়াদবান্ধবাঃ।
সুপর্ণ-যক্ষ-গন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোবগরাক্ষসাঃ।
অষ্টৌ তে পিতৃভিঃ সার্দ্ধং নাসত্যা দেবযোনয়ঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্‌গণাঃ।
ভৃগবোঽঙ্গিরসশ্চৈব হ্যষ্টৌ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ॥

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।)

পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে আদিত্যগণই ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে সাধ্য, আদিত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। বৈবস্বত মন্বন্তরে সম্প্রতি ইঁহারা মনুর সন্তান জন্য মনুষ্য নামে অভিহিত। এই মনুষ্য-গণের সহিত দেবতা, রাক্ষস সর্প প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই বিবাহ সম্বন্ধ ছিল এবং বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ সভায় সকলেরই সমাগম হইত। যযাতির কন্যার স্বয়ম্বরে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

সতু রাজা পুনস্তস্যাঃ কর্ত্তুকামঃ স্বয়ম্বরম্।
উপগম্যাশ্রম পদং গঙ্গাযামুন-সঙ্গমে॥
গৃহীতমাল্যদামাং তাং রথ মারোপ্য মাধবীং।
পুরু র্যদুশ্চ ভগিনী মাশ্রমে পর্য্যধাবতাম্॥

নাগ-যক্ষ-মনুষ্যাণাং গন্ধর্ব্ব-মৃগ-পক্ষিণাম্ ।
শৈল-দ্রুম-বনৌকানা মাসীত্তত্র সমাগমঃ ॥

উদ্‌যোগপর্ব্ব ১২০ অধ্যায় ।

দ্রৌপদ্রীর স্বয়ম্বর সভাতেও নিমন্ত্রিত হইয়া দৈত্য, নাগাদি নানা নামে অভিহিত রাজগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও জানা যায় ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ ছিল ।

দৈত্যাঃ সুপর্ণাশ্চ মহোরগাশ্চ
দেবর্ষয়ো গুহ্যকা শ্চারণাশ্চ ।
বিশ্বাবসু র্নারদপর্ব্বতৌ চ
গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ সহ চাপ্‌সরোভিঃ ॥
কলিঙ্গ-বঙ্গাধিপ-পাণ্ড্য পৌণ্ড্রাঃ
বিদেহরাজো যবনাধিপশ্চ ।
অন্যে চ নানা নৃপপুত্রপৌত্রা-
রাষ্ট্রাধিপাঃ পঙ্কজপত্রনেত্রাঃ ॥ ইত্যাদি

(আদিপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায় ।)

দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই স্বর্গলোক অর্থাৎ মেরু প্রদেশ হইতে ভারতে সমাগত হইয়াছে ।

গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা গুহ্যকাশ্চ সরাক্ষসাঃ ।
সর্ব্বভূত-পিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সহ মানুষৈঃ ।
স্বর্লোকবাসিনঃ সর্ব্বে দেবা ভুবি নিবাসিনঃ ॥

(বায়ুপুরাণ উত্তরখণ্ড)

মনুর সন্তানগণ মেরুর পশ্চিমদিকে রাজত্ব করিতেন, তথা হইতে কাকুৎস্থের অধস্তনবংশ্য কেহ ভারত বর্ষে আসিয়া অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন।

কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্॥
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥

অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে—

অষ্টচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরযোধ্যা।
তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষা বৃতঃ॥

এই সকল হইতে এবং পূর্ব্বে মনুর সন্তানগণের ভারতাগমন যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় মেরুমণ্ডল হইতেই ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মার মানসপুত্র পূর্ব্বোক্ত মরিচ্যাদি ঋষিগণের বংশধরগণ দেবতা ও মনুষ্যাদি নামে অভিহিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের বাসস্থান, ভরত* বা আদিত্যগণের অধ্যুষিত জন্য ভারত নামে খ্যাত ছিল। ভারত বলিতে সমস্ত আর্য্যোপনিবেশকেই বুঝাইত। জম্বুদ্বীপ, শাকদ্বীপাদি সমস্ত দ্বীপই ভারত নামে খ্যাত ছিল।

প্রাচীন ভারত।

ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণ, সাগরসংবৃতদ্বীপ এই নয় খণ্ডে ভারত বা আর্য্যোপনিবেশ বিভক্ত ছিল;

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্ নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান্ তাম্রপর্ণো গভস্তিমান্॥

---

* "ভারতীলে সরস্বতী যাব সর্ব্বাঃ উপক্রতে" ইতিমন্ত্রে" ভরতঃ আদিত্য"
ইতি সায়ন ব্যাখ্যা।

ভরণাৎ প্রজনাচ্চৈব মনুর্ভরত উচ্যতে। মৎস্য পুরাণ ১১৪ অধ্যায়।

নাগদ্বীপ স্তথা সৌম্যো গন্ধর্ব্বস্তথ বারুণঃ।
অয়ন্তু নবম স্তেষাং দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥
পূর্ব্বে কিরাতা যস্য স্যুঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ২ অংশ ৩ অধ্যায়।)

এই নবমদ্বীপই বর্ত্তমান ভারতবর্ষ। ইহা কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহার পূর্ব্বদিকস্থিত ব্রহ্মদেশকে ইন্দ্র দ্বীপ বলিয়া মনে হয়। কশেরুমান্ যবন রাজের রাজ্য ছিল। তিনি মুরু জাতির অধি-পতি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ইনি আসিয়া ছিলেন।

মুরুঞ্চ নরকঞ্চৈব শাস্তি যো যবনাধিপঃ।
অপর্য্যাপ্তবলো নাম্না প্রতীচ্যাং বরুণো যথা॥

(সভাপর্ব্ব ১৪ অধ্যায়।)

ইন্দ্রদ্যুম্নো হতো কোপাদ্ যবনশ্চ কসেরুমান্।

(বনপর্ব্ব ১২ অধ্যায়।)

প্রসিদ্ধ মরক্কো দেশে মুরুজাতির বাস ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সুতরাং মরক্কোদেশও প্রাচীন ভারতবর্ষ বা আর্য্যোপনিবেশের অন্তর্গত ছিল।

"অষ্টৌ চ গর্গো যবনো দশাহঃ"
"বৃহস্পতী রাহুযুতো বিরুদ্ধো .....
নদোষ মেবং যবনা বদন্তি॥"

ইত্যাদি বহু যবনদেশীয় ঋষিদিগের মত স্মৃতিশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। শাকদ্বীপের অন্তর্গত মলয়পর্ব্বত বা গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে নির্গত তাম্রপর্ণী নদীর তীরস্থ দেশ তাম্রপর্ণ ও শাকদ্বীপের অন্তর্গত গভস্তী নদীর

তীরস্থ দেশ গভস্তিমান্ নামে অভিহিত বলিয়া মনে হয়। নাগদ্বীপ ও মলয়পর্ব্বতের সমীপস্থ দ্বীপবিশেষ। অথবা বাসুকি প্রভৃতি নাগগণের বাসস্থান পাতালের একদেশ। সুরাষ্ট্রও নাগগণের রাজ্য ছিল।

পার্শ্বে শশস্য দ্বে বর্ষে উক্তে মে দক্ষিণোত্তরে।
কর্ণৌ তু নাগদ্বীপশ্চ কাশ্যপ দ্বীপ এবচ
তাম্রপর্ণ শিলা রাজন্ শ্রীমান্ মলয় পর্ব্বতঃ॥

(ভীষ্মপর্ব্ব ৬ অধ্যায়।)

এই বাহ্লীক দেশ বা উদীচ্য দেশ যে ইক্ষু, চক্ষু বা ইক্ষুমতী নদীর সমীপস্থ ছিল, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং এই সৌম্য বা উদীচ্য দেশ ও আর্য্য দেশ বা ভারতবর্ষ। তক্ষশিলা (ট্যাক্শিলা) পুষ্কলাবতী (পেশোয়ার) গান্ধার (কান্দাহার) প্রভৃতি সিন্ধুনদের উভয়তীরস্থ দেশ গন্ধর্ব্বদেশের অন্তর্গত ছিল। গন্ধর্ব্বদেশের অন্তর্গত গান্ধার-দেশ জয় করিয়া দশরথ পুত্র ভরত নিজ পুত্র তক্ষকে তক্ষশিলা ও পুষ্কলকে পুষ্কলাবতী নগরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুবিস্তৃত শাকদ্বীপান্তর্গত অস্ত পর্ব্বতে বরুণের রাজধানী ছিল। তৎপার্শ্বস্থ দেশ বারুণ দেশ।

অস্তং পর্ব্বতরাজান মেতদাহু র্মনীষিণঃ।
এতং পর্ব্বতরাজানং সমুদ্রঞ্চ মহোদধিং।
আবসন্ বরুণো রাজা ভূতানি পরিরক্ষতি॥

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়।)

এই সমুদ্রই ক্ষীরোদসমুদ্র নামে অভিহিত ছিল। রামায়ণে এই ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরেই বরুণের আলয় বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ দিগ্-বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই বরুণের রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন।

ততঃ পাণ্ডুর মেঘাভং কৈলাসমিব ভাস্বরম্।
বরুণস্যালয়ং দিব্য মপশ্যদ্ রাক্ষসাধিপঃ॥
ক্ষরন্তীঞ্চ পয়স্তত্র সুরভিং গা মবস্থিতাম্।
যস্যাঃ পয়োঽভিনিস্যন্দাৎ ক্ষীরোদো নাম সাগরঃ॥
যস্মাচ্চন্দ্রঃ প্রভবতি শীতরশ্মি নিশাকরঃ।
অমৃতং যত্র চোৎপন্নং স্বধা চ স্বধভোজিনাম্॥

(রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ২৩ অধ্যায়।)

ব্রহ্মলোক বা মেরুপর্ব্বত হইতে নিঃসৃত এবং শাকদ্বীপকে বলয়াকারে পরিবেষ্টনকারী এক ক্ষারোদসমুদ্র হইতেই গঙ্গানদী উৎপন্ন হইয়া রম্যসরোবরে মিশিয়াছে। তথা হইতে সপ্তসিন্ধু বা সপ্তনদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই সপ্তসিন্ধুর উৎপত্তিস্থানই বরুণের রাজ্য ছিল।

যঃ সপ্তসিন্ধূন্ অদধাৎ পৃথিব্যাম্।

(তৈঃ ব্রাহ্মণম্।)

অস্তপর্ব্বতের শুভবর্ষ বরুণের রাজ্য। এইস্থানে শুভবতী নামে বরুণের সভা বহু পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে এইস্থান মেরুর দক্ষিণস্থ যমের রাজ্যের (জম্বুদ্বীপের) পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল।

সর্ব্বদেশেষু প্রখ্যাতা নাম্না শুভবতী সতী।
উদকাধিপতে রম্যা বরুণস্য মহাত্মনঃ॥ ৮৫
দক্ষিণেন পুন র্মেরো র্মানসস্যৈব মূর্দ্ধণি।
বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে॥ ৮৮

(বায়ুপুরাণ ৫০ অধ্যায়।)

দিবো বিভর্ত্তি বরুণং সমুদ্রে।
বরুণো অপা মধিপতি।

যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বেদেবাঃ।
মদন্তি তা আপো দেবী রিবমামবন্তু॥

(অথর্ব্ব বেদ)

ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে আপ, অপ প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় মানবের আদি জন্মভূমি” নামক পুস্তকে পারশ্য আপগানিস্থান প্রভৃতি অন্তরীক্ষ প্রদেশকে এবং পূর্ব্বোক্ত সপ্তসিন্ধু প্রদেশ যাহা পঞ্চনদ (পঞ্জাব) ও তৎসন্নিহিত অপর দুইটী নদী অপগা নদী (আপগান রিভার) কাবুলনদী এই সপ্তনদী বিশিষ্ট স্থানকে বরুণের রাজ্য বলিতেন। ইঁহার মতে আপগ নদী তীরস্থ শাকল নগর, শারদা স্বর্গত শ্যামপর্ব্বত* রৈবত পর্ব্বতাদিও এই সীমায় অবাস্থত। দ্বাদশ সূর্য্যের অন্যতম সূর্য্য বরুণ, আদিত্যগণের অধিপতি। মিত্র নামক সূর্য্যও বরুণত্ব করিতেন। এজন্য বশিষ্ট, সূর্য্যপুত্র, বরুণ পুত্র, মিত্রাবরুণের পুত্র নামে পরিচিত। এই বরুণের রাজ্য বারুণ-দেশ।

এই নবখণ্ড বিশিষ্ট প্রাচীন ভারতই এক সময়ে আর্য্য জাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এইজন্যই বহু পুরাণে ভারতীয় নদী ও তাহার তীরস্থ অধিবাসীর বর্ণনায় বর্ত্তমান ভারত বর্ষের বাহিরের ও বহু দেশও জাতির বর্ণনা পাওয়া যায়।

তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালা মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ।
পূর্ব্বদেশাদিকা শ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ॥
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।
তথাপরান্ত্যাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূরাভীরা স্তথার্ব্বুদাঃ॥
কারুষ মালবা শ্চৈব পারিপাত্রনিবাসিনঃ।

---

* জে, জি, বার্থোলোমিও প্রকাশিত সিটিসেন এ্যাটলাসে অঙ্কিত ব্ল্যাক্‌মাউন্টেন্‌ বা সিয়া পর্ব্বত। অক্ষাংশ ৩৪, দ্রাঃ ৬৬।

সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হুণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামা স্তথাম্বষ্ঠাঃ পারশীকাদয় স্তথা॥
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতো মহাভাগা হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ॥
(বিষ্ণুপুরাণ ২ অংশ ৩ অধ্যায়)

ভারতবর্ষে যে সাতটি কুল পর্ব্বত বর্ণিত হইয়াছে তাহারও পারিপাত্রাদি কয়েকটি বর্ত্তমান ভারতের বাহিরে অবস্থিত।

এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায়, ভগবান্ সূর্য্যের দিব্ নামক স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মনুর বংশধরগণ, যাঁহারা জম্বুদ্বীপ, শাকদ্বীপাদিতে বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই ভরত বা মনুর বা আদিত্যগণের বংশধর জন্য ভারতবাসী। তাঁহাদের দেশও ভারতবর্ষ। ভারতেরই নামান্তর জম্বু এজন্য ইলাবৃতবর্ষ কেতুমালাদি বর্ষ ও জম্বুদ্বীপ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এবং যতদূর পর্য্যন্ত আদিত্যগণের বংশধরগণ বাস করিতেন সমস্তই জম্বুদ্বীপ নামে খ্যাত হইত।

যাবত্তপতি সূর্য্যো হি জম্বুদ্বীপস্য মণ্ডলম্।
(ভীষ্মপর্ব্ব ১ অধ্যায়)

মেরোস্তু পশ্চিমে পার্শ্বে কেতুমালা মহীপতে।
জম্বুখণ্ডে তু তত্রৈব মহাজনপদো মহান্॥
(ভীষ্মপর্ব্ব ৬ অধ্যায়)

এই মনুর বংশধর রাজগণ সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। চন্দ্রবংশোদ্ভব যযাতির বংশ, ভোজবংশ নামে খ্যাত।

ঐলবংশাশ্চ যে রাজন্ তথৈবেক্ষাকবো নৃপাঃ।
তানি চৈকশতং বিদ্ধি কুলানি ভরতর্ষভ॥
যযাতে স্ত্বেব ভোজানাং কুলান্যষ্টাদশ স্মৃতাঃ।
(সভাপর্ব্ব ১৪ অধ্যায়)

মনো রিলা ইক্ষাকুশ্চ। অত্র ইলায়াঃ পুরুরবাদয়ঃ।
ইক্ষাকো নাভাগাদয়শ্চেতি সোম-সূর্য্য-বংশীয়-রাজস্থ দ্বৌ মুখ্যৌ।
(ইতি মহাভারত টীকা ব্যাখা।)

যে ভরতের নামানুসারে প্রাচীন ভারতান্তর্গত আমাদের দেশ এই সাগর-সংবৃত-দ্বীপ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে। তিনি ভোজবংশে জাত। ভোজবংশীয় পুরুর বংশধর ঋক্ষনামক রাজা, তক্ষক নাগের কন্যা জ্বালাকে বিবাহ করেন। তাঁহার বংশজাত দুষ্মন্ত রাজার পুত্রই ভরত।

পুরু বংশীয় ঋক্ষঃ খলু তক্ষক-দুহিতর মুপযেমে জ্বালাং নাম। তস্যাং পুত্রং মতিনার নামোৎপাদয়ামাস।

তদ্বংশীয়ো দুষ্মন্তঃ খলু বিশ্বমিত্র দুহিতরং শকুন্তলাং নামোপযেমে। তস্যা মস্য জজ্ঞে ভরতঃ।

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৯৫ অধ্যায়)

পাণ্ডুপুত্রগণ বাসুকি নাগের দৌহিত্রের দৌহিত্র ছিলেন।

হতাবশেষা ভীমেন সর্ব্বে বাসুকি মভ্যযুঃ।
উচুশ্চ সর্প রাজানং বাসুকিং বাসবোপমম্॥
তদা দৌহিত্রদৌহিত্রঃ পরিষক্তঃ সুপীড়িতঃ।
সুপ্রীতশ্চাভবৎ তস্য বাসুকিঃ স মহাযশাঃ॥
(মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২৮ অধ্যায়)

নাগগণ ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ভারতবর্ষ নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রভৃতি বহু কায়স্থ বাসুকিগোত্র সম্ভূত। টড্ সাহেব নাগদিগকে শাকদ্বীপি ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন।

এইরূপে ভারত বা আর্য্যদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়া আর্য্যগণ বাস করিতেন। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে পরস্পর যাতয়াত ও সামাজিক সম্বন্ধ অক্ষুন্ন ছিল। ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যগণ বা মনুর বংশধরগণ সূর্য্যোপাসক ছিলেন, এইজন্যই সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সূর্য্যোপাসকব্রাহ্মণগণের সম্মান অধিক ছিল। সূর্য্যোপাসক ভোজক ব্রাহ্মণগণের দান করার ফলাধিক্য শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শাকদ্বীপই মনুর বংশধরগণের প্রধান আবাস ভূমি। শাকদ্বীপে ভগবান্ সূর্য্যেরই উপাসনা প্রধান ছিল, এজন্য শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণেরই সূর্য্য পূজায় প্রকৃত অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ সাধারণতঃ ধনাঢ্য ধর্ম্মানুরাগিব্যক্তিগণ শিবমন্দির, রাধাকৃষ্ণের মন্দির বা কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন, পূর্ব্বকালে সেইরূপ সূর্য্যোপাসকরাজগণ সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া সূর্য্যোপাসক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ দিগকে দেবালয়ের পূজক নিযুক্ত করিতেন; এবং দেবালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বহুতর দেবত্র সম্পত্তি দান করিতেন। ইহা হইতে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। অন্য ব্রাহ্মণগণ এই দেবপূজায় নিযুক্ত হইলে তাঁহারা "দেবল" নামে পরিচিত ও নিন্দিত হইতেন। কালক্রমে সূর্য্যোপাসনার ন্যায় অন্যান্য দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হইলেও এই শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণই পূজক নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু শিবালয়ে ইঁহারা পূজক নিযুক্ত হইতেন না। বহুপ্রাচীন কাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন উপাসকের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদ, শৈব ও বৈষ্ণবের বিবাদ এদেশে যেরূপ দেখা যায়, অতি প্রাচীন কালেও সেইরূপ অগ্নি ও শিবের উপাসক দিগের সহিত বিষ্ণু বা সূর্য্যের উপাসকগণের বিবাদ হইত।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শ্বেতদ্বীপস্থিতো বিষ্ণুঃ পুরা দেবাসুরর্ষিণা।
আরাধিতো হরির্ভক্ত্যা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
প্রাদুর্ভূত্বাব্রবীদ্‌বাক্যং নারদং মুনিসত্তমং॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শৈবায় চলচিত্তায় হিংসকায়াজিতাত্মনে।
মম যজ্ঞো ন দাতব্যঃ প্রার্থমানস্য কস্যচিৎ॥

(হেমাদ্রি ব্রতখণ্ডে।)

অগ্নির উপাসক জরথুস্ত্রের মতাবলম্বি একেশ্বরবাদিগণের সহিত সূর্য্যোপাসক দিগের তুমুল বিবাদ চলিত। সূর্য্যোপাসনার প্রাধান্য থাকিলেও ক্রমে চন্দ্রের উপাসনা ও বেদমূলক অগ্নির উপাসনাও শাকদ্বীপে প্রচলিত হয়, এজন্যই বেদে ও পুরাণে এই তিন প্রকার ব্রাহ্মণেরই উল্লেখ পাই। "আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ। সৌম্যো হি ব্রাহ্মণঃ। এতে খলু বাব আদিত্যাঃ যৎ ব্রাহ্মণাঃ॥

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।

অগ্নিজাত্যা মগাঃ প্রোক্তাঃ সোমজাত্যা দ্বিজাতয়ঃ।
ভোজকশ্চাদিত্যজাত্যা দিব্যাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

(ভবিষ্যপুরাণ ব্রাহ্মপর্ব্ব।)

ক্রমশঃ বেদবিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক অগ্নিপূজায় ব্রতী হইলে, অগ্নির উপাসকগণ পতিত হন। এই অগ্নির উপাসকদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়। বোম্বাই অঞ্চলে পার্শীজাতি বাস করেন, ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইহারা মুসলমান দিগের ভয়ে ধর্ম্মরক্ষার্থ ভারতে সমাগত হইয়া ছিলেন। তাঁহারা অগ্নির উপাসক। ইহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণ এক হইয়া গিয়াছে, কেবল ব্রাহ্মণ ও

ব্রাহ্মণেতর এই দুইটী শ্রেণী বিদ্যমান আছে। ইহা সেই প্রাচীন কালের ক্ষীণ নিদর্শন মাত্র * পারসিকজাতির ভিতরে যে, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণই ছিল, তাহা তাঁহাদের আদিম ধর্ম্মশাস্ত্র জন্দঅবস্তাতেও উল্লিখিত আছে। জন্দঅবস্তার অন্তর্গত যশ্ন নামক বিভাগে (যশ্নে ১৯।৪৬) ১ আথ্রব, ২ রথএস্তাও, ৩ বাশত্রিয়ফস্যুয়ন্ট ৪ হুইতি। এই চারি বর্ণের উল্লেখ আছে। যশ্নের সংস্কৃতটীকাকার নেরিওসিংহ এই চারিটি শব্দের যথাক্রমে ১ আচার্য্য, ২ ক্ষত্রিয়, ৩ কুটুম্বী (বৈশ্য) ৪ প্রকৃতি কর্ম্মা শূদ্র) অর্থ করিয়াছেন। যশ্নে ১৯।৪৪ উল্লিখিত হইয়াছে, অহুর মজ্দের এই আদেশ, চারি পিস্ত্রই (চারি শ্রেণীই) গ্রহণ করিবে। অন্যস্থলে (যশ্ন ১৪।৯) উল্লিখিত আছে, আথ্রব (আচার্য্য) রথএস্তাও (রথস্থ বা ক্ষত্রিয়) বাশত্রিয় ফস্যুয়ন্ট (বৈশ্য বা কুটুম্বী) এই তিন শ্রেণীই মজ্দীয় ধর্ম্মের শক্তি। বর্ত্তমানে ভারতেও ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণই সমাজের শক্তি। অবস্থা শাস্ত্রের আলোচনায় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক পণ্ডিত কর্ণসাহেব লিখিয়াছেন—

"It is thus established that according to the zend Avesta the first class (pishtra) consists of teathers or priesta of Bráhmans, the second of Knight, Kshatriyas, exactly in India, consequently a division of the nobility into Bráhmans and Kshatriyas and the precedence of the Former over all the classes, is not the work of the Indian Bráhmans."

জরথুস্ত্র মতাবলম্বী শাকদ্বীপীয় ব্রাত্যক্ষত্রিয়গণ জাঠ, পালিয়া, (পাল Palas) তক্ষক, অশ্ব, রাজপুত প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছে। টড্ সাহেব কৃত রাজস্থানের ইতিহাসে রাজপুতজাতির বিষয় সবিস্তর বর্ণিত

---

* Indische theoricen over de standenverdeeting p. 11,

আছে। রাজপুতগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন, পরিশেষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাবে বেদবিধি মূলক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া সূর্য্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় ও অগ্নিবংশীয় ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইতেছেন। শৌর্য্য বীর্য্যে ইহারা ও জাঠগণই এক্ষণে ভারতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বীর জাতি। অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণও রাজপুতজাতির পৌরহিত্য ও গুরুতা করিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণাগমন।

বহু পুরাণে বঙ্গদেশে পৌণ্ড্র, ভোজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণের বাস বর্ণিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বঙ্গ ও পৌণ্ড্র দেশপতি নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞসভায় গমন করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের বাস থাকিলেই তথায় ব্রাহ্মণও থাকিবে। সুতরাং বহু প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও বাস করেন। পুরাণে পৌণ্ড্রপতি বাসুদেবের সহিত ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজগণ স্বীয় রাজ্যে দেবালয় নির্ম্মাণ করাইতেন। পূর্ব্বকালে সূর্য্যোপাসনার প্রাধান্য ছিল, এজন্য গৌড়দেশে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পৌণ্ড্র, গৌড় দেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল। স্কন্দপুরাণে পৌণ্ড্রখণ্ডে করতোয়া নদীর মাহাত্ম্যে পৌণ্ড্র ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। পৌণ্ড্ররাজগণ ক্ষত্রিয় ও বিশ্বামিত্রের বংশধর। পূর্ব্বে মগব্যক্তিগ্রন্থ হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে, পৌণ্ড্র দেশে পৌণ্ড্রার্ক সম্প্রদায়ের শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ বিখ্যাত ছিলেন। ইহারা পৌণ্ড্র রাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সূর্য্য পূজায় নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। ইহাদের কুল পঞ্জিকায় বর্ণিত আছে যে ইহারা সরস্বতী নদীর তীর হইতে আসিয়াছেন। মহাভারত পাঠে জানা যায়, সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞনিপুণ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। যে ১৮ অষ্টাদশ মহর্ষি

জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, মহর্ষি গর্গ তাঁহাদের অন্যতম। ইনি সরস্বতী নদীতীরে বাস করিতেন। বহু ঋষি জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ইঁহার নিকট সমাগত হইতেন। এই পৌণ্ড্রার্ক সম্প্রদায়ে গর্গগোত্রীয় অনেক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ আছেন। যদু বংশের কুলপুরোহিত গর্গ যে, দৈবজ্ঞ নামে পরিচিত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই পৌণ্ড্রার্ক শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ সরস্বতী নদীর তীর হইতে সমাগত জন্য সারস্বত ব্রাহ্মণ নামে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী জন্য দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত। ইঁহারা গ্রহগণনা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, গ্রহযজন, গ্রহযাজন, গ্রহোদ্দেশে দান ও গ্রহোদ্দেশে দত্ত দ্রব্যের প্রতিগ্রহ, বিপ্রোচিত এই ষট্‌কার্য্যের জন্য সাধারণতঃ গ্রহবিপ্র নামে খ্যাত। বঙ্গদেশে গ্রহবিপ্রগণের পূর্ব্বোক্ত পৌণ্ড্রার্ক ব্যতীত সরযূপারি গ্রহবিপ্র ও মধ্যশ্রেণী বা মধ্যদেশাগত গ্রহবিপ্র নামে আরও দুইটী প্রধান শ্রেণী আছে। সরযূপারি গ্রহবিপ্রগণ সরযূ নদীর তীর হইতে আগত বলিয়া আত্ম পরিচয় দান করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সরযূ নদী বা ইক্ষুনদী (অকসাস্ বা সরযূ দরিয়া) শাকদ্বীপে প্রবাহিত। এজন্য ইঁহারা পুরুষ পরম্পরা ক্রমে সরযূ তীর হইতে সমাগত বলিয়া জানিয়া আসিতেছেন। শাক্যবংশীয় রাজগণ অযোধ্যায় সমাগত হইলে অযোধ্যা শাকেত নামে ও অযোধ্যা প্রান্তবাহিনী নদী সরযূ নামে অভিহিত হইতে থাকে। এই অযোধ্যায় এখনও বহু শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। মগব্যক্তি নামক গ্রন্থে সরযূ নদীর তীরস্থ বালার্ক সম্প্রদায়ের শাকদ্বীপিব্রাহ্মণের বর্ণনা আছে। তাহাতে জানা যায় এই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ জ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে সুনিপুণ এবং রাজপূজ্য ছিলেন। সরযূপারিগ্রহবিপ্রগণের কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায়, গৌড় দেশপতি "শশাঙ্ক" পীড়িত হইয়াছিলেন। চিকিৎসায় রোগমুক্ত না হওয়ায় সরযূ নদীর তীর

হইতে দ্বাদশ জন গ্রহবিপ্র আনয়ন করেন। তাঁহারা যথাবিধি গ্রহযজ্ঞ সম্পাদন করিলে রাজা রোগমুক্ত হন এবং সমাগত এই গ্রহব্রাহ্মণদিগকে বহু ভূমিদান করিয়া এই দেশে বাস করান। রাজা শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্তের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি গুপ্তবংশীয় রাজা ছিলেন। কর্ণ-স্নবর্ণে (উত্তররাঢ়স্থ রাঙ্গামাটী গ্রামে) তাঁহার রাজধানী ছিল। ইনি বৌদ্ধবিদ্বেষী গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তিনিই বোধগয়ার বোধিদ্রুমের ধ্বংসের চেষ্টা ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বি প্রসিদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সহোদর রাজ্যবর্দ্ধনের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও সদাচার ছিল। তৎপূর্ব্ববর্ত্তি গুপ্তরাজ "বালাদিত্য" শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণকে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহা ২য় জীবিত-গুপ্তের শিলালিপি হইতে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতীয় রাজগণ নিজ নিজ নামে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই বালাদিত্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরয়ূ নদীর তীরস্থিত বালার্ক নামক সূর্য্যের পূজক বালার্ক সম্প্রদায়ের শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণকেই রাজা শশাঙ্ক স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করিয়া ছিলেন।

হুগলি বর্দ্ধমান প্রভৃতি রাঢ় দেশে ও ঢাকা, মৈমনসিংহের কিয়দংশ পাবনার কিয়দংশে রাঢীয় গ্রহবিপ্র নামে এক সম্প্রদায়ের শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ আছেন, ইঁহারা মধ্যদেশ হইতে সমাগত বলিয়া কুল পঞ্জিকায় উল্লিখিত আছে। শাকদ্বীপ, বৈদিক মধ্যদেশের অন্তর্গত, অযোধ্যাও পৌরাণিক মধ্য দেশের অন্তর্গত, স্নতরাং এই দুই সম্প্রদায়ে শাস্ত্রীয় কোন পার্থক্য নাই, দুই সম্প্রদায়ে বিবাহ সম্বন্ধও প্রচলিত আছে। পূর্ব্বোক্ত পৌণ্ড্রার্ক সম্প্রদায়ের সহিতও ইহাদের বিবাহাদি সম্বন্ধ আছে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সকল দেশেই ধর্ম্মবিপ্লব ও রাজ্যবিপ্লব ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন বৈদিকধর্ম্মের নানা বিপ্লবের পরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল, তৎপরে বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। শকজাতিরাও সেইরূপ প্রাচীন বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক জরথুস্ত্রের প্রবর্ত্তিত একেশ্বর বাদ মূলক অগ্নিপূজায় আসক্ত হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিলে, শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ মহর্ষি বশিষ্ঠের শ্যালক (অরুন্ধতীর সহোদর ভ্রাতা) মহর্ষি নারদের পরামর্শে, শাম্বকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যপূজায় নিযুক্ত হইয়া সূর্য্যোপাসক সকল শাকদ্বীপ ব্রাহ্মণগণ শাকদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আগমন করেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বর্জ্জিত শকজাতি নিন্দিত হইতে থাকে।

শনকৈশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

(মনু)

এই অগ্নি পূজক দিগকেই শুক্রাচার্য্য, তোমরা সর্ব্বভক্ষ হও অর্থাৎ সকল জাতি এক হও বলিয়া শাপ প্রদান করিয়া ভারতে আগমন করেন। শকক্ষত্রিয়গণ, কালে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজপুত ক্ষত্রিয় নামে এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণ নবশাক প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহারা এইক্ষণে শকজাতি বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়। বৈশিষ্ট হারাইলে সকল জাতিরই এই দশা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শকজাতির মধ্যে পালিয়া Palas বা পাল একটী শাখা ছিল। পালরাজগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন। ফেরিস্তা ও রিয়াজউসলাতিন* নামক মুসলমান ইতিহাসলেখকের মতে খৃষ্টজন্ম ৬০০ বর্ষ পূর্ব্বে শাকলাধীপ পালরাজগণ, পূর্ব্বভারত জয় করিয়া গৌড়নগর স্থাপন করেন। বিগ্রহপালের প্রাচীন মুদ্রায় শকরাজ কনিষ্কের মুদ্রার ন্যায়

* Vide Riyaz Translated by Maulavi Abdussalan p. 53-54.

সূর্য্যবেদী, সূর্য্যমূর্ত্তি ও সূর্য্যবোধক "ম" অক্ষর খোদিত দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিৎ-পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে শাকদ্বীপী ক্ষত্রিয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চেষ্টায় আবিষ্কৃত গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় "রামগুরব মিশ্র" নামক জামদগ্ন্য গোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণের বংশ এই পালরাজগণের মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

জমদগ্নিকুলোৎপন্ন সম্পন্নক্ষত্র-চিন্তকঃ।
নাম্নঃ গুরবমিশ্রঃ শ্রীরামো রাম ইবাপরঃ॥

এই মন্ত্রিবংশ জ্যোতিষশাস্ত্রে ও শান্তিকার্য্যে পারদর্শী ছিলেন। পালরাজগণ বিজয়কামনায় ইঁহাদের শান্তিজল অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতেন।

যস্যেজ্যাসু বৃহস্পতি-প্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধি-মেখলস্য জগতঃ কল্যাণমত্বা চিরং
শ্রদ্ধাম্ভঃপ্লুতমানসো নতশিরা জগ্রাহ পূতং পয়ঃ॥

(গরুড়স্তম্ভলিপিঃ।)

পালরাজগণ ইঁহাদিগকে বহু ব্রহ্মত্র ভূমিদান করিয়াছেন "গৌড়লেখ-মালায়" ইহার বর্ণনা আছে। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে এস্থানে উল্লিখিত হইল না।

পূর্ব্বে মানরাজগণের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবংশ হইতে দেখাইয়াছি, সেই পণ্ডিতবংশের সহিত বঙ্গদেশের গৌড়রাজসভার এই মন্ত্রিবংশের বিবাহ সম্বন্ধ ছিল। পালরাজ্যের অবসানের পর পালরাজগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কায়স্থাদি জাতিতে আত্মগোপন করিয়াছেন। তৎকালের শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণও কেহ "সপ্তশতী" নামক কৃত্রিমনামে আত্মগোপন করিয়া রাঢ়া, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন।

সপ্তশতীব্রাহ্মণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দশদিকে দশশত করধারী ভগবান্ সূর্য্যের সপ্তদিকের সপ্তশত কিরণবিশিষ্ট সাতটী রশ্মিই সাতটী গ্রহ নামে আখ্যাত। সুতরাং গ্রহবিপ্র ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বিভিন্ন নহে। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত শাকদ্বীপিব্রাহ্মণগণের ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের গাঞি প্রায় অভিন্ন। নিম্নে কতকগুলি প্রদত্ত হইল—

শাকদ্বীপির গাঞি বা পুর	সপ্তশতীর গাঞি বা পুর
উল্লার্ক	উল্লুক
কুরৈঅরি	কেঁচোরি
পিতিআরক	পিতারি
বাড় আরি	বেড়ু
ডিহিক	ডহাড়
সরৈ আর	সুরাই

ইত্যাদি।

পুরাণে বহু নদী, কোন প্রসিদ্ধ রাজার পত্নী, কন্যা বা মাতৃরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন যমুনা নদী সূর্য্যের কন্যা, গঙ্গানদী শান্তনু রাজার স্ত্রী ও ভীষ্মের মাতা, সেইরূপ সরস্বতী নদী ও মনুর স্ত্রীরূপে বর্ণিত। মেরুর পশ্চিমে মনুর রাজত্ব ছিল সুতরাং সরস্বতী নদীও মেরুর পশ্চিমে। ঋগ্‌বেদ পুরাণাদি হইতে জানা যায়, মেরুর চারিদিকে চারিটিপ্রধান নদী ছিল। দক্ষিণে গঙ্গা (অলকনন্দা), পশ্চিমে চক্ষু, পূর্ব্বে সীতা, উত্তরে ভদ্রা নদী প্রবাহিত।

বিষ্ণুপাদ-বিনিষ্ক্রান্তা প্লাবয়িত্বেন্দুমণ্ডলম্।
সমন্তাদ্ ব্রহ্মণঃ পূর্য্যাং গঙ্গা পততি বৈ দিবঃ॥

সা তত্র পতিতা দিক্ষু চতুর্দ্ধা প্রতিপদ্যতে।
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ বৈ ক্রমাৎ ॥
চক্ষুশ্চ পশ্চিমগিরীনতীত্য সকলাং স্ততঃ।
পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষং গত্বৈতি সাগরম্ ॥

(বিষ্ণু পুরাণ ২ অংশ ২ অধ্যায়)

এই চক্ষু নদীই সরস্বতী নামে কীর্ত্তিত হইত। এই সরস্বতী নদী তীরেই দৈবজ্ঞ, গর্গ নামক ঋষি বাস করিতেন।

জে, জি, বার্থোলোমিও (J. G. Bartholomew) প্রকাশিত সিটিসেন এ্যাট্‌লাস্ Citizens Atlas. ৮৫ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে জানা যায়, চক্ষু (Oxus) নদী বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া কাশ্যপ হ্রদ (কাস্পিয়ান সাগর)* আরহ্রদ (আরলহ্রদ) প্রভৃতিতে মিশিয়াছে। ইহার কোন শাখা অক্সাস (ওল্ডনেম্ সরযূদরিয়া) নামে কোন কোন শাখা অকৃসাস্ (সীর দরিয়া) প্রভৃতি নামে অঙ্কিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদ ৪।৫৭।৬ মন্ত্রে ও ৪।৫৭।৭ মন্ত্রে সীতা নদীর ও ৪।৫৭।৫ মন্ত্রে সীরা নদীর বর্ণনা আছে।

পৌণ্ড্র দেশে আগত শাকদ্বীপিব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায়, ইহারা সরস্বতী নদীর তীর হইতে সমাগত। এজন্য এই ব্রাহ্মণগণ সারস্বত ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত ছিলেন। ইহারাই সারস্বত শব্দের অপভ্রংশে সাতশতী ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত হইয়াছিলেন।

৶বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের কারিকায় লিখিত আছে "সারস্বত-দেশীয় বিপ্রাঃ সপ্তশতীতি ভাষায়াং কথ্যতে নতু সপ্তশতাঃ"

কুলপঞ্জিকা হইতে অবগত হওয়া যায়, ব্রাহ্মণগণ আদিশূরকে অযাজ্য মনে করিতেন এজন্য আদিশূর সুদূরবর্ত্তী কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন

* মহাহ্রদং সমাসাদ্য কাশ্যপ স্তপসি স্থিতঃ। (মহাভারত বনপর্ব্ব।)
এই মহাহ্রদই কাস্পিয়ান সাগর।

ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহারা রাজার যজ্ঞ সমাপন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে, কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে অযাজ্য যাজন দোষে পতিত বলিয়া মনে করেন। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে পুনরায় বঙ্গদেশে আদিশূরের নিকট সমাগত হন এবং আদিশূরের আজ্ঞায় বাধ্য হইয়া সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে কন্যা দান করেন

নৃপাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ কন্যাঃ সপ্তশতী দ্বিজাঃ।
রাঢ়ায়াং বহুধান্যায়াং শ্বশুরালয়-সন্নিধৌ ॥
নিবাসো রুরুচ তেভ্যঃ সমাদৃত্য সুহৃজ্জনৈঃ।
সদৃশান্ জনয়ামাসু স্তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ ॥
মাতুলাশ্রয়বাসাশ্চ মাতুলাশ্রয়বর্দ্ধিতাঃ।
সুনাতাশ্চৈব বিদ্বাংসো গৌড় রাজ-নমস্কৃতাঃ।
রাঢ়ায়াঃ সুগমাসীরন্ পুত্রদারাদিভি র্যুতাঃ ॥

(গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৫ অধ্যায়।)

ফুলো পঞ্চাননের উক্তি হইতেও এই বিষয়ের যাথার্থ জানা যায়, তাহার উক্তি এই—

গৌড়দেশে যজ্ঞ করে হইল অধোগতি।
কান্যকুব্জ ঠেলে ফেলে তোলে সাত শতী ॥
আদিশূর যজ্ঞে হল অযাজ্য যাজন।
সাতশতী হতে দোষ হইল মার্জ্জন ॥

(এডুকেশন গেজেট, কুলশাস্ত্র প্রবন্ধ ১৩০৫ ৭ বৈশাখ।)

ক্রমশঃ রাজার অনুগ্রহে এই পঞ্চব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণাদির বংশধরগণ ক্ষমতাপন্ন হইতে লাগিলেন কিন্তু সপ্তশতীগণ আপন সমাজ হইতে ভ্রষ্ট ও লাঞ্ছিত হইয়া ক্রমশঃ হীন ভাবাপন্ন হইতে লাগিলেন। এজন্য

পরবর্ত্তি কুলপঞ্জিকায় (পার হইয়া ভেলাকে লাথি দেওয়ার ন্যায়) সপ্তশতী অপেক্ষা এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য, ঘটকগণ সপ্তশতীগণের নিন্দা ও সপ্তশতীগণের কন্যা গ্রহণ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের হীনতারই ইঙ্গিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কান্য কুব্জের শ্রী গেল সাতশতী মান্য হল
তার কন্যায় করে বন্ধন।
দৌহিত্রে পিণ্ড দিল চক্রবর্ত্তি উদ্ধার হল
কন্যাদানে গোষ্ঠীপতি খ্যাতি।
সাতশতী দ্বিজ যারা মিশেল হইল তারা
কান্যকুব্জ দ্বিজ সমাগতে।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ধৃত নুলোপঞ্চানন কারিকা।)

নুলো পঞ্চানন ঘটকাচার্য্য আরও বলিয়াছেন—

শুন রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী বিচার।
কেহ আগে কেহ পাছে এই মাত্র সার॥

পঞ্চ ব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণাদি যাঁহারা রাজার যজ্ঞ সম্পাদন জন্য এদেশে আসিয়া শ্বশুরালয়ের নিকটে রাঢ় দেশে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের দেশে (কান্যকুব্জে) অবস্থিত এই পাঁচজনের পাঁচটি পুত্র সমাজে লাঞ্ছিত হইয়া রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে বারেন্দ্র দেশে বাসস্থান দান করিলেন। রাঢ়দেশবাসী ভট্ট নারায়ণাদি পাচজন ও বারেন্দ্র দেশবাসী তাঁহাদের পুত্র পাঁচজন হইতে রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ ও বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা এইক্ষণ বঙ্গের অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেশী কিন্তু সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বঙ্গে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং ইহার মধ্যে কি রাজনৈতিক বা সামাজিক গূঢ় রহস্য রহিয়াছে তাহা বুঝা যাইতেছে না। এজন্য সম্বন্ধ

নির্ণয় প্রভৃতি বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস লেখকগণ সহজ কথায় বলিয়া দিয়াছেন, এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, গ্রহবিপ্র প্রভৃতির ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। কায়স্থজাতিরও এইরূপ সামাজিক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাঁহারা ভৃত্য ভাবে যে পাঁচজন আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, তাঁহারা অযাজ্য যাজন দোষ দুষ্ট নহেন, তাঁহারা কেন স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া এদেশে বাস করিলেন, ইঁহারা কোন জাতির সহিতই বা বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন, ইহারও গবেষণা হওয়া উচিত।

ভিন্ন ভিন্ন কুলপঞ্জিকায় পাঁচজন ব্রাহ্মণের আগমনেরও ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কেহ বলেন গৌড় দেশে অনাবৃষ্টি হওয়াতে, কেহ কহেন আদিশূর আপন স্ত্রীর ব্রত নির্ব্বাহ জন্য ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন।

(এডুকেশন গেজেট ২০ মার্চ্চ ১৮৫৭ খৃঃ।)

বৈদ্যদিগের কুলজী মতে আদিশূর অপুত্রক ছিলেন, পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করাইবার জন্য ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন।

রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি মিশ্র কুলরাম গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

আদিশূর কাশীর অধিপতির নিকট বেদপারগ ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। কাশীর রাজা ব্রাহ্মণ দিতে অস্বীকার করাতে আদিশূর তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া করস্বরূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন।

গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৩৯ পৃষ্ঠা।

এই সকল নানা প্রকারের মত ভেদ দেখিয়াই প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রি মহোদয় বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি।"

বঙ্গীয় শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট

হারাইয়া অন্যের (রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের) সহিত মিশিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র বেদাঙ্গ।

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ।
জ্যোতিষাং নিচয় শ্চেতি বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্ ॥

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, বেদের এই ছয়টী অঙ্গ।

যথাশিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মনয়ো যথা।
তদ্‌বদ্ বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং জ্যোতিষং মূর্দ্ধনি স্থিতম্ ॥

শিখা, যেরূপ ময়ূরের মস্তকে থাকে, মণি যেমন সর্পের মস্তকে থাকে, সেইরূপ জ্যোতিষও অপর বেদাঙ্গের মস্তকে অবস্থিত অর্থাৎ সকল বেদাঙ্গ মধ্যে জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ।

শ্রেষ্ঠত্বে কারণ।

শব্দশাস্ত্রং মুখং জ্যোতিষং চক্ষুষী
শ্রোত্র মুক্তং নিরুক্তঞ্চ কল্পঃ করৌ।
যা তু শিক্ষাস্য বেদস্য সা নাসিকা
পাদপদ্মদ্বয়ং ছন্দ আদ্যৈ র্বুধৈঃ ॥
বেদচক্ষুঃ কিলেদং স্মৃতং জ্যোতিষং
মুখ্যতা চাঙ্গমধ্যেঽস্য তেনোচ্যতে।
সংযুতোঽপীতরৈঃ কর্ণনাসাদিভি-
শ্চক্ষুষাঙ্গেন হীনো ন কিঞ্চিৎকরঃ ॥

(সিদ্ধান্ত শিরোমণি গোলাধ্যায়)

শব্দশাস্ত্র (ব্যাকরণ) বেদের মুখ, জ্যোতিষশাস্ত্র চক্ষুদ্বয়, নিরুক্ত কর্ণদ্বয়, কল্প হস্তদ্বয়, শিক্ষা নাসিকা, ছন্দ পদদ্বয় বলিয়া কথিত।

জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদের চক্ষু এজন্য সকল অঙ্গ অপেক্ষা জ্যোতিষ শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ। কর্ণনাসিকাদি অপর অঙ্গ থাকিলেও চক্ষু হীন ব্যক্তি অকিঞ্চিৎকর হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বিজগণের পাঠ্য।

তস্মাদ্ দ্বিজৈরধ্যয়নীয় মেতৎ
পুণ্যং রহস্যং পরমঞ্চ তত্ত্বং।
যো জ্যোতিষং বেত্তি নরঃ স সম্যগ্-
ধর্ম্মার্থ কামান্ লভতে যশশ্চ॥

(সিদ্ধান্ত শিরোমণি গোলাধ্যায়)

জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদাঙ্গ জন্য ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণেরই পাঠ্য, পবিত্র, গোপনীয়, পরমতত্ত্ব এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র যিনি জানেন, তিনি ধর্ম্মার্থ-কাম ও যশঃ প্রাপ্ত হন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজন।

গ্রহণ-গ্রহ-সংক্রান্তি যজ্ঞাধ্যায়ন-কর্ম্মণাম্।
প্রয়োজনং ব্রতোদ্বাহক্রিয়াণাং কালনির্ণয়ঃ॥

(কশ্যপ।)

গ্রহণ, গ্রহের সংক্রমণ, যজ্ঞ, বেদাদিপাঠ, ব্রত, বিবাহ প্রভৃতির সময় নিরূপণ, জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজন।

বেদা হি যজ্ঞার্থ মভিপ্রবৃত্তা
কালানুপূর্ব্বা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ।

তস্মাদিদং কালবিধানশাস্ত্রং
যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞান্॥
(বেদাঙ্গ জ্যোতিষ।)

স্বর্গ কামনায় অশ্বমেধযাগ করা উচিত ইত্যাদি বেদ বাক্য সকল কেবল যজ্ঞ প্রবৃত্তি দায়ক, কিন্তু যজ্ঞ সময় সাপেক্ষ, এজন্য যিনি যজ্ঞের কাল বিধায়ক জ্যোতিষ শাস্ত্র জানেন, তিনি যজ্ঞও জানেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের তিন স্কন্ধ।

সিদ্ধান্ত-সংহিতা-হোরা-রূপ স্কন্ধ ত্রয়াত্মকম্।
বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষু জ্যোতিঃশাস্ত্র মকল্মষম্।
বিনৈতদখিলং শ্রৌতস্মার্ত্তং কর্ম্মং ন সিদ্ধ্যতি।
তস্মাজ্জগদ্ধিতায়েদং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
অতএব দ্বিজৈ রেতদধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ॥ (নারদ।)

সিদ্ধান্ত, সংহিতা ও হোরা এই তিনটী স্কন্ধে ভাগে) বিভক্ত পবিত্র জ্যোতিষ শাস্ত্র, বেদের নির্ম্মল চক্ষু। জ্যোতিষ শাস্ত্র ব্যতীত বৈদিক বা স্মার্ত্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য জগতের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মা এই শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দ্বিজগণের এই শাস্ত্র অবশ্য পাঠ্য।

শূদ্রকে জ্যোতিষশিক্ষা দেওয়া মহাপাপ।

স্নেহাল্লোভাচ্চ মোহাচ্চ যে বিপ্রোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
শূদ্রাণামুপদেশন্তু দত্ত্বাৎ স নরকং ব্রজেৎ॥ (গর্গ।)

জ্যোতিষাধ্যয়নে মহাফল।

জ্যোতিশ্চক্রেতু লোকস্য সর্ব্বস্যোক্তং শুভাশুভং।
জ্যোতিজ্ঞানন্তু যো বেদ স যাতি পরমাং গতিম্॥ (গর্গ।)

জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা সকলের শুভাশুভ ফল জানা যায়। জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পরম গতি (মোক্ষ) লাভ করেন।

ন সংবৎসরপাঠী চ নরকেষূপপদ্যতে।
ব্রহ্মলোক-প্রতিষ্ঠাঞ্চ লভতে দৈবচিন্তকঃ॥

(বরাহ।)

জ্যোতির্ব্বিদ্গণ নরকগামী হন না। ইঁহারা ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হন।

দিব্যং চক্ষু গ্রহাণান্তু দর্শিতং জ্ঞান মুত্তমম্।
বিজ্ঞায়ার্কাদি-লোকেষু স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্॥

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত।)

জ্যোতিষশাস্ত্রদ্বারা গ্রহজ্ঞান হয়। জ্যোতিষজ্ঞ ব্যক্তি সূর্য্যাদি লোকে গমন করেন।

জ্যোতির্ব্বিদের পূজ্যতা।

গ্রন্থতশ্চার্থত শ্চৈব কৃৎস্নং জানাতি যো দ্বিজঃ।
অগ্রভুক্ স ভবেৎ শ্রাদ্ধে পূজিতঃ পংক্তিপাবনঃ॥

যে ব্রাহ্মণ অর্থের সহিত সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন, তিনি পংক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাঁহাকেই শ্রাদ্ধে সর্ব্বাগ্রে ভোজন করান কর্ত্তব্য।

পুরোহিত ও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের পূজায় রাজ্যের উন্নতি।

দেবা যত্র চ পূজ্যন্তে সাংবৎসর-পুরোহিতৌ।
গুরবো গ্রহনক্ষত্রং তদ্রাজ্যং ভূতিলক্ষণম্॥

(বরাহ।)

দেবতা, জ্যোতির্ব্বিদ্, পুরোহিত, গুরু, গ্রহ ও নক্ষত্রের পূজা দ্বারা রাজ্যের উন্নতি হয়।

জ্যোতির্ব্বিদের সংজ্ঞা।

সাম্বৎসরো জ্যোতিষকো দৈবজ্ঞগণকাবপি।
স্যু মৌহূর্ত্তিক মৌহূর্ত্ত-জ্ঞানি-কার্ত্তান্তিকা অপি॥

(অমরকোষ।)

সাম্বৎসর, জ্যোতিষিক, দৈবজ্ঞ, গণক, মৌহূর্ত্তিক, মৌহূর্ত্ত, জ্ঞানী, কার্ত্তান্তিক এই কয়টি জ্যোতির্ব্বিদগণের নাম।

জ্যোতির্ব্বিদ্ দর্শনে পুণ্য লাভ।

এবম্বিধস্য শ্রুতিনেত্র-শাস্ত্র-
স্বরূপভর্ত্তুঃ খলু দর্শনং বৈ।
নিঃস্যাশেষং কলুষং জনানাং
ষড়ব্দজং ধর্ম্মসুখাস্পদং স্যাৎ॥ (মাণ্ডব্য)

বেদের চক্ষু স্বরূপ জ্যোতিঃশাস্ত্র যিনি জানেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ছয় বর্ষের সকল পাপনাশ হইয়া ধর্ম্ম ও সুখ লাভ হইয়া থাকে।

পুরোধা গণকো মন্ত্রী বৈদ্যশ্চাপি চতুর্থকঃ।
প্রাতঃ কালেষু দ্রষ্টব্যো নিত্যং হি শ্রিয়মিচ্ছতা॥

প্রাতঃকালে পুরোহিত, জ্যোতির্ব্বিদ্, মন্ত্রী ও চিকিৎসকের দর্শনে লক্ষ্মীলাভ হয়।

দৈবজ্ঞ-গুরু-বৈদ্যানাং সভাস্তার-পুরোধসাং।
তেষামপি প্রবক্ষ্যামি তথা ভবনপঞ্চকং॥

(মৎস্য পুরাণে ২৫৪ অধ্যায়।)

রাজার আশ্রিত দৈবজ্ঞ, গুরু, বৈদ্য, সভাপণ্ডিত ও পুরোহিতের পঞ্চ-প্রকার ভবনের বিষয় বলিতেছি।

জ্যোতির্ব্বিদের পোষণ রাজার কর্ত্তব্য।

বৈদ্যঃ পুরোহিতো মন্ত্রী দৈবজ্ঞশ্চ চতুর্থকঃ।
এতে রাজ্ঞা সদা পোষ্যাঃ কৃচ্ছ্রেণাপি স্ত্রিয়ো যথা॥

(রাজমার্ত্তণ্ড)

অর্থের অভাব সময়েও বৈদ্য, পুরোহিত, মন্ত্রী ও দৈবজ্ঞ এই চারিজন, স্ত্রীর ন্যায় রাজার অবশ্য প্রতিপালনীয়।

যস্তু সম্যগ্ বিজানাতি হোরা-গণিত-সংহিতাঃ।
অভ্যর্চ্চ্যঃ স নরেন্দ্রেণ স্বকর্ত্তব্য-জয়ৈষিণা॥

হোরা, গণিত, সংহিতা, জ্যোতিষের এই বিভাগত্রয় পরিজ্ঞাত। জ্যোতির্ব্বিদ্, রাজার পূজনীয়।

কচ্চিদঙ্গেষু নিষ্ণাতো জ্যোতিষাং প্রতিপাদকঃ।
উৎপাতেষু হি সর্ব্বেষু দৈবজ্ঞঃ কুশল স্তব॥

সভাপর্ব্ব ৫ অধ্যায়।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, অঙ্গে (সামুদ্রিকে) পটু, গ্রহনক্ষত্রজ্ঞ, উল্কাদি উৎপাতজ্ঞানে নিপুণ দৈবজ্ঞ, তোমার সভায় আছে কি? রাজ-সভায় দৈবজ্ঞ রাখা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুট-প্রত্যয়কারকং।
শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ॥ ব্যাসসংহিতা।

সিদ্ধান্ত, সংহিতা ও হোরা জ্যোতিষের এই তিনটি স্কন্ধে অভিজ্ঞ, গণনার প্রত্যক্ষতা সম্পাদক ও বেদজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে রাজা সভায় নিযুক্ত করিবেন।

ন তৎ সহস্রং করিণাং বাজিনাং বা চতুগুর্ণং।
করোতি দেশকালজ্ঞো যদেকো দৈবচিন্তকঃ॥

দেশ কালজ্ঞ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ রাজার যত উপকার করিতে পারেন, সহস্র হস্তী বা চতুঃসহস্র ঘোটক ও তত উপকার করিতে পারে না।

ন তথেচ্ছতি ভূপতেঃ পিতা জননী বা স্বজনোঽথবা সুহৃৎ।
স্বযশোঽভিবৃদ্ধয়ে যথা হিতমাপ্তঃ সবলস্য দৈববিৎ॥

উপকার প্রাপ্ত দৈববিৎ যশোবৃদ্ধির জন্য রাজার যত উপকার করেন, পিতা, মাতা, স্বজন বা সুহৃদেরাও রাজার তত উপকার করিতে পারে না।

দৈবজ্ঞহীন দেশে বাস নিষেধ।

ন সাম্বৎসরিকে দেশে বস্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
চক্ষুর্ভূতো হি যত্রৈষ পাপং তত্র ন বিদ্যতে॥

যেদেশে জ্যোতির্ব্বিদ্ নাই সেদেশে বাস করিবে না ; ধর্ম্মকার্য্যে চক্ষু স্বরূপ জ্যোতির্ব্বিদ্ যে স্থানে অবস্থান করেন, সে স্থানে পাপ থাকিতে পারে না।

মুহূর্ত্ত-তিথি-নক্ষত্র মৃতব শ্চায়নানি চ।
সর্ব্বাণ্যেবাকুলানি স্যু র্নস্যাৎ সাম্বৎসরো যদি॥

(বরাহঃ।)

জ্যোতির্ব্বিদ্ না থাকিলে মুহূর্ত্ত, তিথি, নক্ষত্র, ঋতু, অয়ন কিছুই জানা যায় না।

অপ্রদীপা যথা রাত্রি রনাদিত্যং যথা নভঃ।
তথাসাম্বৎসরো রাজা ভ্রমত্যন্ধ ইবাধ্বনি॥
তস্মাৎ রাজাভিগন্তব্যো বিদ্বান্ সাম্বৎসরোঽগ্রণীঃ।
জয়ং যশঃ শ্রিয়ং ভোগান্ শ্রেয়শ্চ সমভীপ্সতা॥

প্রদীপহীন রাত্রি বা সূর্য্যহীন আকাশের ন্যায় জ্যোতির্ব্বিদ্ হীন রাজা পথে অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করেন। এজন্য জয়, যশ, লক্ষ্মী, ভোগ, মঙ্গল অভিলাষী রাজা, বিদ্বান্ জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে সঙ্গে লইয়া গমন করিবেন।

দৈবজ্ঞ অনাদরে দোষ।

কৃৎস্নোপাঙ্গ-কুশলং হোরা-গণিত-নৈষ্ঠিকং।
যো ন পূজয়তে রাজা স নাশ মুপগচ্ছতি॥

যে রাজা, হোরা ও গণিতশাস্ত্রে কুশল জ্যোতির্ব্বিদের পূজা না করে, সে নাশ প্রাপ্ত হয়

জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক।

সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্ঠোঽত্রিঃ পরাশরঃ।
কশ্যপো নারদো গর্গো মরীচি র্মনু রঙ্গিরাঃ॥
রোমকঃ পৌলিশশ্চৈব চ্যবনো যবনো ভৃগুঃ।
শৌনকোঽষ্টাদশ চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ॥

সূর্য্য, ব্রহ্মা, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, রোমক, পৌলিশ, চ্যবন, যবন, ভৃগু, শৌনক এই ১৮ জন ঋষি জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক।

এই সকল জ্যোতিষজ্ঞ ঋষিগণ কিরূপ পূজনীয় ছিলেন, তাহা হিন্দু-সন্তান মাত্রেই অবগত আছেন। বঙ্গদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ গ্রহবিপ্রগণ ও পূর্ব্বতন রাজগণের নিকট হইতে বহু ব্রহ্মত্র দেবত্র ভূসম্পত্তি পাইয়া ছিলেন। অর্থ লোলুপ জমিদারগণ এই সকল সম্পত্তির অধিকাংশ আত্মসাৎ করিলেও এখনও প্রায় সকল জেলাতেই গ্রহবিপ্রগণের এইরূপ সম্পত্তি রহিয়াছে।

বঙ্গদেশে গ্রহবিপ্রগণের নিম্নলিখিত গোত্র দেখা যায়:—

কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, স্বর্ণকৌশিক, চন্দ্র-কৌশিক, পরাশর, গৌতম, আত্রেয়, বশিষ্ট, গর্গ, জামদাগ্ন্য, আঙ্গিরস, পৌলস্ত্য, কৌণ্ডিন্য, মিহির, আলম্যান, মৌঞ্জায়ন, মৌদ্গল্য, কাত্যায়ন, কাম্বায়ন, অগ্নিবেশ্য, শৌনক, উপমন্যু, বৈয়াঘ্রপদ্য ইত্যাদি।

বঙ্গীয় গ্রহবিপ্রগণ প্রায় সকলেই সামবেদী, অল্প সংখ্যক যজুর্বেদী ও ঋগ্‌বেদী ও আছেন।

নিম্নে কয়েকখানি কুলপঞ্জিকা অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে।

পাবনা ও টাঙ্গাইল গ্রহবিপ্র সমাজ।

পুরা সরস্বতী তীরে পবিত্রে সুমনোহরে।
বেদবেদাঙ্গ-কুশলাঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রপরায়ণাঃ॥
বসন্তি স্ম দ্বিজবরাঃ সূর্য্যধ্যানরতাঃ সদা।
লোকনাথো বরাহশ্চ দাশরথি ভৃগু স্তথা॥
সনাতনো বশিষ্ঠশ্চ ভগীরথ-পুরন্দরৌ।
প্রভাকরো জামদগ্নি জগন্নাথো মহেশ্বরঃ॥
জমদগ্নিপ্রতীকাশা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
দ্বাদশৈতে বিপ্রমুখ্যাঃ পৌণ্ড্রাজেন প্রার্থিতাঃ॥
তং প্রদেশং পরিত্যজ্য পৌণ্ড্রদেশং সমাযযুঃ।
সংপ্রাপ্য চ বহুভূমী গৃহাণি চ ধনানি চ॥
সদারা নিবসন্তি স্ম পৌণ্ড্রাজেন পূজিতাঃ।
কাশ্যপো লোকনাথশ্চ শাণ্ডিল্যশ্চ ভগীরথঃ॥
বাৎস্যগোত্রো বশিষ্ঠশ্চ ভরদ্বাজো ভৃগুস্তথা।
প্রভাকরো গর্গগোত্রঃ সাবর্ণশ্চ পুরন্দরঃ॥

জামদগ্নি শ্চাঙ্গিরসো মৌদ্গল্যশ্চ সনাতনঃ।
কৌশিকশ্চ দাশরথি র্বরাহশ্চ পরাশরঃ।
জগন্নাথো গৌতমশ্চ পৌলস্তশ্চ মহেশ্বরঃ।
তেষামন্বয়সংজাতা নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ।
গ্রহযজ্ঞাদি-কুশলা গ্রহবিপ্রা উদাহৃতাঃ॥
বাগ্‌হাচরা বাঘ'পুর ফৈলা জামির্ত্তিকা স্তথা।
শিবনিবাস কাম সিন্দুর রাম রাম তাহের পুরঃ॥
ইত্যষ্টসু চ গ্রামেষু সেনরাজেন দত্তিকাঃ।
ভূমীঃ প্রাপ্যাধিবসতিং চক্রু স্তে গ্রহভূসুরাঃ॥
আচার্য্যঃ পাঠকশ্চৈবোপাধ্যায়ো ঘটক স্তথা।
জোষী মিশ্রো দীক্ষিতশ্চ তেষা মুপাধয়ঃ স্মৃতাঃ॥

পূর্ব্বকালে পবিত্র ও মনোহর সরস্বতী নদীর তীরে বেদ বেদাঙ্গ কুশল, জ্যোতিষশাস্ত্রপরায়ণ সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। পৌণ্ড্রদেশের রাজকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে কাশ্যপ গোত্রীয় লোকনাথ, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভগীরথ, বাৎস্য গোত্রীয় বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভৃগু, গর্গ গোত্রীয় প্রভাকর, সাবর্ণগোত্রীয় পুরন্দর, আঙ্গিরস গোত্রীয় জামদগ্নি, পরাশর গোত্রীয় বরাহ, গৌতম গোত্রীয় জগন্নাথ, পৌলস্ত গোত্রীয় মহেশ্বর, মৌদ্গল্য গোত্রীয় সনাতন, কৌশিক গোত্রীয় দাশরথি, এই দ্বাদশজন বিপ্রশ্রেষ্ঠ পৌণ্ড্রদেশে সমাগত হন। ইঁহাদের বংশধরগণ নানা শাস্ত্রে বিশারদ ও গ্রহযজ্ঞাদি কুশল জন্য গ্রহবিপ্রনামে খ্যাত। বাগ্‌হাচরা, বাঘল পুর, ফৈলা, জামির্ত্তা, শিবনিবাস, কামসিন্দুর, রাম রাম, (কোন কোন মতে মিহির পুর) তাহেরপুর এই অষ্ট গ্রামে সেনরাজগণের প্রদত্ত ভূমিতে ইঁহারা বাস করিতেন। আচার্য্য, পাঠক, উপাধ্যায় ঘটক, জোষী, মিশ্র, দীক্ষিত ইঁহাদের

প্রাচীন উপাধি। বঙ্গদেশে আসিবার পর চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য, অধিকারী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আরও কয়েকটি উপাধি হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে প্রাপ্ত মজুমদার, মুন্সী রায় প্রভৃতি কয়েক প্রকার উপাধিও দেখা যায়।

নদীয়া সরযূপারি গ্রহবিপ্রসমাজ।

শ্রীসূর্য্যং প্রণিপত্যাগ্রে তথৈব কুলদেবতাম্।
ক্রিয়তে গ্রহবিপ্রাণাং কুলপঞ্জী যথা বিধি॥
সুরম্যে সরযূতীরে নানাবৃক্ষসমাকুলে।
সুরসালফলৈঃ পুষ্পৈ রাকীর্ণে চ মনোহরে॥
বসন্তি বিপ্রশার্দ্দূলা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
নানা শাস্ত্রেষু কুশলা জপযজ্ঞপরায়ণাঃ॥
কদাচিন্নৃপতি-শ্রেষ্ঠঃ শশাঙ্কো গৌড়ভূপতিঃ।
পীড়িতো গ্রহবৈগুণ্যাৎ ক্লেশং প্রাপ স ধার্ম্মিকঃ॥
বৈদ্যৈশ্চিকিৎসিতঃ সম্যঙ্ন মুক্তো রোগসঙ্কটাৎ।
ততঃ স্বস্ত্যয়নং কর্ত্তু মিয়েষ নৃপপুঙ্গবঃ॥
মন্ত্রিণা প্রেরিতা দূতা আনীতা দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
আহূয় সরযূতীরাৎ নৃপস্যাদেশত স্ততঃ॥
বিষ্ণুঃ সনাতন শ্চৈব সুযজ্ঞঃ শঙ্কর স্তথা।
দেবধরঃ সুশর্ম্মা চ বাসুদেবঃ প্রজাপতিঃ॥
চতুর্ভুজশ্চ লোকেশ শ্চক্রপাণিশ্চ মাধবঃ।
প্রার্থিতা গৌড়ভূপেন চাগতা গৌড়মণ্ডলং॥
গ্রহজ্ঞানং বিদিত্বা তু তেষাং রাজ্ঞা মহাত্মনাং।
গ্রহযজ্ঞ বিধানার্থং বৃতা স্তে নিজমন্দিরে॥

তেষান্তু দ্বিজমুখ্যানাং গোত্রাণি চ যথাক্রমং।
কথ্যন্তে যে বৃতা স্তস্মিন্ নৃপস্য যজ্ঞকর্ম্মণি॥
বিষ্ণুঃ কাশ্যপগোত্রশ্চ কৌশিকশ্চ সনাতনঃ।
বাৎস্যঃ সুযজ্ঞঃ শাণ্ডিল্যো বাসুদেব স্তথৈবচ॥
মৌদ্গল্যস্তঃ সুশর্ম্মাচ দেবধরঃ পরাশরঃ।
শঙ্করো গৌতমঃ খ্যাতো ভরদ্বাজঃ প্রজাপতিঃ॥
মৌঞ্জায়নশ্চ লোকেশো জামদগ্নি শ্চতুর্ভুজঃ।
গর্গস্তু চক্রপাণিঃ স্যাদালম্যানশ্চ মাধবঃ॥
সুশর্ম্মা তন্ত্রধারত্বে হোতৃত্বে চ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মকর্ম্মণি বিষ্ণুশ্চ সদস্যত্বে চ শঙ্করঃ॥
জপকর্ম্মণি সূর্য্যস্য সুযজ্ঞঃ শশিনস্তু সঃ।
সনাতন স্তথা ভূমিপুত্রস্য চ চতুর্ভুজঃ॥
বুধস্য চ চক্রপাণি র্গুরো র্দেবধর স্তথা।
কেতূপপ্লবয়ো শ্চৈব মাধবঃ সুধিয়াং বরঃ॥
সম্পাদ্য বিধিবদ্ রাজ্ঞো গ্রহযজ্ঞং দ্বিজাতয়ঃ।
সদারা নিবসন্তি স্ম গৌড়দেশে নৃপাজ্ঞয়া॥

(উমেশচন্দ্র শর্ম্ম ধৃত মহাদেব কারিকা)

অগ্রে শ্রীসূর্য্যকে তৎপরে কুলদেবতাকে প্রণাম করিয়া যথাবিধি গ্রহবিপ্রগণের কুল পঞ্জিকা লিখিতেছি। নানাবৃক্ষ সমাকুল, সুরসাল ফল ও সুগন্ধ কুসুমে রমণীয় সরযূনদীর তীরে বেদবেদাঙ্গ পারগ, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, জপযজ্ঞপরায়ণ, ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। কোন সময়ে গৌড় দেশপতি শশাঙ্ক, গ্রহ দোষে পীড়িত হইয়া ক্লেশ পাইতেছিলেন। বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াও রোগসঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতে ইচ্ছা করেন। রাজার আদেশে মন্ত্রিগণ সরযূ নদীর

তীর হইতে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কাশ্যপ গোত্রীয় বিষ্ণু, কৌশিক গোত্রীয় সনাতন, বাৎস্য গোত্রীয় সুযজ্ঞ, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বাসুদেব, মৌদ্গল্য গোত্রীয় সুশর্ম্মা, পরাশর গোত্রীয় দেবধর, গৌতম গোত্রীয় শঙ্কর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় প্রজাপতি, মৌঙ্গায়ন গোত্রীয় লোকেশ, জমদগ্নিগোত্রীয় চতুর্ভুজ, গর্গগোত্রীয় চক্রপাণি, আলম্যানগোত্রীয় মাধব এই দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া গৌড়দেশে আগমন করেন। গৌড়েশ্বরের গ্রহযজ্ঞে সুশর্ম্মা তন্ত্রধর, প্রজাপতি হোতা, বিষ্ণু ব্রহ্মা, শঙ্কর সদস্য, সুযজ্ঞ সূর্য্যের জপে, সনাতন চন্দ্রের জপে, চতুর্ভুজ মঙ্গলের জপে, চক্রপাণি বুধের জপে, দেবধর বৃহস্পতির জপে, লোকেশ শুক্রের জপে, বাসুদেব শনির জপে, মাধব রাহু ও কেতুর জপে নিযুক্ত হন। ব্রাহ্মণগণ যথা বিধি রাজার যজ্ঞ সমাপন করিলে রাজা রোগমুক্ত হন এবং ব্রাহ্মণগণ বহু ভূমি পাইয়া রাজার অনুরোধে গৌড় দেশে সপরিবারে বাস করিতে থাকেন।

গৌড়াধিপ শশাঙ্ক ৫৫২ শকাব্দে (৬৩০ খৃঃ) গয়ার বোধিদ্রুম ছিন্ন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। সুতরাং ইহার কিছু পূর্ব্বে বা পরে এই ব্রাহ্মণগণ গৌড় দেশে আনীত হইয়াছিলেন।

রাঢ়ী শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণসমাজ।

পৃথু নৃসিংহো বিষ্ণুশ্চ লোকনাথো জনার্দ্দনঃ।
কেশবঃ কৃত্তিবাসাশ্চ নারায়ণ-নরোত্তমৌ॥
দণ্ডপাণি মহানন্দো দশ বিপ্রা প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মধ্যদেশং পরিত্যজ্য গৌড়দেশ-সমাগতাঃ॥
বৃহজ্জোষী কাশ্যপিশ্চ ওঝাচার্য্যাচতুষ্টয়ং।
ঘটকঃ পাঠকশ্চৈব মিশ্রোপাধ্যায় এব চ॥

জমদগ্নি রালম্যানো দশ খ্যাতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
বৃহজ্জোষী কাশ্যপগোত্রঃ কাশ্‌পটী ঘৃতকৌশিকঃ ॥
ওঝা গৌতম আঁখ্যাতো আচার্য্য মধুকুল্যয়োঃ ।
ঘটকশ্চ ভরদ্বাজঃ পাঠকো বাৎস্যোপাধিকঃ ॥
মিশ্রঃ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ স্যাদুপাধ্যায়ঃ পরাশরঃ ।
জমদগ্নি রালম্যানো দশ গোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

(কুলানন্দ কারিকা ।)

এই সম্প্রদায়ের শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ বালী ময়ূরেশ্বর সমাজের অন্তর্ভূক্ত। কলিকাতা মহানগরীর পশ্চিমস্থ গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে বালী নামক প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম হইতে বীরভূম জেলার কোটময়ূরেশ্বর গ্রাম পর্য্যন্ত সকল গ্রহবিপ্রগণ এই সমাজের অন্তর্গত। তাঁহাদের কুলপাঞ্জকা হইতে জানা যায়—পৃথু, নৃসিংহ, বিষ্ণু, লোকনাথ, জনার্দ্দন, কেশব, কৃত্তিবাস, নারায়ণ, দণ্ডপাণি, মহানন্দ এই দশটি ব্রাহ্মণ মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া গৌড়দেশে সমাগত হন। বৃহজ্জোষী, কাশ্‌পটী, ওঝা, আচার্য্য, ঘটক, পাঠক, মিশ্র, উপাধ্যায়, এই আটটি তাহাদের বংশোপাধি। তাঁহাদের গোত্র—কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, গৌতম, মৌদ্‌গল্য ঘৃতকৌশিক, পরাশর, আলম্যান, জমদগ্নি, বাৎস্য, ভরদ্বাজ। মৌদ্‌গল্য গোত্রজাত কুলানন্দ পদবী প্রাপ্ত নৃসিংহ নামক কোনও গ্রহবিপ্র, রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রগণের এই কুলপঞ্জিকা প্রণয়ণ করেন। তাঁহার পরিচয় এই জানা যায় :—

মৌদ্‌গল্য গোত্রে গ্রহভূসুরাণাং কুলেহভবদ্‌বেদবিধান-দক্ষঃ ।
নৃসিংহ নাম্না প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ধনী সুখী সর্ব্বগুণৈরুপেতঃ ॥
দৃষ্টা জনাঃ শক্তিভি রম্বিতং তমমাত্মিষীভির্মিলিতা স্তদগ্রে ।
সমাজবন্ধং প্রতি যত্নবন্তঃ সমাজশৈথিল্য মমুং প্রচক্ষুঃ ॥

নিশম্য সর্ব্বং তদসৌ নৃসিংহঃ সমাজবন্ধং স চকার তেষাং।
ততঃ প্রভৃত্যেব নৃসিংহ দেবোঽভবৎ কুলানন্দ ইতি প্রসিদ্ধঃ ।।

(রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্র কুলপঞ্জিকা।)

ঢাকা শাকদ্বীপি গ্রহবিপ্রসমাজ।

প্রণম্য দেবং জগদক্ষিরূপং বিশ্বপ্রকাশো যদনুগ্রহেণ।
তমর্ক মগ্র্যং বিতন্যতে ময়া গ্রহদ্বিজানাং কুলপঞ্জিকেয়ং ॥
শাকদ্বীপাদাগমনঞ্চ তেষাং রাঢ়ে ততো বঙ্গপ্রদেশ ভাগে।
সংক্ষেপত স্তৎ প্রবদামি যত্নাৎ কক্কের গ্রামে পরতো নিবাসঃ ॥

ঢাকা প্রদেশস্থ গ্রহবিপ্রগণ বলেন, তাঁহারা শাকদ্বীপি হইতে আসিয়া রাঢ়দেশে বাস করিতে ছিলেন। যে সময়ে লক্ষ্মণসেন রাঢ়দেশ হইতে পলায়ন করিয়া এদেশে আগমন করেন সেই সময়ে তাঁহারাও আসিয়াছেন।

ময়মনসিংহ আচার্য্য ব্রাহ্মণসমাজ।

সুপুণ্যে মগধে দেশে বহু ব্রাহ্মণ বেষ্টিতে।
বেদধ্বনি মুখরিতে যজ্ঞধূম সমাযুতে ॥
জ্যোতিষাগম বেদান্ত বেদশাস্ত্র বিশারদাঃ।
বসন্তি স্ম দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শাকদ্বীপ সমাগতাঃ ॥
ব্রহ্মপুত্র তটবর্ত্তী কদাচিন্নৃপপুঙ্গবঃ।
পিণ্ডদানাদি কার্য্যার্থং গতবান্ মগধং পুরা ॥
কেনচিৎ ক্ষৌণী দেবেন তত্রস্থেন জ্যোতির্ব্বিদা।
গ্রহযজ্ঞবিধানার্থ মাগমোক্ত বিধানতঃ ॥
আদিষ্টো নৃপশার্দ্দূলঃ পুত্রহীনঃ স ধার্ম্মিকঃ।
কিন্তু তত্র গ্রহযজ্ঞাসমর্থো নরপালকঃ ॥

পিণ্ডদানাদি সম্পাদ্য তদা বিধিবিদাম্বরঃ।
স্বদেশে গ্রহযজ্ঞার্থং জ্যোতিঃ শাস্ত্রে পরায়ণৈঃ॥
জপযজ্ঞাদি কুশলৈ র্বিভ ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
প্রত্যাগত্য যথাশাস্ত্রং গ্রহযজ্ঞ মকারয়ৎ॥
স্বল্পেনৈব তু কালেন মহিষ্যা গর্ভলক্ষণং।
বিদিত্বা নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ সন্তুষ্টো ব্রাহ্মণান্ প্রতি॥
তত্রৈব স্থাপয়ামাস দত্ত্বা ভূমী ধনানি চ।
বহু ভূমী ধনং প্রাপ্য নৃপতে র্ব্রাহ্মণা স্তদা॥
দারপুত্রান্ সমানীয় নিবসন্তি স্ম তত্র বৈ।
তেষান্তু দ্বিজমুখ্যানাং নাম গোত্রাণি মে শৃণু॥
মুকুন্দ গঙ্গাধর লক্ষ্মীকান্ত রাজীব বিশ্বেশ্বর রামচন্দ্রাঃ।
গোবিন্দ রামামর বিশ্বনাথাঃ সদার পুত্রা মগধাৎ সমায়য়ুঃ॥
মুকুন্দঃ কাশ্যপঃ খ্যাতো গঙ্গাধরশ্চ গৌতমঃ।
লক্ষ্মীকান্তো ভরদ্বাজো রাজীবশ্চ পরাশরঃ।
মৌদ্গল্যো বিশ্বনাথশ্চ শাণ্ডিল্য শ্চামর স্তথা।
তেষান্তু দ্বিজমুখ্যানাং বংশজা গ্রহচারকাঃ।
গ্রহাচার্য্য ব্রাহ্মণেতি বিখ্যাতা বঙ্গদেশকে॥

বঙ্গদেশে ব্রহ্মপুত্র নামক প্রসিদ্ধ নদীর তীরবর্ত্তী কোনও রাজা গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দানার্থ গয়াধামে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। পিণ্ডদানাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর তিনি তত্রত্য একজন শাকদ্বীপি বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদের নিকট তাঁহার সন্তান না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া বলিলেন, গ্রহবৈগুণ্য জন্য তাঁহার সন্তান হইতেছে না। গ্রহযজ্ঞ করিলে তাঁহার সন্তান জন্মিবে। তিনি তথায় গ্রহযজ্ঞের বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া

নিম্নোক্ত নয়টি শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণকে গ্রহযজ্ঞ নির্ব্বাহের জন্য সঙ্গে লইয়া আসেন এবং তাঁহাদের দ্বারা যথাবিধানে গ্রহযজ্ঞ সমাপন করিলে অল্পদিন মধ্যেই রাণীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পায়। রাজা গর্ভ ফল জানিবার জন্য তাঁহাদিগকে কয়েকমাস তথায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন। উপযুক্ত সময়ে রাণী একটি সুলক্ষণ পুত্র প্রসব করেন রাজা গ্রহ যজ্ঞের প্রত্যক্ষ ফল জানিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়া সেই স্থানে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বাস করিতে অনুরোধ করেন। রাজার আদেশে তাঁহারা তথায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের বংশধরগণ জ্যোতির্বিদ্যা ও গ্রহযজ্ঞাদিতে পারদর্শী হওয়ায় গ্রহবিপ্র বা আচার্য্য ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত।

তাঁহাদের নয়টির নাম ও গোত্র এই, মুকুন্দ কাশ্যপ গোত্র, গঙ্গাধর গৌতম লক্ষ্মীকান্ত ভরদ্বাজ, রাজীব পরাশর, বিশ্বনাথ মৌদ্গল্য, অমর শাণ্ডিল্য এবং গোবিন্দরাম গর্গ গোত্রে জাত

আসাম প্রদেশের দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ।

আসাম প্রদেশের গ্রহবিপ্রগণ সাধারণতঃ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা সূর্য্যবিপ্র নামে অভিহিত। চক্রধর বংশের বংশলতিকা হইতে জানা যায়, কান্যকুব্জের অন্তর্গত ধর্ম্মশালী গ্রামে গদাধর নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার তিনটি পুত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে চক্রধর, পারিবারিক অশান্তি বশতঃ গৃহত্যাগ করিয়া বারাণসী ধামে আগমন করেন। আসামের অন্তর্গত ঔনিয়তি সত্রের একজন গোস্বামী, কাশীধামে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবণতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন সত্রে আনয়ন করেন। আসামরাজ এই বিচক্ষণ পণ্ডিতের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজসভায় সম্মানিত "কাঠ বরুয়ার" পদে নিযুক্ত করেন।

Times of Assam. "টাইম্‌স্ অফ্ আসাম" পত্রিকার সম্পাদক ও ডিব্রুগড় মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান রাধানাথ চাংকাগতি, টঙ্কেশ্বর বরুয়া এবং অন্যান্য বহু বিখ্যাত পরিবার এই চক্রধর পণ্ডিতের বংশ সম্ভূত। কামরূপের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভাতচন্দ্র বরদলৈ ও তদীয় ভ্রাতা কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল, আসামের অন্যতম বিখ্যাত অসহযোগিনেতা, স্বদেশপ্রাণ, শ্রীনবীনচন্দ্র বরদলৈ মহাশয়ের বংশ, সোনারাম বরুয়া, বলরাম বরুয়া প্রভৃতি মহোদয়গণের বংশ এই চক্রধরের কন্যা বংশ সম্ভূত।

আসাম বুরাঞ্জী হইতে জানা যায় এই চক্রধরের বংশে সোনামুরা, নিতাই, জুরাই ও ধর্ম্মশীল নামক চারিজন বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। ১৫৪৩ শকাব্দে ইহারা প্রত্যেকে রাজার নিকট হইতে ২৫টি করিয়া হাতি উপহার পাইয়াছিলেন।

পাছে দিলিহির বাটে মাঝি ও জনায় দুই ভায়েক যাওতে বরজনা আই কুবরীদেবে স্বর্গ দেবত মাতি বাতর পরা চারিও জনাকে আনিলে। তাত পাছে কলনপুরর বরদৈ চিলা পর্ব্বতর কোথত হাতি ধরিলে ১০০টা। এই হাতিকে সোনামুরা, নীতাই, জুরাই, ধরমশীল, এই চারি বরদলৈক দিলে।

এই সোনামুরা, আহমরাজসভায় সর্ব্বপ্রথমে "মজিন্দার বরুয়া" নামক বহু সম্মানিত পদ প্রাপ্ত হন। সোণামুরার বংশধরগণ এখনও উত্তর গৌহাটীতে বাস করিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটীকালেক্টর "হরকান্ত বরুয়া" এই বংশ সম্ভূত। শিবসাগরের চাংকাগতিগণ নিতাইয়ের বংশজাত। জুরাইয়ের বংশ লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রাধানাথ চাংকাগতি ও সদর আমিন মোহন বরুয়া ধর্ম্মশীলের বংশোৎপন্ন।

হরগৌরী সংবাদ ও দীপিকা চান্দা নামক (অন্য নাম রুদ্র যামল)

প্রাচীন গ্রন্থেও এই দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের কথা পাওয়া যায়। "পুরুষোত্তম গজপতি" নামক আসামের একজন ক্ষত্রিয় রাজা এই "দীপিকাচান্দা" গ্রন্থ আসামীভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি নিজকে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের বংশজাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আহম রাজাদিগেরও পূর্ব্বে ইনি আসামের এক অংশে রাজত্ব করিয়াছেন। "গজপতি" ইহার উপাধি। আসাম-বুরুঞ্জী হইতে জানা যায়, যিনি একশত হস্তী রাখিতে পারিতেন, তাঁহাকেই এই উপাধি দেওয়া হইত। উক্ত রুদ্রযামল গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত নবীন-চন্দ্র বরদলৈ মহাশয়ের পিতা ৺স্বর্গীয় রায়বাহাদুর (ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্) মাধবচন্দ্র বরদলৈ এবং বাঙ্গালীর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ অধিকারী মহাশয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দুই খানি মুদ্রিত করিয়াছেন। গ্রন্থ খানি বহু প্রাচীন এবং শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে গ্রন্থখানি অনূদিত হইয়াছিল। সাঞ্চিভাষায় লিখিত ও আসামগভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সুরক্ষিত আসামবুরাঞ্জীতে "হরগৌরী-সংবাদের" কথা জানা যায়। প্রাগাহমিক যুগে কামতেশ্বর মহিষী, গৌড়রাজকুমারী সুলোচনা, দীননাথ নামক এক ব্রাহ্মণের মুখে হরগৌরী সংবাদ পাঠ শ্রবণ করিতেন। এই হরগৌরী সংবাদের ও দীপিকা চন্দাতে সূর্য্যবিপ্রদের অতি উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে।

এতেক সে মহামুনী সব শ্রেষ্ঠ তব।
তাহান সমান একো নাহি আন নব॥
যোত হন্তে দৈবজ্ঞ বিপ্রে সে শ্রেষ্ঠ জানি।
সমান করিয়া থৈলা ধর্ম্মত প্রমাণি॥
হেন জানা তাসম্বারে নাহি ভিন্ন ভিন্ন।
শ্রুতিশাস্ত্রে জ্যোতির্ব্বেদে করি চারি ভিন্ন॥
ইহান্তো হৈবেক বেদ ধর্ম্মে অধিকার।
একে ধর্ম্ম একে কর্ম্ম আচার বিচার॥

ইটো দুই আনক বন্দিব না পাবয় ।
আরু, সেবা নৈলে পদ সেবিব লাগয় ॥
পার্ব্বতী বদতি প্রভু শুনা ত্রিলোচন ।
আসাম্বাব বন্দনিয় নাহি একজন ॥
শঙ্কবে বোলন্ত জাঁয়া শুনিও বচন ।
মই হব আব ব্রহ্মা বিষ্ণু তিনজন ॥
আসাম্বাব বন্দনি এহিসে তিন হয় ।
মহাগোপ্য কথা কঁহো তোমাত নিশ্চয় ॥

দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বিদ্যা বুদ্ধিতে যেরূপ রাজ সভায় সন্মানিত ছিলেন, অসীম সাহসিকতা ও শৌর্য্যবীর্য্যে ও তাঁহারা রাজসভায় সেইরূপ আদৃত হইতেন।

বুরাঞ্জীতে ১৫৪৩ শকের একটি ঘটনা এইরূপ বর্ণিত আছে যে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তামুলি বরদলইয়ের পুত্র সালান ও নপাতি ফুকন, চিটি ঘুরিয়াতে জল পথে ও স্থলপথে মুসলমান দিগকে আক্রমণ করিয়া ছিলেন।

বুরাঞ্জী পাঠে জানাযায় ১৫৫৮ শকে সরাইঘাটের যুদ্ধে ডাঙ্গোরিয়াগণ মুসলমান দিগের সাহত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতেছিল। ইহাতে আসামরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত সোনামুরার বংশজাত "রমাবরুয়া" নামক একজন দৈবজ্ঞের সহিত মোমাই তামুলি ফুকনকে প্রেরণ করেন।

এই কথা শুনি স্বর্গদেবে ফুকন বাজথোবাক খঙ্গ কবি মোমাই তাম্বুলি বব বরুবাকে সকলোবে নেওগপাতি, গণক বরুবাকে লগতদি পাঠই দিলে। সিবোবে গৈ স্বর্গদেবৰ আজ্ঞাবে দাই ধবি বোলে বঙ্গালক নধবি উসলি কিয় আছ। পাছে স্বর্গদেবৰ খঙ্গ হেন জানি ফুকন বরুবাই সকলোবে আলচি নাবে তবে বঙ্গালক খেদি ধৰিলে গৈ।

ইতিহাসে এই দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ গণের পাণ্ডিত্য, বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের বহু সাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রত্যেক যুদ্ধেই সেনাপতিদের সহিত বরদলই (বৃহজ্জোষী) দিগকে থাকিতে হইত। শুভক্ষণ দেখিয়া ইহারা সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার আদেশ করিতেন। প্রবলপরাক্রান্ত সেনাপতিগণও ইহাদের আদেশ না লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহারা যে কোন সময়ে আদেশ দিয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পারিতেন।

১৫৯২ শকের বিখ্যাত সরাইঘাটের যুদ্ধ হইতে জানা যায়, আসাম রাজের বিখ্যাত সেনাপতি (বর ফুকন) লচিৎ বহুসংখ্যকসৈন্য সামন্ত লইয়া অগ্রসর হইলেন। মুসলমানেরা ব্রহ্মপুত্রনদের ভিতর দিয়া নৌবাহিনী ব্যূহাকারে চালনা করিতেছিলেন। আহমসৈন্যেরা ক্রমাগত ছত্রভঙ্গ হইতেছে। বীরবর লচিৎ মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার সহগামী জ্যোতির্ব্বিদ্ অচ্যুতানন্দ বরদলইয়ের নিকট যুদ্ধের অনুমতি চাহিলেন কিন্তু অচ্যুতানন্দ অশুভক্ষণ জানিয়া আক্রমণ করিতে নিষেধ করিলেন। লচিৎ বহুরূপে ভয় দেখাইয়া বলিলেন যে, অনুমতি না দিলে তিনি তাঁহাকে হত্যা করিবেন কিন্তু অচ্যুতানন্দ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অশুভসময় অতীত হইয়া গেলে যখন অচ্যুতানন্দ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন, তখন লচিৎ একাকী সাত খানি নৌকা লইয়া সমস্ত মুসলমান বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে একাকী অগ্রসর হইতে দেখিয়া আসামসৈন্য দলবদ্ধ হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই যুদ্ধেই মোগল সেনাপতি রাম সিংহ পরাজিত হইয়া সসৈন্যে পলায়ন করিল। আসাম সৈন্যগণ ও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। এই ঘোরতর যুদ্ধে রণ ক্ষেত্রে অচ্যুতানন্দ বরদলইয়ের সহিত আরও এগার জন জ্যোতির্ব্বিদ বরদলই ছিলেন। সকলে অগ্রসর হইয়া আহম সেনাপতিকে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিলেন। আহম সেনাপতি অবনত মস্তকে তাঁহা-

দের আদেশ পালন করিলেন। রাত্রিতে দেখা গেল মোগলশিবির হইতে ধূম উঠিতেছে। গুপ্তচরেরা বরফুকন লচিৎকে প্রকৃতসংবাদ জানাইল। তখন লচিৎ, সৈন্যসামন্তকে দলবদ্ধ করিয়া মুসলমান দিগকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি অচ্যুতানন্দের অনুমতি প্রার্থনা করিলে বরদলই উত্তর করিলেন, এখন আর যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন মজা দেখিবার সময় আসিয়াছে। শক্রসৈন্যেরা শীঘ্রই পলাইয়া যাইবে। তাহাই হইল। প্রভাতে মোগলসৈন্য শিবির উঠাইয়া আসাম হইতে পলায়ন করিয়াগেল। আসাম শিবিরে আনন্দের রোল উঠিল। আসামের রাজা অচ্যুতানন্দকে "সমুদ্রাক্ সেয়ারী" নামক বহু সম্মান কর উপাধি, বহুসংখ্যক ভূমি, ক্রীতদাস উপহার প্রদান ও কামরূপ দৈবজ্ঞ বংশোদ্ভব এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। আসাম বুরাঞ্জীতে এই ঘটনা বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে।

কোন সময়ে গঙ্গাধর সিংহ তাঁহার শক্র কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া ছদ্ম বেশে বেড়াইবার সময় একদিন দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ টৌঙ্গার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। টৌঙ্গা তাঁহাকে বলেন যে আপনি ভবিষ্যতে রাজা হইবেন। সত্য সত্যই যখন গঙ্গাধর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তিনি সেই দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বহুভূমি, ক্রীতদাস, এবং একগাছি স্বর্ণ নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত উপহার দিলেন। রাজার নিকট হইতে স্বর্ণোপবীত উপহার প্রাপ্তি তৎকালে ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান সূচক বলিয়া বিবেচিত হইত। বিভিন্ন আসাম-রাজের সময় সোনামুরা, টৌঙ্গা, ফোলিয়া দলই, সুকমল বরদলই, নাহার বরদলইয়ের বংশে আরও কেহ কেহ রাজপ্রদত্ত স্বর্ণ-যজ্ঞোপবীত উপহার পাইয়া ছিলেন। ইতিহাসে এই দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের উচ্চ সম্মানের বহু প্রমাণ আছে।

আসামে বর্ত্তমানে ৩৬টি বরদলৈ বংশ আছে। তন্মধ্যে দ্বাদশটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

১। নাহার বরদলই। ২। ফোলিয়া বরদলই। ৩। বিরাট বরদলই। ৪। ভরুয়াল বরদলই। ৫। টৌঙ্গা বরদলই। ৬। সমুদ্রক সেয়ারী জ্যোতির্ভূষণ। ৭। রামহরি বরদলই। ৮। নিতাই বরদলই। ৯। বিজয় ঘারি বরদলই। ১০। অর্জ্জুন বরদলই। ১১। কালু বরদলই। রুদ্রক্ সেয়ারী বরদলই।

এতদ্ব্যতীত আরও ২৪টি অন্য বরদলই বংশ আছে। পূর্ব্বোক্ত সোনামুখা, নিতাই, জুরাই ও ধর্ম্মশালীর বংশীয়গণের উপাধি বরুয়া। অপর একটি বরুয়া দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ বংশও বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত। বহু চাবাগানের সত্ত্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বরুয়া ইঁহাদের অন্যতম। ইনি বিখ্যাত স্বদেশে বৎসল। আসাম প্রদেশ হইতে স্বায়ত্ব শাসনের উপযুক্ততা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য ইনিও পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বরদলই মহাশয় এক যোগেই বিলাত গমন করিয়া ছিলেন।

গান্ধিয়া গ্রামের হলদী বাড়ী গোস্বামিগণ সকলেই দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। নানা উচ্চজাতীয় বহু লোক ইঁহাদের শিষ্য আছে।

মঙ্গল দইয়ের বিখ্যাত বড় গোস্বামীও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ বংশের ভূষণস্বরূপ। ইনি সর্ব্বত্র বিশেষ সম্মানিত। ইঁহারও নানা উচ্চজাতীয় বহু শিষ্য আছে।

আসামে পুরোহিতগণ শ্রাদ্ধে যজমানের বাড়ীর প্রেতভাগ গ্রহণ করেন। দেব ভাগ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ পাইয়া থাকেন। গ্রহযজ্ঞ, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণই স্বয়ং করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধ হইলেও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যথাবিহিত তাঁহাদের প্রাপ্য দক্ষিণাদি পাইয়া থাকেন।

দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ নিজেদের পৌরহিত্যে নিজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দিগকেই নিযুক্ত করেন, কখনও আবশ্যক হইলে অন্য শ্রেণীর সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণও নিযুক্ত করেন।

আসামের দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশ ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। অধুনা ইহাদের মধ্যেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্নত লোকের সংখ্যা অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দিগের তুলনায় অল্প নহে। ইহাদের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীও সম্প্রতি অনেক হইয়াছে।

উপসংহার।

যখন পঞ্জিকা মুদ্রিত হইত না, তখন গ্রহবিপ্রগণই কোনদিনে কোন তিথি, কোনদিনে কোন ব্রত করিতে হইবে, কোন তিথিতে কি খাইতে নাই ইত্যাদি প্রচার করিয়া, এই সংসারসমুদ্রে পার হইবার একমাত্র উপায় ধর্ম্মরূপতরণীতে কর্ণধাররূপে বিরাজ করিতেন। ইহারা যে কেবল ধর্ম্মকার্য্যের সময় গণনাই করিয়া দিতেন তাহা নহে, ইহারা জলঘড়ী বালুকাঘড়ী শঙ্কু প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে এবং রাত্রিতে আকাশ মেঘ-শূন্য থাকিলে নক্ষত্র দর্শন করিয়া সময়ও নির্ণয় করিতেন। জমিদার বাড়ীতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক নির্ণীত সময়ে বন্দুকের শব্দ শুনিয়াই প্রজা সাধারণ সন্ধিপূজা প্রভৃতির সংকীর্ণ সময় জানিতে পারিতেন। ইংরাজি ঘটিকা যন্ত্র থাকিলেও এখনও প্রাচীন জমিদার বংশে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জলঘড়ী প্রভৃতি দ্বারা সময় ঠিক করিয়া দিয়া রাজকোষ হইতে পুরুষানু-ক্রমে প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

তখন পঞ্জিকা শ্রবণ করা লোকে পুণ্য জনক কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন।

গঙ্গাদিতীর্থকে স্নানাদ্ যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে নূনং পঞ্জিকা শ্রবণেন চ ॥

বৈশাখমাসে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি প্রতিগৃহস্থের বাড়ীই আবালবৃদ্ধ-বনিতা ফল হস্তে লইয়া নূতন পঞ্জিকা শ্রবণ করিতেন। এবং সেই ফল প্রত্যেকেই জ্যোতির্ব্বিদকে দান করিতেন; প্রতিগৃহস্থের বাড়ী হইতেই জ্যোতির্ব্বিদ্, ভোজ্য ও কিছু রৌপ্যখণ্ড বা স্বর্ণখণ্ড দক্ষিণা পাইতেন। কতিপয় গৃহস্থ বাড়ীর জন্য একজন গ্রহবিপ্র পুরুষানুক্রমে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই গ্রহবিপ্রকে তাঁহারা তিথিপুরোহিত বা গ্রহাচার্য্য বলিতেন। গ্রহাচার্য্য মহাশয়, তাঁহাদের পরিবার ভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তিনি উচ্চ প্রাসাদবাসি মহারাজের অন্তঃপুরেও অবাধে যাতা-য়াত করিতে পারিতেন। গৃহস্থগণ তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ গ্রহরূপী মনে করিয়া "নবগ্রহেভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিতেন। তাঁহাদিগকে খাওয়াইলে বা দান করিলে গ্রহ বৈগুণ্য দোষ নষ্ট হইয়া অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে মনে করিতেন। কাহারও কোন গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে ইহারা গৃহস্থের মঙ্গল কামনায় গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া সেই বিরুদ্ধ গ্রহের পূজা হোমাদি করিতেন। পুরোহিতব্রাহ্মণগণ, যেরূপ সত্যনারায়ণের পূজা করেন, সেইরূপ গ্রহপুরোহিতগণ, শনিগ্রহের দোষশান্তির জন্য শনিবারে শনির পূজা করিতেন। গৃহস্থগণ অনেকে শনির নাম করিতে ভীত হন, এজন্য কেহ কেহ এই শনির পূজাকে বারপূজা ও বলে। ইহারা প্রতি গৃহস্থের বাড়ী বৎসরের মধ্যে এক বার (মাঘ মাস বা বৈশাখ মাসে) সূর্য্য পূজা করিতেন। পুরোহিত, অন্যান্য "বার মাসে তের পার্ব্বণ" যাহা হইয়া থাকে তাহা করিতেন। বিবাহ হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কার

শ্রাদ্ধ, ব্রত, পার্ব্বণাদি সকলই পুরোহিত করিতেন। এইরূপে যাঁহার যেরূপ ভাগ যথাযথ প্রাপ্ত হও যায় সমাজে কি নির্ম্মল আনন্দের স্রোতই প্রবাহিত হইত। সকলেই অন্নলাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতেন। পূর্ব্বে দেশে প্রচুর ধনরত্ন ছিল। সমাজের উরু অর্থাৎ স্তম্ভ স্বরূপ বৈশ্যগণ, কৃষি ও শিল্পজাত নানাবিধ দ্রব্য বিদেশে লইয়া যাইতেন এবং বাণিজ্য দ্বারা বহু ধনরত্ন আহরণ করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিতেন। এইক্ষণ কৃষি ও বাণিজ্যের অবনতিতে দেশ দরিদ্র জন্য, বার মাসে তের পার্ব্বণাদি যথাযথ সম্পন্ন না হওয়ায় পুরোহিত ও গ্রহপুরোহিত সকলেরই প্রাপ্তি কমিয়া গিয়াছে। পুরোহিতগণ এইক্ষণ গ্রহাচার্য্যকে প্রতারিত করিয়া নিজের ভাগ বেশী করিবার জন্য ব্যস্ত। পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ, গ্রহপুরোহিতগণের নিন্দাকর সংস্কৃত শ্লোকে জাতিমালা নামক পুস্তক রচনা করিয়া যজমানকে শ্রবণ করাইতে থাকেন এবং তদ্দ্বারা যজমানদিগেরও মনে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইতে থাকে।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ এই জাতিমালা নামক পুস্তক যে কেবল লোকপ্রতারণার জন্যই প্রস্তুত, ইহা হাতিবাগান টোলের অধ্যাপক ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি নিরপেক্ষ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—

"কেবলং লোকান্ প্রবঞ্চয়িতুং তৎসম্বন্ধে জাতিমালা সংগ্রহোঽপি সংগৃহীত এব। সচ যথার্থ শাস্ত্রবিপরীতঃ। নিঃসন্দেহং প্রতারণার্থং প্রচারিতঃ স্বকপোলকল্পিত এব জ্ঞায়তে।"

(সিদ্ধান্তসমুদ্র ৯৬ পৃঃ।)

এইক্ষণ গ্রহবিপ্রদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রহবিপ্রদিগকে বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা এক হইতে হইবে। তাঁহারা যেহেতু

গ্রহবিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং কি কি তাঁহাদের জন্মগত অধিকার, তাহা সমাজকে জানাইতে হইবে। তাঁহারা যে তাঁহাদের অধিকার পরিচালনায় সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহা সমাজকে দেখাইতে হইবে। সমাজ হিতকর ও দেশহিতকর কার্য্য করা সমাজের শ্রদ্ধা ভাজন হইতে হইবে। পাশ্চাত্যশিক্ষার কুহকে বা কালের আবর্ত্তনে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ কোন আচার নিয়ম সমাজে থাকিলে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। যে কার্য্য দ্বারা নিজের বা সমাজের কোন প্রকার সম্মানের লাঘব হয়, এমন কার্য্য হইতে ও অসম্মানকারি হইতে দূরে থাকিতে হইবে। এইরূপে যে দিন সমাজের প্রতিকেন্দ্রে কেন্দ্রে নিজ নিজ অধিকার লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে, যে দিন আত্মসম্মান জাগরিত হইয়া প্রতি নরনারীর লুপ্ত উৎসাহ উদ্যমকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে, নিজ স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া, যে দিন উন্নতি লাভের জন্য মনঃপ্রাণ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, সে দিন কোনও সমাজ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইবে না।

পাঠকসমীপে নিবেদন।

প্রাচীন আর্য্যজাতি এক সময়ে জগদ্ বরেণ্য থাকিলেও অধুনা তাঁহাদের বংশধর ভারতবাসিগণ স্বদেশে এবং বিদেশে ভিন্ন দেশীয়গণের পদদলিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, আমেরিকার বিচারালয়ে অনার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত বলিলেও বাস্তবিক যেমন তাঁহারা অনার্য্য নহে পরন্তু আর্য্য; সেইরূপ বহু প্রাচীন শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ সমাজ সম্ভূত গ্রহবিপ্রগণ বঙ্গদেশে আসিয়া রাজনৈতিক বা অন্যবিধ কারণে হীনপ্রভ হইলেও

চিরদিনই তাঁহারা প্রভাবহীন ছিলেন না। এই ব্রাহ্মণসমাজ বৈদিক যুগে জ্যোতিষশাস্ত্র ও গ্রহবেধ প্রণালীর উদ্ভাবনকর্ত্তা। যাঁহাদিগকে সিদ্ধান্তকারগণ, সাক্ষাৎ সূর্য্যের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই ভারত-গৌরব বরাহমিহির, আর্য্যভট প্রভৃতি মনীষিগণ এই শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়াই জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভূত উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন। ইঁহারা নানাপ্রকার ধর্ম্মবিপ্লব, রাজবিপ্লব ও সমাজবিপ্লবে অবসন্ন হইলেও এখনও জ্যোতিষ শাস্ত্রকেই বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা অধিক সম্মানার্হ্য। বিদ্বান্-দিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহাদের সম্মান আরও বেশী।

ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা কিরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তাহা শিক্ষিত লোকমাত্রই বুঝিতে পারেন। এজন্য অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা গ্রহবিপ্রগণের পূজা, ভোজনাদিতে ফলাধিক্য শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই বুদ্ধিমান্ শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ সমাজই শিল্প শাস্ত্রেরও প্রবর্ত্তক। ইঁহারা গ্রহদর্শনার্থ নানাবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ এবং ভিন্ন ভিন্ন ধাতু দ্রব্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের ও তাঁহাদের অধিদেব প্রত্যধিদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতেন। ক্রমশঃ অন্য দেবতার পূজা প্রচলিত হইলেও ইঁহারাই সকল দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া যজমানের বাড়ী পূজা করিতেন এজন্য শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ দেবপূজা করিলে তাঁহারা দেবল নামে পরিচিত ও ঘৃণার্হ্য হইবেন।

যখন মৃত্তিকার শিল্প প্রচলিত হয়, তখনও মৃত্তিকা দ্বারা শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করার ন্যায় এই ব্রাহ্মণ শ্রেণীই মৃত্তিকা দ্বারা দেব-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যজমানের মঙ্গলকামনায় পূজা করিতেন। অধুনা

বঙ্গদেশে এই সমাজের ব্রাহ্মণগণ গ্রহব্যতীত অন্য দেবতার যাজন ক্রিয়া হইতে বঞ্চিত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গে কচিৎ কোন কোন স্থলে নিরক্ষর গ্রহবিপ্রগণ, মৃত্তিকার দেবমূর্ত্তি এবং ভাত শোলার অষ্টনাগাদির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

বর্ত্তমান সময়ে ইঞ্জিনিয়ারগণ যেরূপ বাটী ও গৃহনির্ম্মাণের নক্সা ঠিক করিয়া দেন, সেইরূপ এই গ্রহবিপ্রগণই বাটীর ও গৃহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদি নির্ণয় করিয়া দিতেন এবং বাস্তু দেবতার উদ্দেশে প্রদত্তদ্রব্য ইঁহারাই পাইতেন।

বাস্তু দেবস্য যদ্দানং গ্রহবিপ্রায় দাপয়েৎ। (গ্রহযামল।)

গ্রহযামল হইতে জানা যায়, সত্য যুগে গ্রহবিপ্র বা সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণ পূজ্যতম ছিলেন। ত্রেতায় অগ্নিপূজক (সাগ্নিক) ব্রাহ্মণগণ দ্বাপরে নাড়ীক্ষ (কালজ্ঞ) ব্রাহ্মণগণ কলিতে নিরগ্নি ব্রাহ্মণগণ পূজ্যতম।

সত্যে গ্রহদ্বিজাঃ পূজ্যা স্ত্রেতায়াং সাগ্নিকা দ্বিজাঃ।
নাড়ীক্ষা দ্বাপরে বিপ্রা নিরগ্নিব্রাহ্মণাঃ কলৌ॥ (গ্রহযামল)

মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে অনেকস্থলে অদ্যাপি গ্রহবিপ্র দ্বারা হাতে খড়ি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথার কারণ কি? অক্ষরের সহিত এই সম্প্রদায়ের কি সম্বন্ধ, আশা করি প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহার অনুসন্ধান করিবেন। ভারতবর্ষে আসিয়াও আর্য্যগণ বিদ্যা শিক্ষার্থ বাহ্লীকাদি দিব্য দেশে গমন করিতেন। বাহ্লীকভাষা দিব্য দেশের ভাষা ছিল। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ দিব্যব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত। সংস্কৃত ভাষা, গীর্ব্বাণবাণী, দেবভাষা প্রভৃতি নামে খ্যাত। ব্রহ্মা অক্ষরের সৃষ্টি কর্ত্তা "ধাত্র্যাক্ষরাণি সৃষ্টানি"। সুতরাং দিব্য ব্রাহ্মণের সহিত অক্ষরের একটা কিছু সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। কেহ কেহ বলেন খরোষ্ট্রী

অক্ষর অগ্নি পূজা প্রবর্ত্তক ঋষি জরথুস্ত্রের প্রবর্ত্তিত। ইনি মিহির গোত্র সম্ভূত ঋজিশ্বা নামক ঋষির পুত্র।

গোত্রং মিহির মিত্যাহু র্ব্রতং তু ব্রাহ্ম মুত্তমম্।
ঋজিশ্বা নাম ধর্ম্মাত্মা ঋষি রাসীৎ পুরানঘ॥

(ভবিষ্য পুরাণ ১৩৯ অধ্যায়)

আসাম প্রদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা নবীনচন্দ্র বরদলৈ প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ পরিবারে ও পশ্চিম ভারতে কোন কোন শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ বংশে মিহির গোত্র দেখা যায়। ইহার সহিত এই হাতে খড়ি দেওয়ার প্রথার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহাও প্রত্নতত্ত্ব বিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণা করা উচিত। এই সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের ইতিহাস ও সামাজিক ব্যবহার আলোচনা করিলে, বহু লুক্কায়িত ঐতিহ্য তত্ত্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কবি বলিয়াছেন—

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই।
মিলিলে মিলিতে পারে লুকান রতন॥

এই প্রাচীন সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ সমাজের উপর দিয়া বহু ধর্ম্ম-বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে রথযাত্রা হইতেছে, তাহাও সৌরধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। সূর্য্য, বিষুব রেখায় অবস্থিত হইলে যখন দিনরাত্রি সমান হয় তখন, আষাঢ়ে উত্তরায়ণ বিন্দুতে অবস্থিত হইলে এবং মাঘে দক্ষিণায়ন বিন্দুতে অবস্থিত হইলে সূর্য্যের রথযাত্রা হইত। বর্ত্তমান সময়ে ইহা বৈষ্ণব পর্ব্বে পরিণত হইয়াছে। বৈশাখমাসে পুষ্পরথ, আষাঢ়মাসে জগন্নাথের রথ ও মাঘমাসে মাঘীসপ্তমীতে রথাখ্যা সপ্তমী নামে ব্যবহৃত হইতেছে।

ব্রহ্মোবাচ। দেবাদিত্যা বিমানস্থা রথযাত্রা প্রভাবতঃ।
ক্রীড়ন্তে বিবিধৈ র্ভোগৈঃ সর্ব্বাতঙ্কবিবর্জ্জিতাঃ॥

পূর্ব্বমেব সহস্রাংশো র্যানং তস্ত মহাত্মনঃ।
সংবৎসরস্তাবয়বৈঃ কল্পিতশ্চ রথো ময়া॥
সর্ব্বেষাস্তু রথানাং বৈ স রথঃপ্রথমঃ স্মৃতঃ।
তং দৃষ্ট্বা তু পুনস্বন্যে স্যন্দনা বিশ্বকর্ম্মণা॥
কাল্পতাঃ সর্ব্বদেবানাং সোমাদীনামনেকশঃ।
বিশ্বকর্ম্ম কৃতং প্রাপ্য রথং দেবেন শঙ্করঃ॥
পূজার্থ মাত্মনো দত্তো মনবে ক্রোধসম্ভবঃ।
মনুনেক্ষাকবে দত্তো মর্ত্ত্যৈঃ সংপূজ্যতে রবিঃ॥

(হেমাদ্রিধৃত ভবিষ্যপুরাণ।)

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু দিব্যান্ ভৌমাংশ্চ বাচকান্।
রথমারোপয়েদ্ দেবং সপ্তম্যাং ভূতভাবনং॥
নিক্ষুভা দক্ষিণে পার্শ্বে রাজ্ঞী বাপ্যুত্তরে তথা।
দ্বারে চ ব্রাহ্মণৌ তস্মিন্ দিব্যো ভৌমশ্চ পার্শ্বয়োঃ॥

(রথযাত্রা প্রকরণে হেমাদ্রিধৃত ভবিষ্যপুরাণ।)

সূর্য্যমূর্ত্তির দুই পার্শ্বে সূর্য্যদেবের দুই স্ত্রী দিব্ (রাজ্ঞী), নিক্ষুভার (পৃথিবীর) মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। সূর্য্যোপাসক দিব্য ও ভৌমব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া এবং দিবের পার্শ্বে দিব্য ব্রাহ্মণ ও পৃথিবীর পার্শ্বে ভৌমব্রাহ্মণ রাখিয়া মাঘীসপ্তমীতে রথচালনা করিবে।

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের আনীত গর্গ, নারদাদি শাকদ্বীপি জ্যোতিষজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যের ধর্ম্ম কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছিলেন। কশ্যপকে বসুদেব (বসুদেবশ্চ কশ্যপঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত) অদিতিকে দেবকী (অদিতি র্দেবকীহ্যভূৎ হরিবংশে) গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত সূর্য্যদেবকে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

গৌরঃ কৃষ্ণশ্চ পতগ স্তয়ো বর্ণান্তরে নৃপ! শ্যামো যস্মাৎ প্রবৃত্তঃ।
(ভীষ্মপর্ব্ব ১১ অধ্যায়।)

সূর্য্যের সমীপবর্ত্তি গ্রহ রোহিণীনন্দন বুধকে, রোহিণীনন্দন বলরাম রূপে (বুধো নারায়ণং প্রাপ্তঃ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৭ অধ্যায়) কল্পনা করিয়াছেন। এই সময়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুব ও বিশাখা নক্ষত্রে জলবিষুবসংক্রান্তি এবং দুই নক্ষত্রে সূর্য্য আসিলে দিনরাত্রি সমান হইত।

এতাঃ (কৃত্তিকাঃ) প্রাচ্যা দিশো ন চ্যবন্তে। (তৈঃ উপনিষদ্।)

কৃত্তিকায় সূর্য্য থাকিলে পূর্ণিমাতে চন্দ্র বিশাখায় এবং বিশাখায় সূর্য্য থাকলে পূর্ণিমাতে চন্দ্র কৃত্তিকায় থাকে।

কৃত্তিকানাং যদা সূর্য্যঃ প্রথমাংশ গতো ভবেৎ।
বিশাখানাং তদা জ্ঞেয় শ্চতুর্থাংশে নিশাকরঃ॥
বিশাখানাং যদা সূর্য্যশ্চরতেংশং তৃতীয়কং।
তদা চন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকাশিরসি স্থিতম্॥
বিষুবন্তং তদা বিদ্যাদেব মাহু র্মহর্ষয়ঃ।
সমা রাত্রি রহশ্চৈব যদা তদ্বিষুবদ্ ভবেৎ॥
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৪ অধ্যায়।)

বিশাখা নক্ষত্রের নামান্তর রাধা। (রাধা বিশাখা ইত্যমরকোষ।) বিশাখা নক্ষত্রে এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্যের গমনই রাধার কুঞ্জে ও চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কৃষ্ণের গমন কল্পিত হইয়াছে। অন্যান্য নক্ষত্রে সূর্য্যের ভ্রমণ দ্বারা বস্ত্রহরণাদি বর্ণিত হইয়াছে, বিস্তৃতি ভয়ে উল্লিখিত হইল না।

এইরূপে সৌরধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্মে রূপান্তরিত হওয়ায় গ্রহবিপ্রগণের বর্ত্তমান অবনতির অন্যতম কারণ হইতে পারে। পাঠকগণের নিকট নিবেদন তাঁহারা আমার লিখিত বিষয় সকল স্থিরভাবে চিন্তা করিবেন।

ইতি ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥